পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 312 Tuesday, 13 October, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩১২ সংখ্যা ❋ ২৫ আশ্বিন ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

রাতভর মিলবে পানীয় জলের পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবরঃ দুর্গাপুজোর মুখে কলকাতাবাসীর জন্য সুখবর। এবার পুজোর দিনগুলিতে রাতভর মিলবে পানীয় জল। গভীর রাতে কিংবা ভোরবেলায় জল নিয়ে আর সমস্যায় পড়তে হবে না শহরবাসীকে। কলকাতা পুরসভা এলাকায় সারারাত পানীয় জল পরিষেবা চালু রাখার নির্দেশ দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। কলকাতার পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তৃণমূল সরকারের আমলে দুর্গাপুজোর সময় রাতে পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ করে রাখা হত বলে অভিযোগ করেছেন অগ্নিমিত্রা পাল। মন্ত্রীর দাবি, বিশেষ করে পুজোর দিনগুলিতে ভোরবেলায় যাঁরা পুজোর আয়োজন করেন, তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়। যাতে মানুষের কোনওরকম সমস্যা না হয়, তার জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, পুজোর দিনগুলিতে যাতে সারারাত পানীয় জল সরবরাহ চালু থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে কলকাতা পুরসভাকে। সকাল ৬টা পর্যন্ত যাতে পরিষেবা অব্যাহত থাকে, সেই বিষয়ে পুর কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ''পুজোর সময় সকাল ১১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত জল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জল ছিল না। এবার কিন্তু স্মিতাজি আমাদের এই ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সারারাত জল খোলা থাকে। সকাল ৬টা অবধিও যেন জল থাকে। কারণ পুজোর সময় অনেকে সকাল বেলায় পুজো দেওয়া, এগুলোতে খুবই অসুবিধা হয়। তাই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে যা যা অসুবিধা, আমরা কিন্তু দেখে নিচ্ছি। অর্থাৎ রাত ১১টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত পানীয় জলের পরিষেবা পাওয়া যাবে।''

মঙ্গলবারই তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবরঃ দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। পুজোর মুখে হতে পারে বৃষ্টিও। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে। রবিবার থেকে আবার শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে নিম্নচাপ। ঘূর্ণাবর্ত তৈরি আন্দামান সাগরে। নিম্নচাপ তৈরি হলেও এর অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে বলেই প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। আগামী দু'দিনের মধ্যে বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আজ থেকে শুষ্ক আবহাওয়া বুধবার পর্যন্ত। কলকাতা সহ বেশ কিছু জেলায় মঙ্গলবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। বেশিরভাগ জেলাতেই বুধবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া। সকাল এবং সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া থাকবে। বুধবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। বিকেলের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি খুব সামান্য সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার মূলত মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। রবিবার থেকে আবার শুষ্ক আবহাওয়া থাকছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। ক্রমশ তাপমাত্রা কমবে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার মূলত শুষ্ক আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। সকাল এবং সন্ধ্যে মনোরম আবহাওয়া। হেমন্তের পরিবেশ। শুক্রবার এবং শনিবার হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে উপরের দিকের জেলায়।

কোনও যোগ্য ভোটার বাদ যাবে না কমিশন

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবরঃ এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনও যোগ্য ভোটার বাদ যাবে না। বারবার এই বার্তা দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। অযোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়াই যে এসআইআর-র লক্ষ্য, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে। যোগ্য ভোটারদের নাম যাতে ভোটার তালিকায় থাকে, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে স্পেশাল শিবির শুরু করেছে কমিশন। এই নিয়ে এবার বার্তা দিল পশ্চিমবঙ্গ-সহ রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর এক বার্তায় জানিয়েছে, ''ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ২৪ জন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ভোটার তালিকায় যাতে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে সক্রিয়ভাবে প্রচার অভিযান শুরু করেছেন। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যজুড়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।'' রাজ্যের সিইও দফতর জানিয়েছে, ''কোনও ব্যক্তির কোনও অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার অথবা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ভোটার তালিকা থেকে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যাতে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে আমরা দায়বদ্ধ।'' ঝাড়খণ্ডের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর জানিয়েছে, ''ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ডের সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিক নিজ নিজ জেলার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন। উদ্দেশ্য, প্রত্যেক যোগ্য ভারতীয় নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। যে কোনও যোগ্য ভারতীয় নাগরিকের ভোটার তালিকায় নাম

● এরপর ৬ পাতায়...

কমিশনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাহুল গান্ধি!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবরঃ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি' এবং ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ নিয়ে অবশেষে সরাসরি আইনি যুদ্ধ শুরু করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সোমবার বিকেলে সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া-র বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দায়ের করলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের কাউন্টার বন্ধ হওয়ার ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড এস প্রসন্ন এই মামলাটি নথিবদ্ধ করেন। জানা যাচ্ছে, কালই এই মামলার শুনানি হতে পারে শীর্ষ আদালতে। সুপ্রিম কোর্টে নথিভুক্ত হওয়া এই ঐতিহাসিক মামলার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে রাহুল গান্ধি বনাম নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে এই পিটিশনে সুনির্দিষ্ট কী কী আইনি ভিত্তি তুলে ধরেছেন এবং শীর্ষ আদালতের কাছে ঠিক কী কী প্রতিকার বা জরুরি নির্দেশ দাবি করেছেন, তার বিস্তারিত বয়ান ও প্রার্থনা খুব শীঘ্রই সামনে আসবে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, রাহুল গান্ধির লিগ্যাল টিম সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রি দফতরের কাছে বিশেষ অনুমতি চেয়েছে, যাতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে পিটিশন জমার সময়সীমা কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর আগেই প্রধান বিচারপতির সবুজ সংকেত পাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন কংগ্রেসের ১০ থেকে ১৫ জনের

● এরপর ৬ পাতায়...

'ডবলের পর রাজ্যে হবে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার'

এবার পুরভোটেও পদ্ম ফোটানোর অঙ্গীকার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবরঃ নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে অভূতপূর্ব জয়ের পর এবার রাজ্যের পুরসভাকে পাখির চোখ করল রাজ্যের শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টি। সোমবার মুরলীধর সেন লেন থেকে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউস পর্যন্ত আয়োজিত বিজেপির 'বিজয় মিছিল' শেষে জনসভা থেকে বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর বার্তা- পুরসভায় এবার পদ্ম ফুটবে এবং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে উন্নয়নের 'ট্রিপল ইঞ্জিন' সরকার। পুজোর মরশুম শেষ হলেই কলকাতা ও হাওড়া-সহ একাধিক পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা। ফিরহাদ হাকিমের মেয়র হিসেবে পদত্যাগের পর কলকাতার পুরপ্রশাসন আপাতত কমিশনার দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, হাওড়াতেও ছবিটা একই। এই দুই জায়গার সমস্ত পুরসভা দখলে নেওয়ার হুঙ্কার দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ভিক্টোরিয়া হাউসের জনসভায় উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নের মূলমন্ত্রে ভরসা রেখে আপনারা রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়েছিলেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর আর্জিতে আপনাদের পুরসভাগুলিতে 'ট্রিপল ইঞ্জিন' দিতে হবে। হাওড়া ও কলকাতা পুরসভা আমাদের দিতে হবে, তবেই শহরের পরিকাঠামো ও নাগরিক পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে।'' এদিনের এই বিজয় মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, নবনির্বাচিত বিধায়ক শাখারভ সরকার (রেজিনগর) ও হাসিরানী রথ (নন্দীগ্রাম)-সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। রেজিনগরের মতো প্রায় ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্রে বিজেপির এই বিশাল জয়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, ''আগে বিরোধীরা অপপ্রচার চালাত যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে নাগরিক অধিকার বা ধর্মীয় স্বাধীনতার থেকে বঞ্চিত করা হবে, বেছে বেছে বাংলাদেশে পাঠানো হবে। কিন্তু মানুষ দেখেছেন মোদিজির নেতৃত্বে জয়রথ থামানো যায়নি, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিক সুরক্ষিত।'' তাঁর সংযোজন, ''সংখ্যালঘু ভাই-বোনেরা বুঝতে পেরেছেন যে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করা হয়েছে। তাই আজ তাঁরা তোষণের রাজনীতি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মাণ ও প্রগতির মূলস্রোতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।'' উপনির্বাচনে বিরোধীদের ধরাশায়ী করার পর রাজ্যের বকেয়া পুরভোটকে ঘিরে শাসকদলের এই আক্রমণাত্মক অবস্থান রাজ্য রাজনীতির পারদ আরও চড়িয়ে দিল।

৯ হাজার পদের বিজ্ঞপ্তি নভেম্বরে, ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুলিশে ৪ হাজার নিয়োগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবরঃ নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে নবনিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার পর বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কলকাতা পুলিশে চার হাজার নিয়োগ হয়ে যাবে। পাশাপাশি, নয় হাজার পুলিশের নতুন নিয়োগের পরীক্ষার নোটিফিকেশন নভেম্বরে করবে পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, আর ৬৫০ জন গ্রুপ-সি পুলিশের ক্লার্ক নিয়োগ হবে পিএসসি-র মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, দুই বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ উত্তরপ্রদেশের থেকে বেশি থাকবে পুলিশের সংখ্যায়। একইসঙ্গে ডিএ বৃদ্ধি, সপ্তম পে কমিশন এবং ওবিসি সংরক্ষণ জট ছাড়ানো নিয়েও একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রশাসনিক নীতি ও আইনি জটিলতা তৈরিকে তীব্র আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যদি রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন না ঘটত, তবে আজ এই হাজার হাজার যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া সম্ভব হত না। আগের সরকার ওবিসি তালিকার নামে আইনি জট পাকিয়ে রেখেছিল এবং নিজেদের অন্যায় সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে জেদ ধরেছিল। আমরা যদি সুপ্রিম কোর্ট থেকে সুনির্দিষ্ট আইনি পথ বের করে না আনতাম, তবে এত দ্রুত এই বকেয়া নিয়োগ বাস্তবায়িত হত না।'' সিভিক ভলান্টিয়ার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে

● এরপর ৬ পাতায়...

বাজারে আগুন, সেপ্টেম্বরে ভারতের খুচরো মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে হল ৫.৫৪ শতাংশ, শুধু পেঁয়াজেরই দাম বাড়ল ১০৮ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবরঃ বাজারে গেলেই টের পাওয়া যাচ্ছে, কাচা সবজি থেকে পেঁয়াজ, শাকপাতা থেকে ছোটখাটো জিনিসেরও কত দাম বেড়েছে। বাজার আগুন বেশ কিছুদিন ধরে। দাম কমার নামগন্ধ নেই। এবার এরই প্রভাব পড়েছে দেশের খুচরো মুদ্রাস্ফীতিতে। আগস্টে যে হার ছিল ৪.৮৩ শতাংশ, সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে হয়েছে ৫.৫৪ শতাংশ। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এক মাসে পেঁয়াজের দাম ৪৮.৭৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০৮.০৯ শতাংশে পৌঁছেছে। রসুন ও লেবুর দামও বেড়েছে অনেকটাই। খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির ছবিটা আরও স্পষ্ট হয়েছে কনজিউমার ফুড প্রাইস ইনডেক্সের (সিএফপিআই) পরিসংখ্যানে। আগস্টে খাদ্যপণ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫.৯৭ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে হয়েছে ৭.৭৪ শতাংশ। ফলে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৪ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তবে এটি এখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্ধারিত ২ থেকে ৬ শতাংশের সহনসীমার মধ্যে রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির এই চাপের মধ্যেই গত সপ্তাহে রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৫.৫০ শতাংশ করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

● এরপর ৬ পাতায়...

জ্ঞানেশের ইস্তফা ও পুলিশের ধরপাকড়ের প্রতিবাদ

তৃতীয়ায় কলকাতায় মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে মমতা তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবরঃ দিল্লির আঁচ পড়তে পারে কলকাতাতেও। রাজধানীতে পুলিশের ধড়পাকর, 'গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ'-এর অভিযোগ তুলে মিছিলের ডাক দিল মমতা তৃণমূল। দেবীপক্ষের তৃতীয়ায়, মঙ্গলবার দুপুর দুটোয় কলকাতার রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত 'বিপুল প্রতিবাদ মিছিল'-এর আয়োজন করা হয়েছে। তবে পুজো শুরুর আগে শহরের ব্যস্ততম রুটে এই রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া নিয়ে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা এবং সার্বিক ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইতিমধ্যেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে। এই প্রতিবাদের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও বাকস্বাধীনতা হরণের অভিযোগ তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে তাঁর অবিলম্বে ইস্তফা এবং গ্রেফতারের দাবিও জোরালো করা হয়েছে। পাশাপাশি, সম্প্রতি দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্যায়ভাবে আটকের নিন্দা এবং বিরোধী দলগুলির পাশাপাশি দেশের নতুন প্রজন্মের ওপর চলা লাগাতার পুলিশি দমনপীড়নের প্রতিবাদেও সরব হবে মমতা তৃণমূল। ঘটনা হল, দিল্লিতে পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড়, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে যাকে তাকে আটক করার প্রতিবাদে রবিবার মিছিল করেছিল বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো। ছুটির বাজারেও মিছিলে লোক কম হয়নি। এদিকে তৃণমূলের ভগ্নদশা। সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতেই তারাও পথে নামছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। তবে পুজোর মুখে এই মিছিলের রুট ও সময় নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, ইতিমধ্যেই গোটা শহর জুড়ে শারদোৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে এবং মণ্ডপে মণ্ডপে সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার কর্মসূচি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজাবাজার, সিআইটি রোড ও পার্ক সার্কাসের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল ও ব্যস্ততম চত্বরে রবিবারের পরিবর্তে কাজের দিন দুপুরে রাজনৈতিক মিছিলের অনুমতি পুলিশ শেষ পর্যন্ত দেয় কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাঞ্চল্যকর তথ্যে শোরগোল

উন্নত বিশ্বের দরিদ্রদের জীবনযাত্রা ভারতের ধনীদের চেয়ে অনেক ভাল!

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বের কয়েকটি ধনী দেশের সবথেকে দরিদ্র ১০ শতাংশ মানুষ যে পরিমাণ আয় বা খরচ করেন, ভারতের শীর্ষ ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় তার চেয়েও কম! বিশ্ব ব্যাঙ্কের 'পভার্টি অ্যান্ড ইনইক্যুয়ালিটি প্ল্যাটফর্ম'-এর সাম্প্রতিক তথ্যে এই চাঞ্চল্যকর চিত্র সামনে এসেছে। যা নিয়ে নতুন করে অর্থনীতি মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক ও চুলচেরা বিশ্লেষণ। বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকাশিত তুলনা অনুযায়ী, ভারতে সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ মানুষের প্রতিদিনের আয় বা খরচ মাথাপিছু মাত্র ৩ ডলারের কাছাকাছি। অন্য দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই অঙ্কটা প্রায় ২৫ ডলার। কানাডায় তা ৩১ ডলার এবং জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ায় মাথাপিছু প্রতিদিন ২৮ ডলার। তুলনাটা আরও স্পষ্ট হয় তালিকার অন্য প্রান্তে তাকালে। ভারতে যাঁরা সমাজের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের মধ্যে পড়েন, তাঁদের দৈনিক আয় বা খরচ মাথাপিছু মাত্র ১০ ডলারের মতো। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শীর্ষ ধনী ১০ শতাংশের দৈনিক আয় মাথাপিছু ১৭৩ ডলার! কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় এই অঙ্ক ১২৯ ডলার এবং জার্মানিতে ১২৮ ডলার। উল্লেখ্য, ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-র তথ্য অনুযায়ী, দেশে যাঁদের মাসিক আয় ৮০ হাজার টাকা, তাঁরাই দেশের শীর্ষ ১০ শতাংশ আয়ের মানুষের তালিকায় স্থান পান। এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট যে, উন্নত দেশগুলির একেবারে তলানিতে থাকা দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় ভারতের বিত্তশালীদের জীবনযাত্রার মানও কতটা পিছিয়ে রয়েছে। ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট অহোনা দত্তগুপ্ত এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, এই পরিসংখ্যানটি ভারতের সামনে থাকা এক গভীর সঙ্কটের দিকে আঙুল তুলছে। সমস্যাটি কেবল দারিদ্র্য দূরীকরণের নয়, বরং সমগ্র অর্থনীতিজুড়েই মানুষের আয় অত্যন্ত কম থাকার সমস্যা। ভারতে ১০ ডলার খরচ করলেই যেখানে কেউ দেশের শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনীর তালিকায় ঢুকে পড়তে পারেন, আমেরিকা, কানাডা বা জাপানের মতো দেশে সেই একই পরিমাণ অর্থ দিয়ে একজন মানুষ সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশের দলে থাকেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, দরিদ্র ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা অত্যন্ত জরুরি ঠিকই, কিন্তু শুধু এটুকু করলেই দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি আসবে না। দেশের দরিদ্রতম মানুষগুলো যদি আজ বিত্তশালী বলে বিবেচিত মানুষদের পর্যায়েও পৌঁছে যায়, তবুও উন্নত দেশগুলির সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় তারা বহু যোজন পিছিয়ে থাকবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বেহাল দশা কাটাতে হলে দেশের মানুষের সামগ্রিক আয় এবং উপাদনশীলতা বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। জমি, শ্রম এবং মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে মানুষ ও বিভিন্ন সংস্থাকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও বেশি সক্ষম করতে হবে। এর মাধ্যমেই কেবল ভবিষ্যতে মজুরি বৃদ্ধি, ভালো বেতনের চাকরি এবং প্রতিটি পরিবারের আয় বাড়ানো সম্ভব। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পুরোপুরি নির্ভর করে নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং ব্যবসায়িক পরিকাঠামোর ওপর। উদ্যোক্তারা যাতে কোনও অতিরিক্ত প্রশাসনিক হয়রানি ছাড়া স্বাধীনভাবে নতুন ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন, ব্যবসার পথ সহজ হয় এবং যুক্তিসঙ্গত কর ব্যবস্থা বজায় থাকে, সেদিকে জোর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভারতে ব্যবসার পরিবেশ সহজ করতে কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হলেও, বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য আরও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সার্বিক সমৃদ্ধির স্বার্থে দেশের মানুষের আয়ের স্তরকে সামগ্রিকভাবে ওপরের দিকে টেনে তোলা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলার বৈজ্ঞানিক দিশা!

২০২৬ সালের অর্থনীতিতে নোবেল দুই মার্কিন গবেষক

সংবাদ সংস্থা, স্টকহোম, ১২ অক্টোবরঃ কোনও দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৬ সালের অর্থনীতিতে নোবেল স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হলেন দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ- স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট ই. হল এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল উডফোর্ড। সোমবার সুইডেনের স্টকহোমে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কারের নাম ঘোষণা করে। সমষ্টিগত অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখার তত্ত্ব তথা নীতির রূপরেখা তৈরিতে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই তাদের যৌথ ভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। দুই অর্থনীতিবিদ যৌথভাবে ১ কোটি ২০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনা (প্রায় ১২ লক্ষ মার্কিন ডলার) মূল্যমানের নগদ পুরস্কার পাবেন। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেসের ইকোনমিক সায়েন্সেস প্রাইজ কমিটির চেয়ারম্যান জন হ্যাসলার দুজনের কাজের গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং শীর্ষ সরকারগুলি কীভাবে অর্থনৈতিক আঘাত ও মন্দা

● এরপর ৬ পাতায়...

নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে দেবীর আরাধনা ভক্তদের, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর ঃ শারদীয়া নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে রাজধানী দিল্লির বিখ্যাত ছতরপুর মন্দির-সহ দেশের বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। নবরাত্রির এই পবিত্র তিথিতে মা ব্রহ্মচারিণীর আরাধনায় সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে পুজো ও প্রার্থনায় শামিল হন অগণিত পুণ্যার্থীরা।এই উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার এক বার্তায় তিনি লেখেন, নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনটি তপস্যা, ত্যাগ ও সংকল্পের প্রতীক দেবী ব্রহ্মচারিণীর চরণে নিবেদিত। তিনি প্রার্থনা করেন, মায়ের আশীর্বাদে যেন সবাই সাহস ও আত্মসংযমের শক্তি লাভ করেন। এর পাশাপাশি শাস্ত্রমন্ত্র উদ্ধৃত করে তিনি দেবীর চরণে প্রণাম নিবেদন করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, দেবী সমগ্র দেবগণের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ এবং যাঁর আত্মিক শক্তিতে এই নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। সব দেবতা ও ঋষিদের পূজনীয় সেই মহাশক্তি দেবী ব্রহ্মচারিণী যেন জগতের সকলের মঙ্গল সাধন করেন, সেই কামনাই জানানো হয়েছে।

মহাকাল মন্দিরে ক্রিকেটার তিলক বর্মা ও কুলদীপ যাদব, করলেন পুজোপাঠ

উজ্জয়িনী, ১২ অক্টোবর ঃ ভারতীয় ক্রিকেটার তিলক বর্মা এবং কুলদীপ যাদব সোমবার ভোরে উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে যান। দুজনেই শ্রী মহাকালের ভস্ম আরতি দর্শন করেন এবং নন্দী হলে বসে প্রার্থনা করেন। হকি খেলোয়াড় বিবেক প্রসাদও বাবা মহাকালের পূজার্চনা করেন।সোমবার ভোর ৪টে নাগাদ তিলক বর্মা এবং কুলদীপ যাদব ভস্ম আরতিতে অংশ নেন। আরতির পরে জল অর্পণ করে আনুষ্ঠানিক পূজা সম্পন্ন করেন তাঁরা। মন্দির চত্বরে খেলোয়াড়দের দেখে অনুরাগীদের মধ্যে উন্মাদনা দেখা যায়। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হয়।দর্শনের পর এ দিন সাংবাদিকদের কুলদীপ যাদব জানান, ভগবান মহাকালের দর্শন করে খুব ভালো লেগেছে। যখনই সুযোগ পাই, ভগবানের দর্শন করতে আসি। ভগবানের কৃপা এবং আশীর্বাদ সর্বদা বজায় থাকুক।উল্লেখ্য, রবিবার ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরও মহাকালেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন। তিনিও ভস্ম আরতিতে অংশ নিয়ে ভগবান মহাকালের আশীর্বাদ নেন। তাঁর সঙ্গে ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাকও ছিলেন।

অসময়ের বৃষ্টিতে বিপত্তি হরিয়ানায়

কর্নাল (হরিয়ানা), ১২ অক্টোবর ঃ দিল্লিতে ভারী বর্ষণের পাশাপাশি সোমবার ভোর থেকে হরিয়ানার একাধিক অংশেও বৃষ্টি হয়েছে। অসময়ের বৃষ্টিতে হরিয়ানায় বিপাকে পড়েছেন কৃষকেরা। কর্নাল জেলার প্রধান শস্যমান্ডিতে খোলা আকাশের নীচে মজুত রাখা বিপুল পরিমাণ ধান বৃষ্টিতে ভিজে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। সরকারি ক্রয় কেন্দ্রের শেডের বাইরে পর্যাপ্ত আচ্ছাদন না থাকায় বহু বস্তা ও স্তূপীকৃত ধান জলে ভিজে নষ্ট হতে বসেছে, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কৃষকেরা।মাণ্ডির পরিস্থিতি এবং পরিকাঠামোর ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই প্রশাসনের তরফে সাফাই দিয়েছেন বাজার তদারককারী আধিকারিকেরা। মাণ্ডি সুপার ভাইজার সুনীল জানান, বৃষ্টির পূর্বাভাসের পরেই আগাম

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কৌশলগত প্রয়োজন ঃ উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর ঃ বর্তমান পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিশ্বে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কোনও নিছক কূটনৈতিক বিকল্প নয়, বরং বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য একটি কৌশলগত প্রয়োজন-এমনটাই জানালেন উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন। সোমবার নতুন দিল্লিতে '৬৬-তম ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ কোর্স'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, পারস্পরিক অভিন্ন স্বার্থকে চিহ্নিত করা, তাতে সম্মান জানানো এবং যৌথ পদক্ষেপে রূপান্তরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মূল সুর নিহিত। তিনি স্পষ্ট করেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও সন্ত্রাসবাদের মতো বৈশ্বিক সমস্যাগুলির মোকাবিলায় সম্মিলিত পদক্ষেপ অপরিহার্য। উপরাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, ভারতের কাছে 'বসুবৈধ কুটুম্বকম্' কেবল একটি স্লোগান নয়। যে কোনও দেশে বিপর্যয় বা সংকট নেমে এলে ভারতই প্রথম সারির দেশ হিসেবে সহায়তার হাত বা।য়ে দেয়। দেশের লক্ষ্য তুলে ধরে তিনি মন্তব্য করেন, ভারত বিশ্বের সবচে শক্তিশালী রাষ্ট্র হতে চায়. ঠিকই, তবে তা অন্য কারও ওপর প্রভুত্ব কায়েম বা শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নয়-বরং ভারত যাতে এমন শক্তি অর্জন করতে পারে যাতে অন্য কোনো দেশ ভারতকে নিজেদের শর্ত চাপাতে না পারে।

সিঙ্গাপুরে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের গ্রুপ চিফ এক্সিকিউটিভের সঙ্গে সাক্ষাৎ নির্মলা সীতারামনের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর ঃ কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সিঙ্গাপুরে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের গ্রুপ চিফ এক্সিকিউটিভ বিল উইন্টার্স এবং ব্যাংকের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেন। এই বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রক রবিবার এক্স-এ একটি পোস্টে জানিয়েছে, সিঙ্গাপুরে বৈঠক চলাকালীন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক গ্রুপের প্রধান নির্বাহী (চিফ এক্সিকিউটিভ) বিল উইন্টার্স বিশ্ববাজারে ভারতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ট্রেড ফাইন্যান্স, আন্ত ঃসীমান্ত ব্যাংকিং এবং আর্থিক প্রবাহকে শক্তিশালী করার মূল কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন।বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততাকে সমর্থন করার জন্য উপযুক্ত কর ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা এবং গিফট আইএফএসসি-তে ট্রেজারি কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের বিষয়েও মতবিনিময় হয়েছে। এই বৈঠকে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন গ্রুপ চিফ অপারেটিং অফিসার তনুজ কপিলাশ্রামী, সিঙ্গাপুর, আসিয়ান ও দক্ষিণ এশিয়ার সিইও প্যাট্রিক লি এবং গ্রুপ পাবলিক অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স-এর ডিরেক্টর অফ গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স কলিন টুং।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৯ থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে তিন দিনের সরকারি সফরে রয়েছেন। এই সফরের উদ্দেশ্য হলো, দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং ভারতে বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা।

ঝাড়গ্রামে জাতীয় সড়কে পুলিশের অভিযান, ৫০টিরও বেশি গরু উদ্ধার

ঝাড়গ্রাম,১২অক্টোবরঃঝাড়গ্রামের ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে ৫০টিরও বেশি গরু উদ্ধার করল পুলিশ। গরু পাচারের অভিযোগে দুটি ট্রেলার আটক করার পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেফতার করেছেন ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশকর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গরু পাচারের বিষয়ে গোপন সূত্রে খবর পান ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ। এরপর তাঁর নির্দেশে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় নাকা তল্লাশি শুরু হয়। সেই সময় সন্দেহজনক দুটি ট্রেলার আটক করে তল্লাশি চালান পুলিশকর্মীরা। তল্লাশিতে ট্রেলার দুটির ভিতর থেকে ৫০টিরও বেশি গরু উদ্ধার হয়। গরু পাচারের অভিযোগে ট্রেলার দুটিতে থাকা তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ

মুম্বইয়ে নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত অ্যান্টি-সাবমেরিন যুদ্ধজাহাজ 'আইএনএস মাংরোল'

মুম্বই, ১২ অক্টোবর ঃ ভারতীয় নৌসেনার শক্তিবৃদ্ধিতে যুক্ত হলো সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি নতুন অ্যান্টি -সাবমেরিন যুদ্ধজাহাজ 'আইএনএস মাংরোল'। সোমবার মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে আয়োজিত এক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাহাজটি নৌসেনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোচির 'কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড'-এর তৈরি অ্যান্টি -সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শ্যালো ওয়াটার ক্রাফট সিরিজের এটি তৃতীয় যুদ্ধজাহাজ।উপকূলবর্তী এবং অগভীর জলসীমায় শত্রু সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ শনাক্ত করা এবং তা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এই যুদ্ধজাহাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কমিশনিং অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ওয়েস্টার্ন নেভাল কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বাস্যায়ন। তিনি জানান, জাহাজটিতে ৮০ শতাংশেরও বেশি দেশীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভারতের প্রকৌশল সক্ষমতা, প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং জাতীয় সংকল্পের অনন্য নিদর্শন। নৌসেনার সম্প্রসারণের রূপরেখা তুলে ধরে ভাইস অ্যাডমিরাল জানান, ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ১০টি যুদ্ধজাহাজ নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই আরও ৮টি জাহাজ যুক্ত হতে চলেছে।

দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে বাজি নিষিদ্ধ করার মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানি

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর ঃদিল্লি ও সংলগ্ন জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (দিল্লি-এনসিআর) বাজি পোড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞার মামলায় বাস্তবসম্মত ও ভারসাম্যযুক্ত পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করল সুপ্রিম কোর্ট। শুনানিকালে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানায়, কোনও নির্দেশ দেওয়ার সময় আদালত কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানবে না, বরং পরিবেশ ও ভাবাবেগ-উভয়ের মেলবন্ধনে একটি মধ্যপন্থা খুঁজে নেওয়া হবে।সোমবার মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, আদালত বাজি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া মাত্রই দেখা যায় মানুষ দিনের বেলা থেকেই তা ফাটাতে শুরু করে দেয়। তাই সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার চেয়ে একটি বাস্তবমুখী সমাধান প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, এখনও হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে সচেতনতার আবেদন জানানো যেতে পারে এবং বাজি পো।।নোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে।শুনানি চলাকালীন এক আইনজীবী যুক্তি দেন, বাজি ফাটানো ধর্মের মৌলিক অধিকারের অংশ হতে পারে না। পূজার্চনা বিশ্বাসের অঙ্গ হলেও বাজি পো।।নো তা নয়, এমনকি এ দৃশ্য দেখলে ভগবানও বিস্মিত হবেন। এর জবাবে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, আদালত কোনোভাবেই ধর্মীয় ভাবাবেগ ক্ষুণ্ণ করতে চায় না, বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথই তারা বেছে নেবে। একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি উল্লেখ করেন, নাগরিকদের নিজেদের দায়িত্ব বোঝা উচিত এবং দূষণ পরিস্থিতির বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও নাগরিক সমাজ সচেতন হলেই প্রকৃত সমাধান সম্ভব। আগামী ১৫ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কমাতে বড় পদক্ষেপের ভাবনা, পার্কিং না থাকলে বাড়ি নির্মাণে অনুমতি নয়

আগরতলা, ১২ অক্টোবর ঃ রাজধানী আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যে ক্রমবর্ধমান যানবাহনের সংখ্যা এবং পার্কিং সমস্যার মোকাবিলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বহুতল বাড়ি নির্মাণে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মাল্টিলেভেল কার পার্কিং গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। শনিবার এডি নগর পুলিশ গ্রাউন্ডে আয়োজিত সড়ক সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এই পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।রাজধানী আগরতলায় ক্রমবর্ধমান যানবাহনের সংখ্যা শহরের যান চলাচল ও পার্কিং ব্যবস্থার উপর চাপ বাড়াচ্ছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও বাজার এলাকায় যানজটের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের অভাবও বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে যানবাহনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পার্কিং পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে রাজ্য সরকার।মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় গড়ে ওঠা মাল্টিলেভেল কার পার্কিংয়ের আদলে বটতলা ও নেতাজি চৌমুহনিতেও মাল্টিলেভেল কার পার্কিং গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকাগুলিতে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা গেলে সড়কের উপর গাড়ি রাখার প্রবণতা কমবে এবং যান চলাচল আরও স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে সরকার।বহুতল বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রেও পার্কিংয়ের পর্যাপ্ত জায়গা নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগরতলায় যেসব বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেগুলিতে গাড়ি রাখার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকা প্রয়োজন। পার্কিংয়ের ব্যবস্থা না থাকলে সংশ্লিষ্ট বাড়ি নির্মাণের অনুমতি না দেওয়ার বিষয়ে পূর্ত দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি, পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই এমন বাড়ির মালিকদের কাছে গাড়ি বিক্রির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি না, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে।ব্যক্তিগত যানবাহনের সংখ্যা কমানোর বিষয়টিও রাজ্য সরকারের বিবেচনায় রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, অনেক বাড়িতে একটি গাড়ি থাকলেই প্রয়োজন মিটতে পারে, অথচ সেখানে একাধিক গাড়ি রাখা হচ্ছে। এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি করা যায় কি না, অথবা অন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে এ বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি।এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আগরতলা, উদয়পুর ও ধর্মনগরে তিনটি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এই শহরগুলিতে যান চলাচল আরও সুশৃঙ্খল করতে পৃথক লেন তৈরি করে কীভাবে যানবাহন পরিচালনা করা যায়, তা নিয়েও কাজ চলছে। শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পরিকল্পিত যান চলাচল নিশ্চিত করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানান তিনি।সড়ক সুরক্ষা কর্মসূচি নিয়েও পরিবহণ দফতর ও ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে সড়ক সুরক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করা হলেও সেগুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে নিয়মিত সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব দেন তিনি।পাশাপাশি, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ শারীরিক যাচাই বা ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন নিশ্চিত করার পরামর্শও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।সব মিলিয়ে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বহুতল বাড়িতে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, নতুন মাল্টিলেভেল কার পার্কিং নির্মাণ এবং স্যাটেলাইট টাউনে পরিকল্পিত যান চলাচল-এই একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে যানজট মোকাবিলার উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। তবে ব্যক্তিগত গাড়ির উপর অতিরিক্ত কর আরোপ কিংবা পার্কিংবিহীন বাড়ির ক্ষেত্রে নতুন বিধিনিষেধ কার্যকর করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

৫০টিরও বেশি গরু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১২ অক্টোবর ঃ ঝাড়গ্রামের ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে ৫০টিরও বেশি গরু উদ্ধার করল পুলিশ। গরু পাচারের অভিযোগে দুটি ট্রেলার আটক করার পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেফতার করেছেন ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশকর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গরু পাচারের বিষয়ে গোপন সূত্রে খবর পান ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ। এরপর তাঁর নির্দেশে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় নাকা তল্লাশি শুরু হয়। সেই সময় সন্দেহজনক দুটি ট্রেলার আটক করে তল্লাশি চালান পুলিশকর্মীরা। তল্লাশিতে ট্রেলার দুটির ভিতর থেকে ৫০টিরও বেশি গরু উদ্ধার হয়। গরু পাচারের অভিযোগে ট্রেলার দুটিতে থাকা তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গরুগুলিকে ওড়িশা থেকে উলুবেড়িয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃত তিনজনই হুগলি জেলার পান্ডুয়া থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "URGENT SPECIAL REPAIR, RENOVATION AND UPGRADATION OF THE CHAMBER OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE , HIGH COURT, CALCUTTA : IT WORKS DURING THE YEAR : 2026-27" [Job No. KIT/OW/182 of 26-27]

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-119/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : 14.10.2026 up to 04.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বানের নোটিশ

ই-নিলাম নোটিশ নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লিউএইচ/২৬/৪০ **তারিখ: ০৮.১০.২০২৬**

তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিশনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের সম্পূর্ণ পার্শ্ববর্তী দেওয়ালের বাইরের পৃষ্ঠে এবং কোচগুলির ভেতরের নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্ব চুক্তি প্রদানের জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৪র্থ তলা, রেল মিউজিয়াম এর কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং.: পিইউবি-এইচডব্লিউএইচ-২৬-৪০। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৩.১০.২০২৬ তারিখে ১১.০০ টায়। **ক্রম নং; লট নং নিচে দেওয়া হলো: (১) এএ/১; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১৪-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির) (২) এএ/২; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৭-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির) (৩) এএ/৩; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৪) এএ/৪; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৯-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৫) এএ/৫; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৬) এএ/৬; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৬-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৭) এএ/৭; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৯-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৮) এএ/৮; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৯) এএ/৯; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩৭-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (১০) এএ/১০; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪২-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির) (১১) এএ/১১; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৫১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (১২) এএ/১২; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১০-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (১৩) এএ/১৩; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৬-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (১৪) এএ/১৪; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৭-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (১৫) এএ/১৫; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৪-২৬-১ (বিজ্ঞাপন- ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (১৬) এএ/১৬; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (১৭) এএ/১৭; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৭-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (১৮) এএ/১৮; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন- ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (১৯) এএ/১৯; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩৬-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (২০) এএ/২০; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩৮-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (২১) এএ/২১; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির। (২২) এএ/২২; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১৩-২৬-১ (বিজ্ঞাপন- ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (২৩) এএ/২৩; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২০-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (২৪) এএ/২৪; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৮-২৬-১ (বিজ্ঞাপন- ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (২৫) এএ/২৫; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (২৬) এএ/২৬; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১৯-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (২৭) এএ/২৭; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (২৮) এএ/২৮; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৫০-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (২৯) এএ/২৯; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১২-২৬-১ (বিজ্ঞাপন- ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৩০) এএ/৩০; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১৮-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৩১) এএ/৩১; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৩-২৬-১ (বিজ্ঞাপন- ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৩২) এএ/৩২; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৩৩) এএ/৩৩; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন- ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৩৪) এএ/৩৪; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৬-২৬-১ (বিজ্ঞাপন- ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। (৩৫) এএ/৩৫; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৯-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের অভ্যন্তর এবং বাহির)। বিবরণ:** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিশনে চলাচলকারী ১২ কোচের **ইএমইউ রেকের** সম্পূর্ণ পার্শ্ববর্তী দেওয়ালের বাইরের পৃষ্ঠে (জানালা এবং বাধ্যতামূলক সাইনেজ বাদে) এবং কোচগুলির ভেতরের নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিং (আরডিএসও বিবরণ অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম)-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্ব চুক্তি প্রদান **(ক্রমক নং ১ থেকে ৩৫ এর জন্য)।** **HWH-390/2026-27**

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY

Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 383 **Tender Notice Date: 12/10/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 383/10/2026-2027 (Electrical)** dated 12/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.

Last date of E-Submission: 27/10/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

-: Notice Inviting Quotation :-

Sealed Bid are hereby invited by the undersigned against **N.I.Q. NO.- 03/AE/ARG of 2026-2027** for the work: [SL No-01] Supply of one no Diesel Driven Motor Cab Non-Air Condition on hire basic for the Office of the Assistant Engineer, Arambagh Sub- Division, P.H.E. Dte for the purpose of Office Duty. **[01.11.2026 To 31.12.2026]**

Last date of Application :- 14.10.2026 up to 02.00 P.M.

Last date & Time for submission of Tender documents:- 30.10.2026 upto 02.00 P.M.

Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working days and in the **website : www.wbphed.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer
Arambagh Sub-Division
P.H.E. Dte.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং: ইএল/এইচডব্লিউএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৭৮৭, তারিখ: ০৯.১০.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৪র্থ তলা, রেল মিউজিয়াম এর কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজ/কাজগুলির জন্য খোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ক্রম নং: ১, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬৫০; কাজের নাম:** "বিডিসি ইয়ার্ডে এবং আরপিএফ/পোস্ট/বিডিসি-এর এখতিয়ারে নিরাপত্তা পরিকাঠামোর উন্নতির প্রস্তাব"-এর সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৩,৯১,৮০৪.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹ ৭,৮০০.০০; **ক্রম নং: ২, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬৪০; কাজের নাম** : হাওড়া ডিভিশনের বেলানগর, ডানকুনি, গোবরা, জনাই রোড, বেগমপুর, বারুইপাড়া, বলরামবাটি, মির্জাপুর-বাঁকিপাড়া, কামারকুণ্ডু, মধুসূদনপুর, চন্দনপুর, পোড়াবাজার, বেলমুড়ি, শিবাইচণ্ডী এবং হাজিগড় -এর সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ২,২৭,৬৫,৬৭৭.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹ ৪,৫৫,৩০০.০০; **ক্রম নং: ৩, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৭২৪; কাজের নাম:** এক বছরের জন্য টিকিয়াপাড়া কোচিং ডিপোর বিভিন্ন ট্রেনের এসি টেকনিশিয়ানকে পরিচালনা, রেকর্ড রাখা এবং সহায়তার জন্য এসি হেল্পারদের এস্কর্টিং করা। **টেন্ডার মূল্য :** ₹ ৫,৬৩,০৭,৪১২.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹ ৪,৩১,৫০০.০০; **ক্রম নং: ৪, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৭০৩; কাজের নাম:** এইএন/এনডিএই-এর এখতিয়ারাধীন বাঁশবেড়িয়া, ইসলামপাড়া, ত্রিবেণী, কুন্তিঘাট, ডুমুরদহ, খামারগাছি, জিরাট, বলাগড়, সোমড়া বাজার, বেহুলা, গুপ্তিপাড়া, অম্বিকা কালনা, বাগনাপাড়া, ধাত্রীগ্রাম, নন্দাইগ্রাম সমুদ্রগড়, কালীনগর, নবদ্বীপ ধাম, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভান্ডারটিকুরী, পূর্বস্থলী, মেড়তলা ফলেয়া, লক্ষ্মীপুর, বেলেরহাট এবং পাটুলী স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন সুবিধার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ₹ ৪৮,২১,৩২১.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹ ৯৬,৪০০.০০; **ক্রম নং: ৫, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৭২৩; কাজের নাম** : এক বছরের জন্য সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং ডিপো এবং ঝিল সাইডিং কোচিং ডিপোর বিভিন্ন ট্রেনের এসি টেকনিশিয়ানকে পরিচালনা, রেকর্ড রাখা এবং সহায়তার জন্য এসি হেল্পারদের এস্কর্টিং করা। **টেন্ডার মূল্য :** ₹ ৫,৪৭,৫৫,০২১.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) :** ₹ ৪,২৩,৮০০.০০; **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** ১৮০ দিন। (ক্রম নং ১, ২ এবং ৪), ১২ মাস (ক্রম নং ৩ এবং ৫)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ৩০-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে: **www.ireps.gov.in**। নোটিশ ইনভাইটিং টেন্ডারে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটি যেকোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট হিসেবে ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইটের অ্যাপ্লিকেশনটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলা টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যেকোনো সুবিধাজনক দিনে করা হবে। টেন্ডারের বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে। টেন্ডারদাতাদের ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **HWH-393/2026-27**

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রাশিফল

মেষঃ আজ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি দুর্দান্ত দিন। আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে, যা আপনাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃআজকের রাশিফল আপনার সামগ্রিক জীবনে একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজকের শক্তি আপনার চারপাশে ইতিবাচকতা নিয়ে আসবে।

মিথুনঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন।

কর্কটঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্ক্ষিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। ।

সিংহ ঃ আজ সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফল নিয়ে আসবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

কন্যাঃআজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত ভালো একটি দিন। আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং মানসিকতায় ইতিবাচকতা থাকবে, যা আপনাকে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। আপনার চিন্তাভাবনার ক্ষমতা এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ।

তুলাঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছু মূল্যবান জিনিস কিনতে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা টানটান করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হবে

বৃশ্চিকঃ আজ বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আজ আপনারা চারপাশের শক্তির প্রভাব অনুভব করবেন, যা আপনাদের ব্যক্তিত্বকে আরও গভীর ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। যে।

ধনুঃ আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। এমন কোনও পদক্ষেপ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না যা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ব্যতীত আজ আর্থিক ক্ষতি করতে পারে। সংসারে শান্তি হবে।

মকরঃঅআজ মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত ভালো একটি দিন। এই সময় আপনার জীবনে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা নিয়ে আসবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবেন। আপনি যে দিকেই এগিয়ে যান না কেন, সাফল্যের ইঙ্গিত পাবেন। সন্তান হতে পারে আজ।

কুম্ভঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

মীনঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মন হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমন্দ যাই হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে। এটি জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানে সাহায্য করে এবং কাউকে প্রয়োজনীয় চেতনার আলোয় ভূষিত করে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। শুভদিন হবে।

আবহাওয়া

পুজোর মুখে সুখবর, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। কোথাও কোথাও বৃষ্টি হলেও, তা হবে হালকা থেকে মাঝারি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১১ থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলার আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও ১৩ তারিখ পর্যন্ত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। এই সময়ে আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও শনিবারের পর থেকে বৃষ্টি কমে যাবে। তারপর থেকে পরবর্তী কয়েকদিন মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম।। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৭ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫২মনিট এবং রাত ১০টা ৫১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩৩মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৫মিনিটে হতে পারে।

ইস্টার্ন রেলওয়ের বিভিন্ন ডিভিশনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান আরও জোরদার

কলকাতা, ১২ অক্টোবর, ঃ পরিবেশগত স্থায়িত্ব, বিধিবদ্ধ নিয়মাবলির যথাযথ পালন এবং যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায় আজ রেলওয়ের সমস্ত ডিভিশনে ব্যাপক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বিধি, ২০২৬-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে পূর্ব রেলওয়ে স্টেশন, ট্রেন, ওয়ার্কশপ, রেলওয়ে আবাসন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে উৎসস্থলেই বর্জ্যকে চারটি পৃথক শ্রেণিতে বিভক্ত করার ব্যবস্থা সক্রিয়ভাবে কার্যকর করছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন, ট্রেন, প্যান্ট্রি কার এবং রেলওয়ে আবাসনে ভেজা বর্জ্য, শুকনো বর্জ্য, স্যানিটারি বর্জ্য এবং বিশেষ যত্ন প্রয়োজন এমন বর্জ্যের জন্য চারটি পৃথক রঙের চিহ্নযুক্ত ডাস্টবিন চালু করা হয়েছে এবং সেগুলির যথাযথ ব্যবহার যাচাই করা হয়েছে।

অনবোর্ড হাউসকিপিং সার্ভিস , স্টেশন পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং প্যান্ট্রি কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বর্জ্য উৎপন্ন হওয়ার স্থানেই তা পৃথকীকরণের গুরুত্বের পাশাপাশি ব্যবহৃত স্যানিটারি সামগ্রী, ব্যাটারি, বাল্ব এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ নিরাপদে সংগ্রহ ও নিষ্পত্তির বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

একইভাবে, হাওড়া ডিভিশনের এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের নেতৃত্বে সমস্ত স্টেশন, ওয়ার্কশপ এবং রেলওয়ে আবাসনে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি মেনে চলা নিশ্চিত করতে নিবিড় অভিযান শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় বর্জ্যকে চারটি পৃথক শ্রেণিতে বিভক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি, যোগ্য ইউনিটগুলিকে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ -এর পোর্টালে বাল্ক ওয়েস্ট জেনারেটর হিসেবে নথিভুক্ত করা হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যয়িত পুনর্ব্যবহারকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পরিকাঠামোর অডিটের মাধ্যমে একটি যাচাইযোগ্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হচ্ছে। আসানসোল ডিভিশনের আসানসোল, জসিডি, দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, অন্ডাল এবং সিমুলতলা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ধারাবাহিক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে ছিল ডাস্টবিন পরিষ্কার করা এবং বিধি, ২০২৬ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। এ ক্ষেত্রে সবুজ, নীল, লাল ও কালো-এই চারটি রঙের ডাস্টবিন ব্যবহার করা হয়েছে। আসানসোলে ক্লিন টু ট্রেন স্কিম -এর কর্মীদের SSECW (প্ল্যাটফর্ম)-এর সঙ্গে সমন্বয় করে সুশৃঙ্খলভাবে বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, পাণ্ডবেশ্বর ও সিউড়ি রেলওয়ে আবাসনে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে।

অন্যদিকে, আসানসোল ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল -এর পক্ষ থেকে নিরাপদ উপায়ে বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

এই ব্যাপক উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় মালদা ডিভিশনের পক্ষ থেকেও সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর, নিউ ফরাক্কা, মির্জাচৌকি, মঃদার হিল এবং জামালপুর-সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে।

যাত্রীদের যাত্রাপথে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। পরিবেশবান্ধব কার্যপ্রণালী বাস্তবায়নে পূর্ব রেলওয়ের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, পূর্ব রেলওয়ে আরও পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও স্থায়িত্বশীল রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বিধি, ২০২৬-এর কঠোর পালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন ডিভিশন পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীলভাবে বর্জ্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর ফলে আমাদের যাত্রীসাধারণের পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজও উপকৃত হবে।

শহর ও শহরতলী

জয়নগরে দুর্গাপুজো কমিটি গুলির হাতে এক লক্ষ টাকার অনুদানের চেক, প্রথম পর্যায়ে ২০টি পুজো কমিটিকে প্রদান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ দেবীপক্ষের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে জয়নগর। পুজোর আনন্দে শামিল হতে এবং উৎসবের আয়োজনকে আরও সুন্দর করে তুলতে রাজ্য সরকারের তরফে দুর্গাপুজো কমিটি গুলিকে দেওয়া হল আর্থিক অনুদান। সোমবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুজো কমিটিগুলির সদস্যদের হাতে এক লক্ষ টাকার অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়।এদিনের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস, জয়নগর-১ ব্লকের বিডিও শুভদীপ দাস, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদার, থানার এসআই শুক্রানুর সাহা, এসআই সন্দীপ বাইলা, জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্বজিৎ মারিক, সমাজসেবী অলক হালদার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।এদিন প্রথম পর্যায়ে জয়নগর থানা এলাকার ২০টি দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। বাকি পুজো কমিটি গুলিকেও পর্যায়ক্রমে জয়নগর থানা থেকে অনুদানের চেক দেওয়া হবে বলে জানান জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদার।চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি নির্দেশিকা ও নিয়মকানুন মেনে দুর্গাপুজোর আয়োজন করার পরামর্শ দেন। উৎসবের দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদার পুজো কমিটিগুলিকে ডিজে সাউন্ড ব্যবহার না করার বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করেন। পুজোর আনন্দ যেন কোনওভাবেই সাধারণ মানুষের অসুবিধার কারণ না হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর রাখার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপুজো উদ্যাপন এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে উৎসবে শামিল হওয়ার জন্য পুজো কমিটির সদস্যদের কাছে আবেদন জানান।দেবীপক্ষের আবহে সরকারি অনুদানের চেক হাতে পেয়ে পুজো কমিটিগুলির প্রস্তুতি আর ও গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফেও শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করতে পুজো কমিটিগুলিকে একযোগে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ডোমজুড় থানায় সাইবার ক্রাইম হেল্প রুম, রিডার রুম ও নতুন আইও রুমের শুভ উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১১ অক্টোবর ঃ দ্বিতীয়ায় হাওড়ার ডোমজুড় থানায় সাইবার ক্রাইম হেল্প রুম, রিডার রুম ও নতুন আইও রুমের শুভ উদ্বোধন, হারানো মোবাইল ফেরত সহ পুজো কমিটিগুলিকেও অনুষ্ঠানে অনুদান প্রদান। সাইবার প্রতারণা মোকাবিলায় পরিকাঠামো জোরদার করার পাশাপাশি জনসংযোগ ও জনসেবামূলক কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দিল হাওড়া সিটি পুলিশ। সোমবার ডোমজুড় থানায় সাইবার ক্রাইম হেল্প রুম, রিডার রুম ও নতুন আইও রুমের উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী। একই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ জনের হাতে উদ্ধার হওয়া হারানো মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সাইবার প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের হাতেও তুলে দেওয়া হয় প্রতারিত অর্থ ফেরতের চেক। পাশাপাশি দুর্গাপুজো উপলক্ষে এলাকার পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সহায়তা এবং শতাধিক মহিলাকে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট কমিশনার গৌরব লাল, জগবল্লভপুরের বিধায়ক অনুপম ঘোষ, ডোমজুড়ের বিডিও অভিরাজ মিশ্র, ডোমজুড় থানার আইসি অজিত কুমার ঝা-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন পরিকাঠামো তৈরি হওয়ার পরই এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ডোমজুড়ে এ বছর পুজোর সংখ্যা প্রায় ৬০টি বেড়েছে। সেই কারণে আরও বেশি পুজো কমিটিকে অনুদানের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিধায়ক অনুপম ঘোষের দাবি, এবছর ডোমজুড়ে আড়াইশোরও বেশি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান পেয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৬০টি বেশি। তাঁর আরও দাবি, আগে যেসব পুজো কমিটিকে অনুমতির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হতো, এ বছর তারাও পুজো আয়োজনের অনুমতি পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ পুলিশের এই উদ্যোগে একদিকে যেমন সাইবার প্রতারণার শিকারদের সহায়তা মিলল, তেমনই পুজোর আগে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বস্তি পেলেন বহু মানুষ।

মিড ডে মিলের চেনা ছবিতে নতুন স্বাদ, পড়ুয়াদের জন্য শিক্ষকদের বিরিয়ানি-উপহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১১ অক্টোবর ঃ স্কুলের দুপুর মানেই টিফিনের বিরতি, সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প আর মিড ডে মিলের খাবার। কিন্তু পুজোর আগে সেই চেনা দুপুরই অন্য রকম হয়ে উঠল ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে। সোমবার প্রায় আড়াইশো পড়ুয়ার পাতে পরিবেশন করা হল চিকেন বিরিয়ানি। শিক্ষকদের নিজেদের উদ্যোগে, চাঁদা তুলে করা এই বিশেষ আয়োজনে স্কুলজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। বিরিয়ানির থালা সামনে পেতেই পড়ুয়াদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে আনন্দ। কারও কাছে এযেন পুজোর আগাম উপহার, কারও কাছে স্কুলজীবনের এক স্মরণীয় দুপুর। তবে এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য শুধুই ভালো খাবার খাওয়ানো নয়, পড়ুয়াদের সঙ্গে স্কুলের সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে তোলা। প্রধান শিক্ষক তন্ময় চক্রবর্তী জানান, তাঁদের কাছে স্কুল একটি পরিবারের মতো। পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়ারা যাতে আনন্দের পরিবেশে বেড়ে ওঠে, স্কুলে আসতে ভালোবাসে এবং নিজেদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে, সেই চেষ্টাই তাঁরা করেন। শিক্ষকদের সম্মিলিত উদ্যোগে এই আয়োজন তারই অংশ। স্কুল কর্তৃপক্ষের এই ভাবনার পিছনে সাম্প্রতিক একটি ঘটনাও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ' প্রকল্পের সূচনা উপলক্ষে স্কুলে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেদিন পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে মিড ডে মিল খেয়েছিলেন তিনি। পরদিন পড়ুয়াদের জন্য মাছ ও মিষ্টি পাঠানোর ঘটনাও স্কুল কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করে। সেই আবহেই পুজোর আগে পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করেন শিক্ষকরা।

ডাকাতির পরিকল্পনার সন্দেহে গ্রেফতার এক জয়নগরে

নিজস্বংবাদদাতা, জয়নগর,১১ অক্টোবরঃ ডাকাতির পরিকল্পনার সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ।রবিবার রাতে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার বুড়োরঘাট এলাকা থেকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।পুলিশের এই তৎপরতাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছিল পুলিশের একটি দল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুড়োরঘাট এলাকায় অভিযান চালান পুলিশ কর্মীরা। সেখানে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে প্রথমে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর কথাবার্তা ও গতিবিধিতে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম নাজির মোল্লা (৩৫)। তাঁর বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই ওই ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিল ি.

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং. ২৪২_২০২৬-২৭ এবং ২৪৩_২০২৬-২৭ তারিখ: ০৯.১০.২০২৬ অনুরূপ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা থাকা সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এ নিবন্ধিত সহ টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়াম এর কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ [সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-এর এখতিয়ারের জন্য] কর্তৃক অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:- **এনআইটি নং. ২৪২_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিশন: সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-এর এখতিয়ারাধীন এইএন/বিডিসি-এর অধীনে টিটিআর-১০৮ সেট-টিটিআর (এফএস টিডব্লিউএস ডব্লিউসিএমএসসি) ১ ইনে ১২=৮২ সেট, টিটিআর (এফএস + টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএসকিউ-১ ইনে ৮.৫=৮ সেট, টিটিআর-ডি-ক্রসিং=৪ সেট, টিটিআর-ডিরেলিং সুইচ (১ ইনে ৮.৫)-১৪ সেট। **আনুমানিক মূল্য (টাকা):** ₹ ২,১১,৩৮,০০২.৯৯; **বায়না মূল্য:** ₹ ৪২২৮০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা):** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা** : ১২ (বারো) মাস। **এনআইটি নং. ২৪৩_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ: হাওড়া ডিভিশন:** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-এর এখতিয়ারাধীন এইএন/লিলুয়া-এর অধীনে লোকেশনগুলিতে টিবিআর-৩৭.২০৩ টিকমি - বিএলওয়াই বিডিসি ডাউন - ডাউন ২১.০০০-২১.২৮৫ = ০.২৮৫ কিমি, ২১.৪৫৭ - ২১.৫৮০ = ০.১২৩ কিমি, ২১.৬১১ - ২২.৭৩৯ = ১.১২৮ কিমি, ২৩.৫৫০ - ৩৫.৫১৪ = ১১.৯৬৪ কিমি, ৩৫.৯৬৪ - ৩৮.০০০ = ২.০৩৬ কিমি, আরইভি লাইন ২১.০০ - ২১.৭৩৪ = ০.৭৩৪ কিমি, ২২.১১০ - ২১.৭৫৭ = ০.৬৪৭ কিমি, ২৩.৫৩৭-২৪.০৫০ = ০.৫১৩ কিমি, ২৮.০০০ - ২৮.৭০০ = ০.৭০০ কিমি, ২৯.৪৭০ - ৩১.১৯০ = ১.৭২০ কিমি, ৩৩.০২০ - ৩৩.০৭৭ = ০.০৫৭ কিমি, ৩৫.২৯০ - ৩৫.৪২০ = ০.১৩০ কিমি, ৩৫.৯৪০ - ৩৬.৫৯৫ = ০.৬৫৫ কিমি, ৩৭.০০০ - ৩৭.৩৬১ = ০.৩৬১ কিমি, আপ ১৬.৪৮০ - ১৬.৬১০ = ০.১৩০ কিমি, ১৯.৫৬০ - ১৯.৭৯৩ = ০.২৩৩ কিমি, ২১.০০০ - ২১.৪৮০ = ০.৪৮০ কিমি, ২১.৮৮০ - ২২.৫৪৭ = ০.৬৬৭ কিমি, ২৩.৫৫৫ - ২৬.১১০ = ২.৫৫৫ কিমি, ২৭.৪০০ - ৩৮.০০০ = ১০.৬০০ কিমি বিএলওয়াই - এসকেজি ডাউন কর্ড ৮.৬৬০ - ৯.০৫০ = ০.৩৯০ কিমি, এইচডব্লিউএইচ - বিএলওয়াই আপ কর্ড - ৬.৬৪০ - ৬.৭৬৭ = ০.১২৭ কিমি, ৬.৭৯০ - ৬.৮৭০ = ০.০৮০ কিমি, ৮.৫৭০ - ৮.৬৬০ = ০.০৯০ কিমি, এলএলএইচ - বিআরএমএইচ এসএল ৫.৭২১ - ৫.৯৬০ = ০.২৩৯ কিমি এসএইচই - ভিএসইউ: এসএল ৬২.০৩৫ - ৬২.৪৯৪ = ০.৪৫৯ কিমি, ৬৯.১০০ - ৬৯.২০০ = ০.১০০ কিমি। টিআরআর(পি) - ০.৭১৭ কিমি লোকেশনগুলিতে: বিএলওয়াই - এসকেজি : ডাউন কর্ড ৮.৬৬০ - ৯.০২৭ = ০.৩৬৭ কিমি; এইচডব্লিউএইচ-বিএলওয়াই কর্ড: ডিএন কর্ড ৮.৩১০ - ৮.৬৬০ = ০.৩৫ কিমি টিএসআর(পি) - ২.৬৮ টিকমি, লোকেশনগুলিতে: বিএলওয়াই - বিডিসি: আপ ২৫.০১ - ২৯.১৭ = ৪.১৬ কিমি বিএলওয়াই - এসকেজি: ডাউন কর্ড ৮.৬৬ -১০ = ১.৩৪ কিমি বিএলওয়াই - এসকেজি: আপ কর্ড ৮.৬৬১০ = ১.৩৪ কিমি এইচডব্লিউএইচ - বিএলওয়াই কর্ড: ডাউন কর্ড ৬ - ৮.৬৬ = ২.৬৬ কিমি, আপ কর্ড ৬ - ৮.৬৬ = ২.৬৬ কিমি এবং টিটিআর ৪৭ সেট লোকেশনগুলিতে-(এফএস+টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএসসি) - ১ ইন ৮.৫-৫ সেট, ১ ইন ১২-১১ সেট, ডি-ক্রসিং- ২ সেট, ডিরেলিং সুইচ- ২৯ সেট। **আনুমানিক খরচ (টাকা):** ₹ ২,৭৬,৩০,০০৪.৩২; **বায়না মূল্য:** ₹ ৫,৫২,৬০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা) :** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা** : ১২ (বারো) মাস। নোটিশ ইনভাইটিং টেন্ডারে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটি যেকোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট হিসেবে ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইটের অ্যাপ্লিকেশনটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলা পরবর্তী কর্মদিবসে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৬.১০.২০২৬ তারিখে ১৪:০০ টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে: **www.ireps.gov.in**। টেন্ডারদাতাদের ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান - বায়না মূল্য জমা [ইএমডি] এবং টেন্ডার নথি মূল্য [টিডিসি] প্রদান। ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে কেবল নেট ব্যাংকিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেই গ্রহণ করা উচিত।

HWH-385/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের স্ক্র্যাপ বা বাতিল সামগ্রী বিক্রি ৭১.৯২ বেড়ে ৩৬.১৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে

আসানসোল, ১১ অক্টোবর ঃ পুরানো রেললাইন, জরাজীর্ণ যন্ত্রাংশ এবং অকেজো ধাতব সামগ্রীর হয়তো কর্মক্ষম জীবনকাল শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের উপযোগিতা বা মূল্য সেখানেই ফুরিয়ে যায় না। পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনে এই ধরনের সামগ্রীগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে আয়ের উৎসে পরিণত করা হচ্ছে, যা ডিভিশনের 'নন-ফেয়ার রেভিনিউ' বা যাত্রী-ভাড়া বহির্ভূত আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় অবদান রাখছে।২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে, ডিভিশনটি স্ক্র্যাপ বিক্রির মাধ্যমে ৩৬.১৯ কোটি টাকা আয় করেছে। আগের অর্থবর্ষের একই সময়ের ২১.০৫ কোটি টাকার আয়ের তুলনায় এটি ৭১.৯২ বেশি। ৬৯ কোটি টাকার বার্ষিক অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যের বিপরীতে, ডিভিশনটি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ছয় মাসেই ৫২.৪৫ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে স্টোরস বা ভাণ্ডার বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা তারা লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শেড, ওয়াগন ওভারহোলিং শেড, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভিন্ন 'পি-ওয়ে' ইউনিট এবং অন্যান্য ফিল্ড ইউনিটের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করেছে।অকেজো সামগ্রী চিহ্নিত ও পৃথক করা থেকে শুরু করে নথিপত্র তৈরি, হিসাবরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং সময়মতো নিষ্পত্তি-এই সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে রেলের কাজে আর প্রয়োজন নেই এমন সামগ্রীগুলিকে দক্ষতার সাথে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে।সামগ্রী নিষ্পত্তির পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৬ সময়ে ডিভিশনটি ৪,৫৫০.০৬৩ মেট্রিক টন স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তি করেছে, যা আগের অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় ৯১.৪৩ বেশি। বিশেষ করে লৌহজাত স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তির পরিমাণ ৯৩৫.৭৯২ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৩,৭৮৮.০৯৫ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে।আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি, সময়মতো স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তির ফলে রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় মূল্যবান জায়গার সাশ্রয় হয় এবং সামগ্রিক ইনভেঃটরি ও উপকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটে।যাত্রীদের কাছে রেল মানেই হলো ট্রেন, স্টেশন এবং ভ্রমণ। তবে এই দৃশ্যমান ব্যবস্থার আড়ালে অসংখ্য দল নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে, যাতে রেলওয়ের সম্পদ ও সামগ্রীগুলোর পুরো জীবনচক্র জুড়ে সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়।তাই ৩৬.১৯ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বা পরিত্যক্ত সামগ্রী বিক্রির এই সাফল্য কেবল একটি আর্থিক মাইলফলকই নয়। এটি রেলওয়ের 'নন-ফেয়ার' বা যাত্রী-ভাড়া বহির্ভূত আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান যা প্রমাণ করে যে, সুশৃঙ্খল সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীভাবে রেলওয়ের অকেজো সামগ্রীকেও উপাদনশীল সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।রেলওয়েতে ব্যবহারের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও কোনো সামগ্রী কিন্তু তখনও মূল্য সৃষ্টি করতে পারে-এভাবেই অতীতের রেল-সম্পদ আজকের আয়ে এবং ভবিষ্যতের সম্পদে পরিণত হয়।

পূর্বস্থলী বিধায়ক কার্যালয়ে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী ঃ পূর্বস্থলী সেবা সংকল্প অভিযান উপলক্ষে পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পূর্বস্থলী বিধায়ক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এলাকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চক্ষু পরীক্ষার সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলীর বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে।এদিনের এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে এলাকার বহু মানুষ বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা করানোর সুযোগ পান। চক্ষু সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে যাঁরা বিভিন্ন কারণে নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা করাতে পারেন না, তাঁদের কাছে এই ধরনের উদ্যোগ যথেষ্ট সহায়ক বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এদিনের শিবিরে বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় নিজেও চক্ষু পরীক্ষা করান। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি নিজে এই পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করে তিনি শিবিরের গুরুত্বকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন।বিধায়ক কার্যালয়েই এই শিবিরের আয়োজন করায় এলাকার মানুষের পক্ষে পরিষেবা গ্রহণ করা আরও সহজ হয়। দূরে কোথাও না গিয়ে নিজেদের এলাকায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করানোর সুযোগ পেয়ে উপকৃত হন স্থানীয় বাসিন্দারা।সেবা সংকল্প অভিযানকে সামনে রেখে মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ এলাকায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আরও বেশি করে আয়োজন করা হবে, এমনটাই আশা করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

পুজোর মুখে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন

পুজোর মুখে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন, হাওড়ার কদমতলা বাজারে ওষুধের দোকান পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। ওষুধের দোকানের শাটারের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল কালো ধোঁয়া। সোমবার সকালে তা দেখেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হাওড়ার ব্যাঁটরা থানার অন্তর্গত নরসিংহ দত্ত রোডের কদমতলা বাজারে।

ADITYA BIRLA CAPITAL

আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভাল, গুজরাট-৩৬২২৬৬।
কর্পোরেট অফিস ঃ ১২ তলা, আর টেক পার্ক, নির্লন কমপ্লেক্স, হাব মলের কাছে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০ ০৬৩, মহারাষ্ট্র।

দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ

'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (আইন)-এর ধারা ১৩(২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২' (বিধিমালা)-এর বিধি ৩-এর অধীনে এই নোটিশ জারি করা হচ্ছে। ১১.০৩.২০২৪ তারিখের একত্রীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের মধ্যে একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়েছে (যা ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল - আহমেদাবাদ কর্তৃক ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে প্রদত্ত আদেশে যথাযথভাবে নথিভুক্ত)। এর ফলে, উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির বিষয়ে আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত সমস্ত 'সারফেসি' কার্যক্রম এখন একত্রীকৃত কোম্পানি 'আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড'-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।তদনুসারে, উক্ত আইনের অধীনে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং আইনের ধারা ১৩(১২) ও বিধিমালা-র বিধি ৩-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ জারি করছেন। এই নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস যে, ঋণগ্রহীতা(গণ) দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ গ্রহণ এড়িয়ে চলছেন তাই বিধিমালার নিয়ম অনুযায়ী নোটিশটি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ওপর সাঁটিয়ে এবং প্রকাশনার মাধ্যমে জারি করা হচ্ছে। দাবি-নোটিশের বিষয়বস্তু নিচে তুলে ধরা হলো।উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাআইনগত উত্তরাধিকারীআইনগত প্রতিনিধিদের পুনরায় নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে যে, তারা যেন সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ABCL-কে তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করেন। এর সাথে, ঋণচুক্তি এবং ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য নথিপত্র বা দলিলের শর্তানুসারে, নিচে কলাম (d)-তে উল্লিখিত তারিখ থেকে অর্থ পরিশোধ বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদও (যার বিবরণ নিচে দেওয়া হয়েছে) পরিশোধ করতে হবে। ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের জামানত হিসেবে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতারা ABCL-এর নিকট নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদ বন্ধক রেখেছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি নোটিশ তারিখ ও এনপিএ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	১. **মেসার্স গাফফার এন্টারপাইস,**এর স্বত্বাধিকারী জনাব আব্দুল গাফফারের মাধ্যমে ২. **মিঃ আব্দুল গাফফার,এস/ও জনাব ফকির আহমেদ মন্ডল** ৩. **মিঃ আব্দুস সাত্তার মন্ডল,এস/ ও মিঃ ফকির আহমেদ মন্ডল** ৪. **মিসেস সুপিয়ারা বিবি,**W/o আব্দুল গাফফার সাহেব ঠিকানা আছে **(সকলের জন্য, যেমন ক্রম নং. ১ থেকে ৪)ঃ** এঃ গ্রাম সিরাসিন্নি P/S আমডাঙ্গা, P.Oহিসাবি, আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পিজিএস, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩ ২২১ লোন এসি। নম্বর ABKOL-STS000000757453 ABEK-STS000000944187	০৯.১০.২০২৬ থেকে ০৩.১০.২০২৬ মোট বকেয়া বকেয়া অর্থ ২৯,২৪,৬৪৯ টাকা ০৬.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	উত্তর ২৪-পরগনা জেলার আমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত আধাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সিরসিনি মৌজায় (জে.এল. নং ২২) অবস্থিত প্রায় ১৩ ডেসিমেল (কম-বেশি) পরিমাণের জমি ও তার ওপর নির্মিত কাঠামো যা সি.এস. খতিয়ান নং ১২৫, আর.এস. খতিয়ান নং ২৩৪ ও ২৭৯ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৮ (বর্তমানে সংশোধিত এল.আর. খতিয়ান নং ২৮৮)-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭৮ ও ১৪৭-এর অংশবিশেষ। এর সাথে ৮৫০ বর্গফুটের একটি নির্মিত কাঠামোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা উক্ত জমির ওপর বা তার কোনো অংশের সাথে স্থাপিত বা সংযুক্ত (বর্তমানে বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে নির্মিতসংযুক্ত হতে পারে এমন)। উক্ত জমির সীমানা নিম্নরূপঃউত্তরে-আব্দুল গাফফারের সম্পত্তি পূর্বে-হারুন আল রশিদের জমি দক্ষিণে-৮ ফুট চওড়া রাস্তা পশ্চিমে-হাবিবুর রহমানের জমি।
২	১. **এম /এস মৃন্ময়ী ভান্ডার,**এর স্বত্বাধিকারী **মিঃ মৃণাল হালদারের** মাধ্যমে ২. **মিঃ মৃণাল হালদার,এস/ ও জনাব ঈশ্বর চন্দ্র হালদার** ৩. **মিসেস মুক্তা রানী হালদার,ডিও তুফানি মন্ডল ও ডা. মৃণাল হালদার** ঠিকানা আছে ঃ১৩৪, R. B. C. রোড,চাকদহ, নদীয়া, চাকদহ, পশ্চিমবেঙ্গল-৭৪১ ২২২ এছাড়াও (শুধুমাত্র Sr. No. এর জন্য)২ ও ৩)ঃ এনএ লালপুর, পাজিমোর, চাকদাহ নদীয়া,চাকদহ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১ ২২২। লোন এসি। নম্বর ABEK-STS000000899896	০৭.১০.২০২৬ ও ০৩.১০.২০২৬ মোট বকেয়া বকেয়া অর্থ টাকা ৪৩,৮৮,৫০৭.৪৯ ৬.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	চাকদহ পৌরসভার (জেলাঃ নদীয়া-৭৪১ ২২২) আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত-প্রায় ৩.৭১২ ডেসিমেল (কম-বেশি) পরিমাণের জমি এবং তার ওপর নির্মিত প্রায় ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের কাঠামোসহ সম্পূর্ণ সম্পত্তিটি যা মৌজা-লালপুর, জে.এল. নং ২০, তৌজি নং ১২-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এল.আর. খতিয়ান নং ২২১৭, ১০০৭১, ১০০৭২, ১০০৭৩ (বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪৮৭)-এর অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং ১৭৬ ও এল.আর. দাগ নং ৮৬৭-এ অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৩৪, ওয়ার্ড নং ১৫ (কর প্রদানের রসিদ অনুযায়ী)। সীমানা নিম্নরূপ-উত্তরঃ ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ দক্ষিণঃ রাজীব বসুর বাড়ি পূর্বঃ পাকা রাস্তা পশ্চিমঃ অলোক মিত্র ও অন্যান্যদের বাড়ি।

এর সাথে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ (যা উপরে উল্লিখিত তারিখের দাবি-নোটিশগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এবং অর্থ প্রদান বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত আনুষঙ্গিক ব্যয় ও অন্যান্য চার্জও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা ABCL-কে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে ABCL সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য বিধিমালার অধীনে উল্লিখিত জামানতকৃত সম্পদ বা স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এক্ষেত্রে যাবতীয় ব্যয় ও পরিণতির ঝুঁকি ও দায়ভার সম্পূর্ণভাবে উক্ত ঋণগ্রহীতা বা তাঁর আইনি উত্তরাধিকারীপ্রতিনিধির ওপর বর্তাবে।উক্ত আইনের অধীনে, ABCL-এর পূর্বানুমতি ছাড়া বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে উল্লিখিত জামানতকৃত সম্পদ বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা থেকে উক্ত ঋণগ্রহীতা বা তাঁর আইনি উত্তরাধিকারীপ্রতিনিধিকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, এটি 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)'-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে একটি চূড়ান্ত নোটিশ। উল্লেখ্য যে, ঋণগ্রহীতার নিজস্ব ঝুঁকি, দায়বদ্ধতা ও খরচের বিনিময়ে উপরে উল্লিখিত যেকোনো বা সকল অধিকার প্রয়োগ করার পূর্ণ এখতিয়ার ABCL-এর রয়েছে।

স্থানঃ উত্তর ২৪ পরগনা / নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ। **তারিখঃ** ১৩.১০.২০২৬। **স্বাক্ষর- অনুমোদিত আধিকারিক, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড।**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work:

(1) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/044/2026-27, DATED - 12/10/2026

Name of the work: **Making of new customised wooden cabinets by replacement of old and damaged cabinets at F.A.C.C. Cell, Second Floor of C.M.O. Buildings.** Estimated cost: **₹ 2,98,200.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **27.10.2026 (11 A.M.).** The bid form and other details are available on and from **13.10.2026 (5 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/VI/060/013/2026-2027/D

Name of the work: **Restoration of concrete surface and IPS footpath disturbed by P.U. Agency as well as Natural Wear and Tear at 27A Linton Street, 5 Jannagar Road, 22 Crematorium Street and adjacent area in Ward No.-60.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,716.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/VI/061/013/2026-2027/D

Name of the work: **Restoration of damaged and naturally depressed paver block footpath at 71, 77, 59, 24, 20, 67, 59, 61, 125, 127D Park Street and surrounding places in Ward No.-61.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,96,127.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **25.10.2026- 5 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender opened on: **27.10.2026 - 5 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **13.10.2026 (6 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Tube-well), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE/TW/RP-170/XI/01A/2026-27 (1st Call)

Name of the work: **Repairing of 170 nos. small dia Tubewell in different Wards under Borough-XI.** Estimate amount (including GST & LWC): **₹ 2,34,490.44.** Earnest money: **₹ 4,700.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **03.11.2026 at 11 A.M.** Bid opening date and time for technical proposals: **05.11.2026 at 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **13.10.2026 at 5 P.M.** from the websites: **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in**

The Director General (SWM), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : SWM-II/DIST-IV/23/26-27

Name of the work: **Repairing suspension system of 02 nos. BS VI, Hopper Tipper Dumper WB07K 0816 and WB07K 0818 (TATA SIGNA 1923K) of Dist-IV Garage under SWM-II Department.** Estimated amount: **₹ 1,44,610.00.** Earnest money: **₹ 2,900.00.** Period of completion: **07 days.**

(2) NIT No. : SWM-II/DIST-IV/24/26-27

Name of the work: **Repairing and full servicing of WB07K 0845 and WB07K 0850 Hopper Tipper Dumper, BS VI (TATA SIGNA 1923K) of Dist-IV Garage under SWM-II Department.** Estimated amount: **₹ 1,90,827.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **03 days.**

(3) NIT No. : SWM-II/DIST-III/09/26-27 (2nd e-Tender)

Name of the work: **Repairing and maintenance of the vehicle no. WB07K-0889 (Hydraulic Tipper Dumper, Make - Tata, Model - SIGNA 1923K, BS-VI) of Dist-III Garage under SWM-II.** Estimated amount: **₹ 2,95,129.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : SWM-II/DIST-III/16/26-27

Name of the work: **Repairing and maintenance including spare parts for the Tipper Truck vehicle no. WB03C-9738 (TATA-LPT 1613/42) under Dist-III Garage/SWM-II.** Estimated amount: **₹ 1,93,244.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **27.10.2026 up to 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **12.10.2026 (12 Noon)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Dy. Chief Engineer (C)/SWM-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/12/2026-27

Name of the work: **Improvement of approach road by consolidating jhama metals from Excel 2nd Gate to 2nd Loop at Dhapa Dumping Ground.** Estimated amount: **₹ 2,90,414.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Completion time: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/13/2026-27

Name of the work: **Repairing of rugged road towards approach of unloading area for compactor vehicles at Dhapa Dumping Ground.** Estimated amount: **₹ 2,88,982.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Completion time: **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/14/2026-27

Name of the work: **Improvement of damaged road by consolidating jhama metals for hired vehicles unloading platform at Dhapa Dumping Ground.** Estimated amount: **₹ 2,89,606.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Completion time: **21 days.**

(4) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/15/2026-27

Name of the work: **Restoration of uneven road from Excel MRF Dumping Site to Approach Road of Bidhan Nagar Dumpsite at Dhapa Dumping Ground.** Estimated amount: **₹ 2,89,312.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Completion time: **21 days.** Price of tender: **Nil (For Sl. No. 1 to 4).** Bid submission start (online) date: **27.10.2026 (1 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** Last date and time of bid submission (online): **04.11.2026 (1 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **14.10.2026 (1 P.M.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website **(For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Water Supply), S.S.Unit, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/05/MSH-6/26-27/71 (1st Call)

Name of the work: **Repairing and maintenance of different dia service main along with street tap, chamber, cap wash at RRM Roy Bye Lane (181/2A, 181/47, 72/5, 211, 721), B.C. Roy Road (51/A/25, 133/351/A), Jadu Colony, Muchi Para in Ward No.-121, BR-XIV.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,30,364.53.** Earnest money: **₹ 4,620.00.** Period of completion: **26 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-129/05/MSH-8/26-27/70 (1st Call)

Name of the work: **Repairing of water supply pipeline by fixing of leakages, flushing, cap wash, manhole checking etc. at G.M. Road (3/1A, 33/5, 15/8, 45/N, 39/6, 125/2), Adarsha Nagar (30/7, 34/4), J.J. Road (232, 289/1) and other palces in Ward No.-129, BR-XIV.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,46,514.42.** Earnest money: **₹ 4,940.00.** Period of completion: **31 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-128/10/G.M-15/26-27/73 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance & repairing of R/Main & S/Main pipe line leakages near H/No. 52/53 & 1, of Biren Roy Road (W), crossing of Biren Roy Road (W) & B.B. Sengupta Road & Sanjibpally respectively, 47/1, 185/7A, B.C. Road etc. in Ward No.-128 (BR-XIV).** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,82,878.17.** Earnest money: **₹ 5,680.00.** Period of completion: **21 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-128/09/G.M-17/26-27/72 (1st Call)

Name of the work: **Repairs to different dia portable water main pipe line leakages with other allied works near E-6/191/223, Beledanga Main Road, 8D, A.K.M. Sarani, 154-N, Parui Main Road, 215, 596/N, P-37, Dr. A.K. Paul Road etc. in Ward No.-128 (BR-XIV).** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,78,466.91.** Earnest money: **₹ 5,580.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **05.11.2026 (Up to 2 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** Tender will be opened on: **07.11.2026 (At 2 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on & from **27.10.2026 at 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Dy. Chief Engineer (SWM-II), KMC invites e-tender online item rate two bid systems for the following work:

NIT No. : SWM-II/SSU/15/2026-27

Name of the work: **Repairing and maintenance of the vehicle no. WB07K-0881, 0884 (Hydraulic Tipper Dumper, Make - Tata, Model - SIGNA 1923, BS-6) of SSU Garage under SWM-II.** Estimated amount: **₹ 1,98,873.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **29.10.2026 up to 1 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **12.10.2026 (4 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

(617/26-27)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ২৫ আশ্বিন, ১৪৩৩

রণজিৎ সিংহের মন্দির

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি ছোট্ট পৌর শহর নলহাটি। রাঙামাটির দেশ রাঢ় বাংলার এই মফস্বল শহরটি মূলত বিখ্যাত নলাটেশ্বরী মন্দিরের জন্য। হিন্দু শাস্ত্র ও লোকবিশ্বাস অনুসারে, এই স্থানে দেবী সতীর কণ্ঠনালি পতিত হয়েছিল। সেই বিশ্বাস থেকেই দেবীর নাম নলাটেশ্বরী এবং অঞ্চলটির নাম নলহাটি হয়েছে বলে মনে করা হয়। জনশ্রুতি অনুসারে, আনুমানিক পাঁচশো বছর আগে রামশরণ শর্মা;মতান্তরে কামদেব;নামে এক ব্যবসায়ী ও সাধক স্বপ্নাদেশ পেয়ে এখানে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সে সময় এই অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত। পরবর্তীকালে, অষ্টাদশ শতকে নাটোরের রানি ভবানী পাহাড়ের টিলার ওপর একটি ছোট মন্দির ও ঘর নির্মাণ করিয়ে দেন বলে কথিত আছে। ১৮৯৭ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে মূল মন্দিরটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে নসিপুরের মহারাজা রণজিৎ সিংহ মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করান। বর্তমানে মন্দিরের স্থাপত্যে চারচালা রীতি ও নাটমন্দিরের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নলাটেশ্বরী মন্দিরের ঠিক পিছনেই টিলার ওপর অবস্থিত হজরত আনা শহীদ (রহ.) বাবার মাজার শরিফ। আরবি ‘মাজার’ শব্দের অর্থ জিয়ারত বা দর্শনের স্থান। সাধারণ অর্থে, মাজার বলতে কোনও সুফি সাধক বা পীরের সমাধিস্থলকে বোঝানো হয়। এই মাজারের প্রতিষ্ঠা ও পীর বাবার জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য এখনও বিশেষভাবে জানা যায় না। তবে বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে বিচার করা যেতে পারে। সুলতানি আমল থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সুফি সাধকদের আগমন, ধর্মপ্রচার এবং তাঁদের ঘিরে স্থানীয় জনসমাজে নানা লোকবিশ্বাসের বিকাশ ঘটেছিল। সেই ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে এই মাজারের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনুমান করা যায়; তবে নির্দিষ্ট তথ্য ও প্রামাণ্য নথি ছাড়া এর প্রতিষ্ঠাকাল নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এই মাজারে প্রতিবছর নিয়মিত ‘উরস’ পালিত হয়, যা স্থানীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। নলাটেশ্বরী মন্দির ও পীর বাবার মাজার যে ছোট্ট টিলার ওপর অবস্থিত, তার অদূরেই রয়েছে ‘বর্গিডাঙ্গা’। এই স্থাননামকে ঘিরে রয়েছে বাংলার ইতিহাসের এক অস্থির ও আতঙ্কময় অধ্যায়ের স্মৃতি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, বিশেষত ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ সালের মধ্যে, বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর শাসনকালে মারাঠা আক্রমণ বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মারাঠা বাহিনীর একাংশ বাংলায় প্রবেশ করে চৌথ;অর্থাৎ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ আদায়ের দাবি; এবং রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বারবার অভিযান চালায়। এই আক্রমণের ফলে বাংলার বহু জনপদে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও জনদুর্ভোগের ঘটনা ঘটে। বর্গিরা ছিল মারাঠা বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্যদলের অংশ। ‘বর্গি’ শব্দটির উৎস মারাঠি ‘বারগির’ শব্দে, যা সাধারণভাবে এমন অশ্বারোহী সৈন্যকে বোঝাত। নাগপুরের মারাঠা শাসক রঘুজি ভোঁসলের বাহিনীর অভিযানে ভাস্কর পণ্ডিত ছিলেন সেনানায়ক।

চিরকালীন বাংলা সঙ্গীত

‘‘কাগজে বিজ্ঞাপন; কলামন্দিরে হেমন্ত ও ধনঞ্জয়। অনুষ্ঠানের আগে গ্রিন রুমে গিয়ে দেখা করলাম। ওঁর পাশে বসেছিলেন যাত্রাজগতের নামী অভিনেত্রী বীণা দাশগুপ্ত। আলাপ করিয়ে দিলেন। একটু পরে এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গেও কথা বললেন। এরপর অনুষ্ঠান। প্রথমে হেমন্ত। ধনঞ্জয় এসে একটি মালা পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়। হেমন্ত বললেন, আজ আমার ভাই ধনঞ্জয় সঙ্গে আছে। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের মন ভরিয়ে দিতে। অসামান্য গাইলেন হেমন্ত। এরপর এলেন ধনঞ্জয়। বললেন, আজ আমি নির্ভয়, কেননা সঙ্গে রয়েছেন আমার দাদা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গান শুরু হল। গানের মাঝখানে হঠাৎই মঞ্চে এলেন হেমন্ত। গান থামালেন সচকিত ধনঞ্জয়। হেমন্ত গলার মালাটি খুলে পরিয়ে দিলেন ধনঞ্জয়ের গলায়। সে এক দুর্লভ দৃশ্য। দুই মহান শিল্পীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদনের সে এক অভূতপূর্ব ছবি! ঠিক এরকম আরও দুটি ঘটনার মুখোমুখি হলাম। একটি মহাজাতি সদনে। সেদিন ধনঞ্জয়-সতীনাথ। যথারীতি দেখা হল। প্রথমে ধনঞ্জয়। আমি সাজঘরে গেলাম সতীনাথের কাছে। সেই কবে মালদায় দেখা। উনি তন্ময় হয়ে গুনগুন করছিলেন। হঠাৎ ধনঞ্জয়ের একটা গানে সচকিত হয়ে চোখ তুলতেই আমাকে দেখলেন। শিশুর সারল্যে বললেন, শুনছেন ধনঞ্জয়দা গাইছেন আমার গান; ‘যাবার বেলা দুটি গান গেয়ে জানাব চিরবিদায়।’ সতীনাথও অনুচ্চ গলায় গানটি ধরলেন। গান শেষ হলে ধনঞ্জয় নেমে আসতেই সতীনাথ উঠে গিয়ে একটা প্রণাম করে বললেন, দাদা, আশীর্বাদ করুন। এখনও এমন গাইছেন! আপনার গান শুনেই আমাদের গান গাওয়া শুরু। আবেগরুদ্ধ ধনঞ্জয় বুকে টেনে নিলেন সতীনাথকে। এলেন উৎপলা সেন। জোর করে ধনঞ্জয়ের হাতটি তার মাথায় টেনে নিয়ে বললেন, আমাকে আগে আশীর্বাদ করুন দাদা। সেদিনের সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল গানকে ভালোবাসার কারণেই।’’ বাংলা সঙ্গীত জগতে সেরা শিল্পীরা এসেছেন যারা বাংলার গানকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। বাংলা গান সেই সময়ে বাংলার মাটির পথ ধরে চলেছে। কোনও সময়ে পাশ্চাত্য রীতিকে গ্রহণ করেনি। পাশ্চাত্য রীতিতে গ্রহণ না করলেএ সুরকে গ্রহণ করেছে যদিও সেই সুর স্বদেশি ঘারানায় মিশ্রত হয়ে পরিবেশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার মাধুর্য এতই বেশি যে গান যেন মনে হয় মন্ত্র হয়ে মনের মধ্যে প্রবেশ করছে। স্বর্ণ যুগের বাংলার সঙ্গীত শিল্পীরা মন দিয়ে গান তো গাইতেন আবার হৃদয় দিয়ে গান গেয়ে গিয়েছেন বলেই তাদের গান চিরকালীন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলন যে মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে ।ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব।

বিবেকানন্দ দর্শন

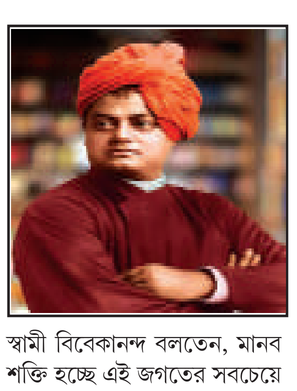

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। শক্তিকে গ্রহণ করে কোনও পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস।

রামকমল সেন ও এশিয়াটিক সোসাইটি

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি

এশিয়াটিক সোসাইটিতে কোনও কালা আদমির প্রবেশ করাটা খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু রামকমল সেন প্রথম ভারতীয় যিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজে যোগ দিয়ে সাহেবদের নজরে আসেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন রামকমল সেন। তিনি পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তার ফলে তাঁর কাছ থেকে প্রায় সময়ে সাহেবরা পরামর্শ গ্রহণ করে এশিয়াটিক সোসাইটি পরিচালনা করতে দেখা গিয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠান সুস্থভাবে কী করে চালানো সম্ভব হবে তা নিয়ে সাহেবরা রামকমল সেনের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁর মতকে গুরুত্ব দিত। ফলে রামকমল সেন এশিয়াটিক সোসাইটির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়ে দেখা দিলেন। সাহেবরা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে রামকমল সেনই পারে এশিয়াটিক সোসাইটির যে রাহু দশা চলছে তার তার হাত থেকে উদ্ধার করতে। সেই কারণে রামকমল সেনকে এশিয়াটিক সোসাইটির নেটিভ সেক্রেটারি পদে বসানো হয়েছিল। যদিও এ ব্যাপারে ডাক্তার উইলসনের পরামর্শ নিয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মকর্তারা। ডাক্তার উইলসন বলেছিলেন যে এশিয়াটিক সোসাইটির সব ধরনের কাজ করার উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন রামকমল সেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সব কাজ যিনি করতে পারেন দক্ষতার সঙ্গে তাকে এশিয়াটিক সোসাইটির নেডিভ সেক্রেটারি করে দেওয়া যেতে পারে। তাহলে সাহেব সেক্রেটারি ওপরে চাপ কম পড়বে এবং রামকমল সেন নেটিভ সেক্রেটারি হয়ে মুখ্য সেক্রেটারি কাজকে এগিয়ে রাখতে সাহায্য করবেন। রামকমল সেনের কর্মদক্ষতাই তাঁকে মহান চরিত্রে পরিণত করতে বাধ্য করেছে।

রামকমল বহু বছর ধরে বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি কবে যোগদান করেন, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তাই, রামকমল বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে কোন সম্ভাব্য বছরে যুক্ত হয়েছিলেন, তা নির্ণয় করার একটি প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন। বিষয়টি মূলত জটিল হয়ে ওঠে কারণ রামকমলের জীবনীকার, প্যারিচাঁদ মিত্র, এবং আরও কিছু বিশিষ্ট লেখক এই বিষয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য করেছেন যা পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। লোকনাথ ঘোষ আমাদের জানিয়েছেন যে, রামকমলের ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র সাথে প্রথম সংযোগ শুরু হয়েছিল নভেম্বর, ১৯০৬ সালে। প্যারি চাঁদ মিত্র বলেছেন যে, ১৮১৮-১৯ সালে রামকমল হিন্দুস্তানি প্রেসে থাকাকালীন সম্ভবত ডঃ এইচ. এইচ. উইলসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং মাসিক ১২/- টাকা বেতনে ‘এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলে’র কেরানি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সোসাইটির কার্যবিবরণী এবং রামকমল সেনের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে উপলব্ধ তথ্যের আলোকে পরীক্ষা করলে এই বিবৃতিগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যায় না।

১৮৩২ সালের ডিসেম্বরে, রামকমল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের তৎকালীন সচিব ডঃ উইলসনকে লিখেছিলেন যে তিনি ১৮০৩/৪ সালে একজন লেখক হিসেবে সোসাইটির চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত এই চিঠিতে রামকমল সোসাইটিতে যোগদানের সঠিক বছরটি উল্লেখ করেননি। এই সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল ছিল সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত একটি প্রতিষ্ঠান। সোসাইটির অভিজাত চরিত্রটি ছিল ডঃ উইলিয়াম কেরিও এটি লক্ষ্য করেছিলেন। অতএব, এই অনুমান করা অনুচিত হবে না যে, উপযুক্ত পরিচয় ছাড়া কোনো ভারতীয়ই, এমনকি একজন লেখক হিসেবেও, এত শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকদের একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্মান আশা করতে পারতেন না। রামকমল ১৮০২ সালের ১০ই ডিসেম্বর নেমের নামে একজনের অধীনে কর্মরত ছিলেন। মিস্টার নেমে কলকাতার সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ. সি. ব্ল্যাকুইরির সহকারী ছিলেন। ডেভিড কফ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রামকমল দৃশ্যত ডব্লিউ. সি. ব্ল্যাকুইরিকে প্রভাবিত করেছিলেন, যিনি নিজেও এশিয়াটিক সোসাইটির পার্শিয়ান গোষ্ঠীর একজন সদস্য ছিলেন। “In all likelihood through Blacquierie Sen made his first contcts with the Asiatic Society..Sen probably became acquainted with Hunter and Gilchrist either at the Society or at the college and was invited the next year (1804) to work in the Hindoostanee Press as a compositor. ”

রামকমল সেন নিজেই লিখে গিয়েছেন যে তিনি গিলক্রিস্ট, ডাক্তার হান্টার, ডাক্তার লেডেন এবং ডাক্তার উইলসনের সঙ্গে কাজ করেছেন ১৮০৩-০৪ সালে। গিলক্রিস্ট তখন সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন না। ১৮০৩ সালে তিনি ছিলেন সোসাইটির সক্রিয় সদস্য। ১৮০৪ সালে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। ১৮০৪ সালে জানুয়ারি মাসে ডাক্তার হান্টার এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকরী সমপাদক হলেন। উক্ত সালের এপ্রিল মাসে ডাক্তার হান্টার এশিয়াটিক সোসইটির সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন। রামকমল সেন সম্ভবত এশিয়াটিক সোসাইটির ফারসি বিভাগের মাধ্যমেই ড. গিলক্রিস্টের সাথে পরিচিত হন এবং সোসাইটি বা কলেজে তাঁর সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। এরপর তাঁকে হিন্দুস্তানি প্রেসে কম্পোজিটর হিসেবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮০৩-০৪ সালের দিকে গিলক্রিস্ট আর সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন না এবং ১৮০৪ সালের শেষ নাগাদ তিনি ভারত ত্যাগ করেন। ১৮০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ড. হান্টারকে এশিয়াটিক সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি হিসেবে পাওয়া যায় এবং পরে এপ্রিল মাসে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে সোসাইটির সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়। লোকনাথ ঘোষের বিবরণ অনুযায়ী, ১৮০৪ সালের জুলাই মাসে রামকমল ড. হান্টারের অধীনে কাজে যোগ দেন। হিন্দুস্তানি প্রেস এই মাসের কোনো এক সময়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে রামকমল ১৮০৪ সালের জুলাই মাসে প্রথমে প্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেই বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ড. হান্টারের সহায়তায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলে কাজ শুরু করেছিলেন, তবে হোমের অধীনে কাজ করার কোনো সুযোগ তাঁর থাকার কথা নয়;কারণ হোম ১৮০৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন;এবং গিলক্রিস্টের অধীনে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। স্বাভাবিকভাবেই, ডেভিড কফের অনুমানটি বেশ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় এবং আমরা এই মতের পক্ষপাতী যে, রামকমল সম্ভবত ১৮০৩ সালের কোনো এক সময়ে সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলেন; সেই সময় গিলক্রিস্ট এশিয়াটিক সোসাইটিতে বেশ সক্রিয় ছিলেন এবং হোম ছিলেন এর সম্পাদক। সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দুস্তানি প্রেসে নিযুক্ত হওয়ার আগেই রামকমল এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলেন।

সোসাইটিতে রামকমলকে প্রথমে কোন পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। রোনাল্ডশে উল্লেখ করেছেন যে রামকমল সেন ছিলেন সত্যিই এক অসাধারণ মানুষ, যিনি কেবল নিজের চরিত্র ও যোগ্যতার জোরে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলে মাসিক ৮ টাকা বেতনের ‘সহকারী টাইপ-সেটার’-এর মতো সাধারণ পদ থেকে সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্যপদ পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের নিজস্ব কোনো মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছিল না, তাই সোসাইটির প্রেসে রামকমলের ‘সহকারী টাইপ-সেটার’ হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। ১৮০৪ সাল থেকে রামকমল হিন্দুস্তানি প্রেস এবং এশিয়াটিক সোসাইটি;উভয় প্রতিষ্ঠানেই কর্মরত ছিলেন। প্রেসে তিনি ছিলেন একজন কম্পোজিটর এবং সোসাইটিতে একজন লেখক। সেই বছর ডঃ উইলসন এবং ডঃ লেডেন সম্পত্তিতে ডঃ হান্টারের সাথে যোগ দেন এবং ১৮১১ সালে যখন ডঃ হান্টার ও ডঃ লেডেন জাভায় যান, তখন তাঁরা প্রেসটি ডঃ উইলসনের তত্ত্বাবধানে রেখে যান। ডঃ উইলসন ছিলেন একজন তরুণ, যিনি মুদ্রণ ব্যবসা এবং এর প্রকৃত পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক রামকমলের সাথে খুব কমই পরিচিত ছিলেন। ডঃ হান্টার এবং ডঃ লেডেন উভয়েই ১৮১১ সালে জাভায় মারা যান এবং প্রেসটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে উইলসনের হাতে চলে আসে। তাঁর সাথে ক্যাপ্টেন রোবাক যোগ দেন। ১৮২৮ সাল পর্যন্ত রামকমল আগের মতোই সমস্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন, এরপর প্রতিষ্ঠানটি অন্য মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৮০৯ সালে, ফারকুহার ডঃ উইলসনকে ‘এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল’-এর সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেনঞ্জ (ক্রমশ)

মা দুর্গার কাছে বাংলার সন্তানরা এখন বায়না আবদার শুরু করেছে

দেবাশিস সমাজদার

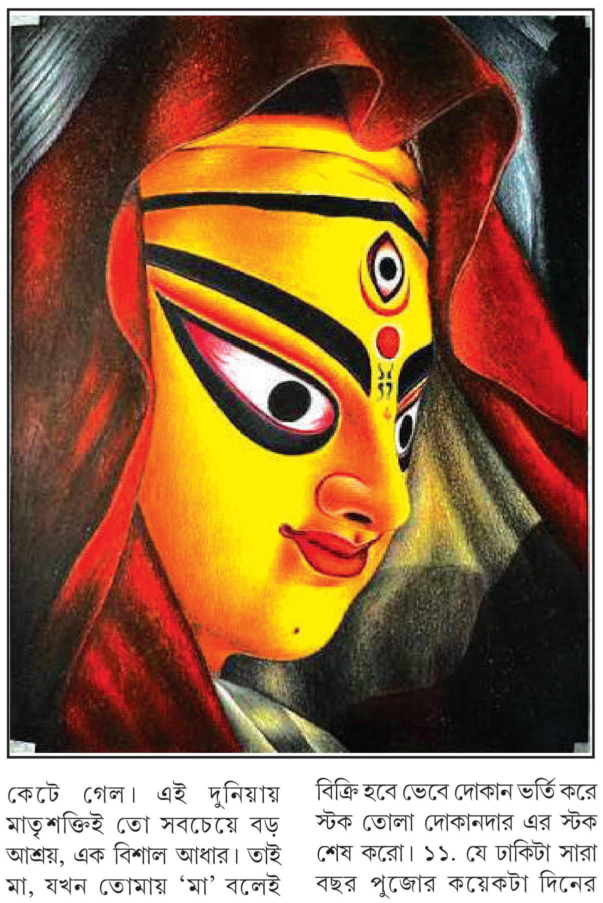

কলকাতার পুরনো বাবুদের পুজো নিয়ে একটা খুব বিখ্যাত কথা আছে। মা দুর্গা গয়না পরেন জোড়া সাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের বাড়িতে, পাত পেড়ে খান কুমারটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে, আর রাত জেগে বাইজি নাচ দেখেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে।

ছোটবেলায় কথাটা শুনলে বুকের ভেতর বেশ একটা অভিমান জমতো। মনে মনে ভাবতাম, মা দুর্গা কি তাহলে শুধুই বড়লোকের দেবী? আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ঘরে কি তাঁর পা পড়ে না? তারপর ধীরে ধীরে বুঝলাম ‘মা’ ডাকে বড়লোক আর গরিবের ভেদাভেদ তিনি কোনোদিন করেন নি ! যিনি দুর্গতিনাশিনী, তিনি তো দুর্গতি নাশ করার জন্য তাঁর কাছেই ছুটে আসবেন, যার সারাটা জীবন শুধু অভাব আর টানাপোড়েনেই কেটে গেল। এই দুনিয়ায় মাতৃশক্তিই তো সবচেয়ে বড় আশ্রয়, এক বিশাল আধার। তাই মা, যখন তোমায় ‘মা’ বলেই ডাকছি, তখন বাপের বাড়ি আসার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য তোমার ওই দশ হাতে করে কিছু তো আনতেই হবে! প্রার্থনা নয় কিছু আবদার রয়েছে যে। আমার লিস্টিটা বেশ লম্বা। ১. যে বাড়িতে বহুদিন পুজোর জন্য নতুন জামাকাপড় কেনা হয়নি, সেই বাড়ির লোকেদের অন্তত একজনের জন্য হলেও একটা নতুন জামা নিয়ে এসো। ২. যে বাবাটা সংসারের খরচ সামলাতে রাতের পর রাত চিন্তায় ঘুমোতে পারে না, তার ঘরে এবার একটু সচ্ছলতা নিয়ে এসো। ৩. যে ছেলেটা/ মেয়েটা বছরের পর বছর চাকরির পরীক্ষা দিয়ে আজও হন্যে হয়ে ঘুরছে, তার হাতে এবার একটা নিয়োগপত্র তুলে দিও। ৪. যে কৃষক ফসলের দিকে তাকিয়ে নিজের সংসারের স্বপ্ন দেখে, তার জন্য গোলা ভরা ধান দিও। ৫. যে দম্পতি সন্তানের আশায় প্রহর গুনছে তাদের মেধাবী সন্তান দিও। ৬. এক মায়ের কাছে তার মৃত্যুমুখী সন্তানকে ফিরিয়ে দিও। ৭. যে অবলা প্রাণীগুলো সারাদিন একটু খাবারের আশায় রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, তাদের জন্য অন্তত একবেলা পেট ভরা খাবারের ব্যবস্থা নিয়ে এসো। ৮. যে মানুষটা ঋণের বোঝায় নুয়ে পড়েছে, তার জীবনে একটু স্বস্তির রাস্তা খুলে দিও। ৯. যে পুরুত মশাইরা এই একটা পুজোর জন্য বসে থাকেন সারাটা বছর তাদের তোমার সেবা করবার সুযোগ দিও। ১০. পুজোতে বিক্রি হবে ভেবে দোকান ভর্তি করে স্টক তোলা দোকানদার এর স্টক শেষ করো। ১১. যে ঢাকিটা সারা বছর পুজোর কয়েকটা দিনের বায়নার আশায় থাকে, তার ঢাকের শব্দ যেন এবার থেমে না যায়। ১২. যে বৃদ্ধ বাবা-মা সন্তানের অপেক্ষায় দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের ঘরে একটু সময় আর অনেকটা ভালোবাসা নিয়ে এসো। ১৩. যে সংসারে প্রতিদিন অশান্তি, সেখানে একটু বোঝাপড়া নিয়ে এসো। ১৪. যেখানে অভিমান জমে আছে, সেখানে একটা ‘ভালো থেকো’ বলার সাহস দিও। ১৫. যেখানে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের কথা বন্ধ, বা বন্ধুত্বে ভুল বোঝাবুঝি, সেখানে আবার বিশ্বাস ফিরিয়ে এনো। সবাই যেন হাসতে থাকে।

দুই মহামানব ঃ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

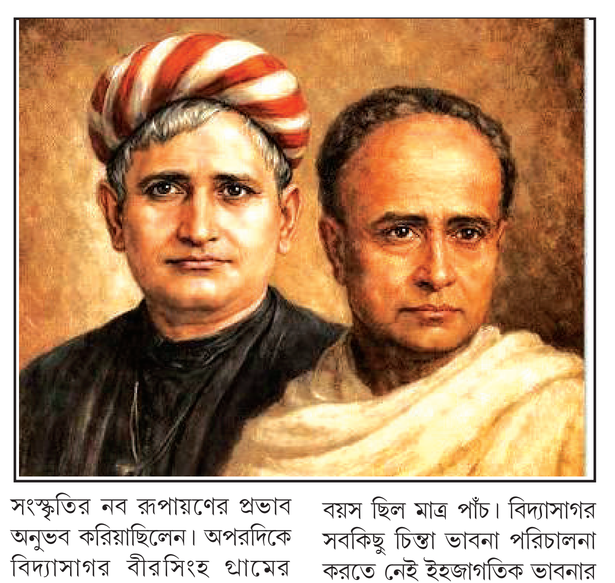

উনিশ শতকের যুগটা হচ্ছে ঘাত-প্রতি ঘাতের যুগ, দ্বিধাদ্বন্দ্বের যুগ। একদিকে সংস্কারপন্থী অপরদিকে সংস্কার বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র ও ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ১৮২০ সালে অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ সালের। বয়সের পার্থক্য ১৮ বছর। জন্মগতভাবে দুজনেই ব্রাহ্মণ সন্তান। দুজনের চিন্তা-কর্মেও অমিল যেমন প্রবল মিলও তেমনি অনেক। বিদ্যাসাগর দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সমাজের বুকে আঘাত হানতে সদা উদ্যত। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র শানিত লেখনীর মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতির মুলোচ্ছেদে তৎপর। এই মনীষী নিজের চিন্তা এবং কর্মকাণ্ড দ্বারা ১৯ শতকের বাঙালি সমাজের নানা সংস্কার সাধন করেছেন এবং সমাজের অগ্রগতি ও মানব কল্যাণে রেখেছেন অসামান্য অবদান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন মেদিনীপুরের বীর সিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতার এক দোকান কর্মচারী। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৪ পরগনা জেলার কাঁঠাল পাড়া গ্রামে। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতামহ ছিলেন হাস্যময় তেজময় নির্ভীক ঋজু স্বভাবের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বন্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে সেই চরিত্র মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাহার জ্যৈষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন’। উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন অনমনীয় মনোভাব। যখন আঁতুড় ঘরে ছিলেন তখন তার পিতামহ রামজয় তর্ক ভূষণ এঁরে বাছুরের সাথে বিদ্যাসাগরের তুলনা করেছিলেন। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গোড়ায় হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও এবং সনাতন ধর্মের আবহাওয়া বেড়ে উঠলেও তার পরিবার ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাট গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অরবিন্দ পোদ্দার এর মতে ‘নিজের পরিবারের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গ বঙ্গ সংস্কৃতির নব রূপায়ণের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। অপরদিকে বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যা গ্রহণ শুরু করেন তারপর লেখাপড়া করেন শিবচরণ মল্লিকের পাঠশালা এবং সংস্কৃত কলেজে। সংস্কৃত কলেজ থেকে ব্যাকরণ স্মৃতি নেয় অলংকার কাব্য বেদান্ত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মনন পরিপুষ্ট হয়েছিল সংস্কৃত ও দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমে আর বঙ্কিমচন্দ্রের মনন পুষ্ট হয়েছিল ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে। কর্মজীবনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা ও স্কুল পরিদর্শক হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে খুলনা মুর্শিদাবাদ হুগলী মেদিনীপুর বারাসাত হাওড়া আলীপুর প্রভৃতি স্থানে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর দুজনাই বাল্যবিবাহ করেছিলেন। আট বছরের দিনময়ী দেবীকে বিদ্যাসাগর যখন বিবাহ করেন তার বয়স ১৪। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন বিবাহ করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র এগারো আর তার পত্নী মোহিনী দেবীর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ। বিদ্যাসাগর সবকিছু চিন্তা ভাবনা পরিচালনা করতে নেই ইহজাগতিক ভাবনার দ্বারা অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত হতেন আধুনিক চিন্তার সাথে গীতার অনুশীলন তত্ত্ব তথা জ্ঞান ভক্তি প্রেম ও কর্ম দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন হিন্দু ধর্মের মৌল চেতনাকে আঁকড়ে ধরে তাঁর সংস্কার সাধনে তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন। অপরদিকে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার মূলক নানা কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে যেমন লেখনীর মাধ্যমে মানব সমাজের উপকার সাধন করেছেন তেমনি নবীন লেখকদের তিনি বলেছেন ‘যদি এমন মনে বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশেরও মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্যই লিখিবেন’। সাহিত্য রচনা তাগিদে বিদ্যাসাগর গদ্য সাহিত্য রচনা হাত দিয়েছিলেন এমন কথা বলা যায় না তবুও তার সৃজনশীলতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ওয়াজ করেছে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সৃষ্টিতে পবিত্র হয়েছেন সৃষ্টির সচেতন ভাবনা থেকে। বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারক হয়েও সাহিত্যিক অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক হয়েও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা নায়ক। একথা বলতে দ্বিধা নেই বয়সের দিক থেকে আঠারো বছরের ছোট ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলনা মূলকভাবে পোশাক পরিচ্ছদে তিনি অনেক আধুনিক ছিলেন, কিন্তু যিনি বিদ্যাসাগরের থেকে কিছুটা হলেও অপেক্ষাকৃত বেশি রক্ষণশীল ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্মের অবদান সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন হলো-- বিদ্যাসাগর একজন অনুবাদক ও প্রাইমার মেকার। বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই বেঙ্গলি লিটারেচার প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছিলেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকার ১২৭৯ সংখ্যায় বিদ্যাসাগর অনূদিত উত্তর চরিত্রের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ‘ আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পন্ডিত এবং লোক হিতৈষী বলিয়া মান্য করি। কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না। যাহা হউক তা নয় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইটুক সমালোচনার নিঃসরণ অস্মদেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞ অভাবের চিহ্ন স্বরূপ’।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলনকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নায়িকাকে দিয়ে তিনি বলিয়েছেন ‘বিদ্যাসাগর যদি পন্ডিত হন তবে মূর্খ কে? এখানেই শেষ নয় তিনি সাম্যগ্রন্থে লিখেছেন ‘অতএব বিধবা বিবাহে অধিকারিনী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এদেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয় বা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে কিয়া স্বীকার করেন তারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। তাহার কারণ সমাজের ভয়। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন যে স্ত্রী সাধ্বী পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়া ছিল সে কখনোই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না। যে জাতি গণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্ট স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করেন না।’বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন ‘ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাজ ইংরেজি হইতে, বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয় কুমার দত্তের ইংরেজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী ও অনুবর্ত্তী। বাঙালি লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভান্ডার আপনাদের অধিকারে অনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলকেই ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভান্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইয়ার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই।’বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করে বলেন’বহুবিবাহ এদেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন পরিবার চেষ্টা করিয়াছেন বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে’। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমালোচনা করে আরো বলেন ‘বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভদ্র সমাজে বিচার চলিতে পারে না। ভদ্র লেখকে বিদ্যাসাগরকে বিদ্যাসাগরকে বলিতে পারেন, আপনার শহীদ বিচারের প্রবৃত্ত হইবে না যিনি ভদ্রলোকের ব্যবহার্য ভাষা ব্যবহার না করিয়া কটুক্তি করেন তার শহীদ বিচার করিতে ঘৃণা করি।’এইসব মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে আবার বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেছেন। যেমন হালিশহর পত্রিকা লিখেছে ‘ঈশ্বর চন্দ্রতে দিতে কলঙ্কের রেখা/সেদিন সহরে আসি দিয়াছিল দেখা’। প্যারী কবিরত্ন ছড়া বেঁধেছেন ‘বঙ্গদর্শনের দর্শন শক্তি চমৎকার/এ দোষ দর্শনের রস হয় না কা’র।’সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একসময় বলেছেন--বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাতটা গোঁড়ায় খারাপ করে গেছেন। সীতার বনবাস কে ব্যঙ্গ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন---কান্নার জোলাপ।

১৮৯২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিবাহ বিষয়ে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করেন। সেখানে বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন’বহু বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্ম মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাহার আর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় কর্তব্যনুরোধে তাহার গ্রন্থ যে রূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম এখন আর তাহা পারা যায় না। কেননা এখন তাহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাহার কোন ত্রুটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সুমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অতএব যেটুকু তার গ্রন্থের সমালোচনা এবং যাহা উল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি।.... অতএব স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বিলোপ করিতে পারিলাম না।’বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনদিন আক্রমণ করেছেন এই দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এর দৌহিত্র সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি সাহিত্য মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম চন্দ্রের মধ্যে মানসিক বিরোধ থাকলেও ব্যক্তিগত কোনও আক্রমণ করতে দেখা যায়নি। দুই মহাপুরুষ মহান।

দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা, পূর্বস্থলী ও নাদনঘাটের পুজো কমিটিগুলিকে চেক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ১২ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। পুজো সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের তরফে একদিকে যেমন পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, তেমনই প্রশাসনিক নির্দেশিকা মেনে পুজো পরিচালনার জন্যও দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ। সেইমতো পূর্বস্থলী থানা ও নাদনঘাট থানা এলাকার দুর্গোৎসব কমিটিগুলির হাতে চেক তুলে দেওয়া হল প্রশাসনের উদ্যোগে। পূর্বস্থলী থানা এলাকার দুর্গোৎসব কমিটিগুলিকে চেক বিতরণের জন্য একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয় পূর্বস্থলী থানার পক্ষ থেকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, এসডিপিও সুমন দাস, পূর্বস্থলী থানার আইসি সুপ্রিয় রঞ্জন মাঝি-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন মোট ২৫০টি পুজো কমিটির হাতে এক লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, এই ২৫০টি পুজো কমিটির জন্য মোট ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। চেক বিতরণ কর্মসূচির পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলিকে প্রশাসনিক নির্দেশিকা মেনে দুর্গাপুজো পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হয়। পুজোর দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনের নির্ধারিত নিয়মকানুন মেনে পুজোর আয়োজন করার বিষয়ে কমিটিগুলিকে সচেতন করা হয়। পুজোকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেই বিষয়েও সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, নাদনঘাট থানা এলাকার দুর্গোৎসব কমিটিগুলির হাতেও চেক তুলে দেওয়া হয়। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নজরুল মঞ্চে এই চেক বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুজো কমিটিগুলির হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পাশাপাশি প্রশাসনিক নিয়ম মেনে উৎসব পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এই দুই কর্মসূচিতেই। পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার বার্তাও দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে, দুর্গাপুজোর আগে পূর্বস্থলী ও নাদনঘাট থানা এলাকার পুজো কমিটিগুলির হাতে চেক বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের প্রস্তুতিতে প্রশাসনিক তৎপরতা আরও বাড়ল। এখন প্রশাসনিক নির্দেশিকা মেনে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করাই সংশ্লিষ্ট সকলের লক্ষ্য।

সেনায় চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ‘সেনা আধিকারিক’

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১২ অক্টোবর ঃ কলকাতা আর্মি ইন্টেলিজেন্সের গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদ পুলিশের বড়সড় অভিযান। ভুয়ো সেনা আধিকারিক পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক যুবক। ধৃতের নাম তরুণ দাস। তার বাড়ি সাগরদিঘি থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত নিজেকে বেশ কিছুদিন ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের আধিকারিক বলে পরিচয় দিতেন। ওই যুবকের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ সেনাবাহিনীর পোশাক পরে ও ভুয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতেন তিনি। এমনকী, সেনাবাহিনীতে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগও উঠেছে ওই ভুয়ো অফিসারের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি গাড়ি। ওই গাড়ির গায়ে ভারত সরকার স্টিকার লাগানো ছিল। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে তিনটি ওয়াকিটকি, একাধিক মোবাইল ফোন, ভুয়ো পরিচয়পত্র, কিছু সন্দেহজনক নথিপত্র, নগদ টাকা এবং আরও বেশ কিছু সামগ্রী। সূত্রের খবর, বেশ কয়েক দিন ধরেই অভিযুক্তের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল কলকাতা আর্মি ইন্টেলিজেন্স বিভাগের অফিসাররা। এরপর মুর্শিদাবাদের একটি চেকপোস্টে তল্লাশির সময় তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সূত্রের খবর সেনাবাহিনী প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে, বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ই সেনাবাহিনীর পোশাক পরে নিতেন অভিযুক্ত। নিজেকে প্রকৃত সেনা আধিকারিক হিসেবে তুলে ধরাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তবে এই প্রতারণার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, কতজন ওই যুবকের প্রতারণার শিকার হয়েছেন এবং উদ্ধার হওয়া নথিপত্রের ব্যবহার কী কাজে হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দিঘায় টানা ছ’দিন বন্ধ থাকবে সমুদ্র সৈকতের সমস্ত দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১২ অক্টোবর ঃ আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জমকালো আয়োজনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পর্যটন কেন্দ্র দিঘায় এক কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দিঘার সমুদ্র সৈকত চত্বরের সমস্ত দোকানপাট টানা ছ’দিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আগামী ১১ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত সৈকত সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে। মূলতঃ এই সময়ে পর্যটক ও অতিথিদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির চত্বর ও তার আশপাশের এলাকায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে উসবের প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। আগামী ১৪ ও ১৫ অক্টোবর দিঘায় ‘মা-র আগমনে, আনন্দ দিঘায়’ শীর্ষক এক বর্ণাঢ্য ও দু’দিনের বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই জমকালো অনুষ্ঠানকে ঘিরে দিঘা প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে পুরো সৈকত চত্বর এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রঙিন আলো, সুদৃশ্য মূর্তি, ব্যানার ও হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এই রাজ্যস্তরের বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। দিঘার জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার জানিয়েছেন যে, এই অনুষ্ঠান চলাকালীন দিঘায় আগত পর্যটক ও ভিআইপি অতিথিদের সার্বিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক ও কঠোর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। পর্যটন ম্যাপের বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশি টহলদারি এবং নজরদারি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও, সাধারণ মানুষের ভিড় সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছে। তবে সৈকত চত্বরে টানা ছ’দিন দোকানপাট বন্ধ রাখার এই নির্দেশিকার ফলে চরম দুশ্চিন্তা ও সংকটের মুখে পড়েছেন স্থানীয় ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। সোমবার সমুদ্র সৈকত চত্বরে হকার ও প্রসাধন ব্যবসায়ী -এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আক্ষেপের সুরে জানান যে, এই দোকানটিই তাঁর পরিবারের একমাত্র জীবিকা ও আয়ের উৎস। দুর্গাপূজার মতো প্রধান মরসুমে টানা ছ’দিন দোকান বন্ধ থাকলে তাঁদের চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে এবং সংসার চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তবে প্রশাসনের নির্দেশ ও সার্বিক জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে কিছুটা বাধ্য হয়েই তাঁদের এই বড় ক্ষতি মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে বলে তিনি জানান।

যানজট রুখতে বর্ধমানের বিসি রোডে মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র

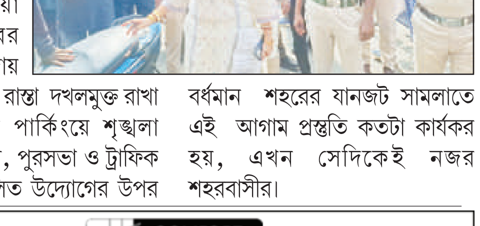

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর আগে বর্ধমান শহরে যানজট নিয়ন্ত্রণ, ফুটপাত দখলমুক্ত রাখা এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত সুগম করতে বিসি রোড পরিদর্শন করলেন রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী তথা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। সোমবারের এই পরিদর্শনে তার সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক, ট্রাফিক পুলিশ ও বর্ধমান পুরসভার প্রতিনিধিরা। পুজোর সময় শহরে ভিড় ও যানবাহনের চাপ বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে রাস্তার উপর যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং, ফুটপাত ও রাস্তার একাংশ দখল করে ব্যবসা এবং বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন মন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিকের উপ-পুলিশ অধীক্ষক সুজিত কুমার ভট্টাচার্য, ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জি, পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার জয় রঞ্জন এবং আধিকারিক তাপস কুমার মাকর। মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, রাস্তার যেখানে-সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে রাস্তায় যাতায়াত করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। যত্রতত্র সাইকেল ও বাইক পার্কিংয়ের সমস্যা মেটাতে নির্দিষ্ট পার্কিং জোন তৈরি করা হচ্ছে। সকলকে সেই পার্কিং জোন ব্যবহার করার আবেদন জানানো হয়েছে। নির্দেশ অমান্য করে রাস্তার উপর গাড়ি রাখলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি। রাস্তার উপর ফল ও সবজির দোকান বসিয়ে পথচারীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি না করার জন্য বিক্রেতাদেরও অনুরোধ জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি, শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিকাশি নালার বেহাল অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দ্রুত সংস্কারের উপর জোর দেন তিনি। পুজোর সময় বৃষ্টি হলে যাতে জল জমে যান চলাচল ব্যাহত না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি রাস্তা দখলমুক্ত রাখা এবং যানবাহন পার্কিংয়ে শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রশাসন, পুরসভা ও ট্রাফিক পুলিশের সম্মিলিত উদ্যোগের উপর গুরুত্ব দেন মন্ত্রী। পুজোর মরসুমে বর্ধমান শহরের যানজট সামলাতে এই আগাম প্রস্তুতি কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই নজর শহরবাসীর।

COMFORT FINCAP

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441

Registered Office: 22, Camac Street, Block ‘B’, Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: A-301, Hetal Arch, Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09;
Email: info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

NOTICE is hereby given to the shareholders of the Company that pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company has re-opened special window from for a period of one year **from February 05, 2026, to February 04, 2027** for re-lodgment of transfer request.

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for Transfer before 1st April, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (it is fresh relodgement)	Yes	Yes
	Yes (it was rejected/ returned earlier)	Yes	Yes
	Yes	No	No
	No	No	No

Cases not covered under this window:

- Cases involving disputes between transferor and transferee
- Securities which has been transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Note: During this special window, all the transfer requests shall be processed only in dematerialized form.

Eligible investors are requested to submit/ re-submit their transfer requests along with complete and valid documents within the aforesaid period to the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company i.e., Bigshare Services Private Limited, Email ID: investor@bigshareonline.com.

The aforesaid SEBI Circulars is also available on Company's website www.comfortfincap.com.

Relevant shareholders are encouraged to avail themselves of this one-time opportunity within the stipulated window.

For Comfort Fincap Limited
Sd/-
Nirmala Kanjar
Director
DIN: 11457740

Date: October 13, 2026
Place: Mumbai

খুদেদের সঙ্গে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিল বালুরঘাটের বনেদি বাঙালি রেস্টুরেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১২ অক্টোবর ঃ শরতের উৎসব মানেই

নতুন জামা প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরা আর প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। সেই আনন্দের ভাগ যাতে ছোটদের কাছেও পৌঁছায়, সেই ভাবনা থেকেই পুজোর আগে বিশেষ উদ্যোগ নিল বালুরঘাটের মঙ্গলপুরের বনেদি বাঙালি রেস্টুরেন্ট। সোমবার দুপুরে শহরের বিভিন্ন এলাকার সর্বশিক্ষা কেন্দ্রের ৩০ জন শিশুকে নিয়ে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। শুধু খাবার পরিবেশন নয় খুদেদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়া এবং তাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর মধ্য দিয়েই উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন রেস্টুরেন্টের উদ্যোক্তারা। পুজোর মুখে এমন আয়োজনে শিশুদের মধ্যে তৈরি হয় খুশির আবহ। উৎসবের দিনগুলিতে আনন্দের পরিসর যেন কেবল নিজের পরিবার বা পরিচিতদের মধ্যে আটকে না থাকে, সেই বার্তাই উঠে আসে এই উদ্যোগে। উদ্যোক্তাদের কথায় পুজোর আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ভাবনা থেকেই এই আয়োজন। ছোটদের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাদের সঙ্গে উৎসবের মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

আমি, লতিকা মণ্ডল, সুজয় লোহার-এর নিকট থেকে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং I-12671/ 2025 মূলে মৌজা-শ্যামবাটি, জে.এল. নং-৬৭, এল.আর. প্লট নং-১০৮, এল.আর. খতিয়ান নং-৪৩৯ ও ৪৪০, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গস্থিত আনুমানিক ১.৬৫ ডেসিমেল জমি ক্রয় করেছি। সুজয় লোহার উক্ত জমি ইন্দিরা রায়ের নিকট থেকে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং I-02552/ 2025 মূলে ক্রয় করেন। ইন্দিরা রায়, রুস্তম রায়ের আমমোক্তার হিসেবে, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দলিল নং IV-943, 23.2.2005 এর ভিত্তিতে উক্ত বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন।

উক্ত জমির নামজারির জন্য ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (BLLRO), বোলপুর-এর নিকট আবেদন করার প্রস্তাব রয়েছে। উক্ত নামজারি সম্পর্কে কারও কোনও আইনসঙ্গত আপত্তি বা দাবি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে প্রাসঙ্গিক নথিপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করবেন এবং তার একটি অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারিণীকে প্রদান করবেন। অন্যথায়, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করা হবে।

স্বাক্ষরঃ লতিকা মণ্ডল

ঠিকানাঃ ফুলবাগান, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

যোগাযোগ - ব্লক ভূমিও ভূমি সংস্কার অধিকারিক (BLLRO)
Bolpur Schoolbagan
Pin-731235

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN : L70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, the 16th day of October, 2026 at 11:00 A.M.** to take on record the Audited Financial Results for the 2nd quarter ended on 30th September, 2026 at its Registered Office.

By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Director
DIN: 00612517

Place : Kolkata
Date :13.10.2026

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল এমডি ফারুক আলম ও শামা খাতুন, প্রায় ০.০১১৮ একর ০.০১১৯ একর (মোট এলাকা-০.০২৩৭ একর) পরিমাপের একটি জমি ক্রয় করেছেন। শ্রীকান্ত মাল, গোলক মাল, বিভা বাগ ও অন্যান্যদের একটি জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে, অন্যান্যরা শেখ- মাসুদ আলী, পিতা- শেখ মান্নাফ আলী-কে অ্যাটর্নি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। দলিল নং-০৫১৩০০৫৭৮, তারিখ- ২২.০১.২০২১, ডি.এস.আর.২, হাওড়া। এখন আমার মক্কেল ৯২৫৬ /২০২৬, ৯২৫৮/ ২০২৬, ৯২৫৯/ ২০২৬, ৯২৬০/২০২৬, ৯২৬২/২০২৬, এবং ৯২৬৩/ ২০২৬ নং মিউটেশন মামলা দায়ের করেছেন (মৌজা উনসানি, জেএল- ১১০, এলআর দাগ ৪৩৩৬, এলআর কেএইচ-২৫২৩) বিএলএন্ডএলআরও বালি জাগাছা ব্লক, ২২৯ জি.টি রোড বালি হাওড়া-এর সামনে। যদি কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, তাহলে তারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বিএলএন্ডএলআরও-এর সামনে হাজির হতে পারেন।

Date: 12.10.2026

Sudipta Bhowmick
(Advocate)

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার দাতা - ১) শমিত বিষয়ী, পিতা- স্বর্গীয় জগবন্ধু বিষয়ী,
২) সুদীপ বিষয়ী, পিতা- স্বর্গীয় জগবন্ধু বিষয়ী, সাং- অরবিন্দ পল্লী রাইস মিল পাড়া, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৬।
৩) পাপিয়া দাস, স্বামী- গোপাল দাস, **৪) সমিতা বিষয়ী,** স্বামী -স্বর্গীয় পঞ্চানন বিষয়ী, সাং- বিষয়ী পাড়া, মেমারী পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১৪৬। হিন্দু, পেশা- ব্যবসা, সাং- অরবিন্দ পল্লী রাইস মিল পাড়া, পোঃ ও থানা- মেমারী, পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৬।

আমমোক্তার গ্রহীতা - ১) অরুনপতি সাহা, পিতা- স্বর্গীয় ভূতনাথ সাহা, সাকিম দক্ষিন রাধাকান্তপুর, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান, ৭ ১৩১৪৬। **২) দ্বিজেন মজুমদার,** পিতা- স্বর্গীয় দেবেন মজুমদার, সাকিম মেমারী কাশীয়ারা, মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১৪৬।

সম্পত্তির বিবরন- জেলা- পূর্ববর্ধমান, থানা- মেমারী, মেমারী পৌরসভার অর্ন্তগত মৌজা মেমারী, জে. এল. নং ১৫২, এল, আর খতিয়ান নং ৭০৫, ৩৯০১ ও ৩৯০২, এল আর দাগ নং ১৬১৫, শ্রেনী শালি, পরিমান ৬.৭৮৯৭ শতক।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **দেবযানী পাত্র,** স্বামী -**দীপু দাস,** মেমারী দুলেপাড়া, মেমারী, পূর্ববর্ধমান, ৭১৩১৪৬, উপরিউক্ত সম্পত্তি উপরিউক্ত আমমোক্তার দাতার পক্ষে মেমারী সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বহির নং ১, ২০২৫ সালের ০২১০০১৫৫৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপরিউক্ত আমমোক্তার গ্রহীতাগনের নিকট হইতে মেমারী সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বহির নং ১, ২০২৫ সালের ০২১০০২৯৫৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন। উপরিউক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর লইয়া কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা ১৫ দিনের মধ্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করিবেন।

ধন্যবাদান্তে

MOHESH GHOSH
ADVOCATE
Burdwan District Judge’s Court
En. No.-F/232/160/2015

IIFL FINANCE

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604 • টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654
• টোল-ফ্রি: 1860-267-3000 • ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **21.10.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, মিরডে হাউস, সেন্ট জনস অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পোস্ট অফিস-আরগোরি, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-711302**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ-GL41161788, GL41168956, GL41177954, GL41184924, GL41202396, GL41221614, GL41393983, GL41401119, GL41429019, GL41436523, GL41469688, GL41469725, GL41486248, GL41491613, GL41503587, GL41530094, GL41553204, GL41563692, GL41563850, GL41566151, GL41593866, GL41654122, GL41667000, GL41722731, GL41725023, GL41748748, GL41802241, GL41805284, GL41814049, GL41834352, GL41839065, GL41864299, GL41879301, GL41881754, GL41883091, GL41894419, GL41908104, GL41970118, GL41984354, GL42029705, GL42033549, GL42037398, GL42039479, GL42040314, GL42066664, GL42067244, GL42075897, GL42077379, GL42079885, GL42092366, GL42097651, GL42116741, GL42121544, GL42122156, GL42122222, GL42136292, GL42151762, GL42159276, GL42247114, GL42256022, GL42259600, GL42265288, GL42272930, GL42338803, GL42341433, GL42380948, GL42381690, GL42383101, GL42385435, GL42387025, GL42387058, GL42400123, GL42411343, GL42417381, GL42418448, GL42443511, GL42449024, GL42449265, GL42453006, GL42462217, GL42470578, GL42479029, GL42483739, GL42487193, GL42498770, GL42501329, GL42505686, GL42521549, GL42534393, GL42545026, GL42552182, GL42568062, GL42569904, GL42579887, GL42588093, GL42588425, GL42599614, GL42731517, GL42732356, GL42732610, GL42834276, GL42843157, GL42858237, GL42858993, GL42859219, GL42867618, GL42951166, GL42975771, GL42975821, GL42997050, GL43018333, GL43059240, GL43096155, GL43097551, GL43119745, GL43129894, GL43130067, GL43188030, GL43210187, GL43210650, GL43210932, GL43220368, GL43227766, GL43261908, GL43338388, GL43379582, GL43496752, GL43544943, GL43548281, GL43583223, GL43590591, GL43608367, GL43612611, GL43648392, GL43681707, GL43681994, GL43708075, GL43715850, GL43738721, GL43740552, GL43748530, GL43773777, GL43779243, GL43820741, GL43827743, GL43839231, GL43866029, GL43874775, GL43969018, GL43974754, GL44016914, GL44049418, GL44049672, GL44150872, GL44211530, GL44212352, GL44227381, GL44239040, GL44242053, GL44242186, GL44250295, GL44250943, GL44273315, GL44297266, GL44300470, GL44318134, GL44319361, GL44322917, GL44338089, GL44444883, GL44449328, GL44455033, GL44472911, GL44477591, GL44537655, GL44553939, GL44565429, GL44578136, GL44626731, GL44635656, GL44642260, GL44654159, GL44699200, GL44731608, GL44748678, GL44770912, GL44782395, GL44813274, GL44819246, GL44826649, GL44827635, GL44840827, GL44841029, GL44841207, GL44869604, GL44936305, GL44966760, GL45034716, GL45037634, GL45038226, GL45076878, GL45079139, GL45085600, GL45116035, GL45119498, GL45125585, GL45125698, GL45125712, GL45139964, GL45157158, GL45157510, GL45235203, GL45272984, GL45353534, GL45364981, GL45418262, GL45447839, GL45463181, GL45463948, GL45472826, GL45473531, GL45475554, GL45478206, GL45480750, GL45480807, GL45555307, GL45566009, GL45573526, GL45580460, GL45587066, GL45587385, GL45589367, GL45598412, GL45617579, GL45654821, GL45659245, GL45719354, GL45737659, GL45748866, GL45842597, GL45842683, GL45846563, GL45860156, GL45860337, GL45873723, GL45873843, GL45885293, GL45891565, GL45905642, GL45912245, GL45912712, GL45924961, GL45966107, GL45978688, GL45999870, GL46015174, GL46018746, GL46029395, GL46034598, GL46042996, GL46047080, GL46065638, GL46068554, GL46084400, GL46122738, GL46164794, GL46181595, GL46190262, GL46261374, GL46265102, GL46293264, GL46297716, GL46320346, GL46335053, GL46355588, GL46377380, GL46398266, GL46457153, GL46492288, GL46515308, GL46519652, GL46519694, GL46577762, GL46578173, GL46588237, GL46602774, GL46604322, GL46615000, GL46627243, GL46648676, GL46660890, GL46667533, GL46676775, GL46687172, GL46687430, GL46687758, GL46710239, GL46732153, GL46753712, GL46794901, GL46820654, GL46825644, GL46882757, GL46883915, GL46885296, GL46907485, GL46948903, GL46966028, GL46981358, GL46989914, GL47001632, GL47001670, GL47008927, GL47009245, GL47015942, GL47020500, GL47023380, GL47093702, GL47109637, GL47111479, GL47154470, GL47205856, GL47230445, GL47230572, GL47249337, GL47260328, GL47270018, GL47281771, GL47292452, GL47292715, GL47293148, GL47293334, GL47308237, GL47346649, GL47355480, GL47374558, GL47374636, GL47379082, GL47408822, GL47431840, GL47438484, GL47528878, GL47529799, GL47530186, GL47530360, GL47536664, GL47608689, GL47675286, GL47737005, GL47893163, GL47893310, GL47895409, GL47924797, GL47936561, GL47939191, GL47947907, GL47985323, GL47992904, GL48003422, GL48012704, GL48013691, GL48014851, GL48019927, GL48032066, GL48035022, GL48110395, GL48111201, GL48111296, GL48117207, GL48160904, GL48162711, GL48166881, GL48168670, GL48169512, GL48186414, GL48204441, GL48204820, GL48205116, GL48217463, GL48253062, GL48266481, GL48284982, GL48286265, GL48293327, GL48316548, GL48317923, GL48328565, GL48328714, GL48365649, GL48381038, GL48389054, GL48438093, GL48446565, GL48496718, GL48533837, GL48658504, GL48721815, GL48722280, GL48751544, GL48936678, GL48942259, GL48956288, GL48963533, GL48975950, GL48977527, GL49008021, GL49062736, GL49088459, GL49117832, GL49121087, GL49122647, GL49130455, GL49132399, GL49142709, GL49143677, GL49219051, GL49271514, GL49387181, GL49398318, GL49399628, GL49427038, GL49449990, GL49450982, GL49454044, GL49456492, GL49457008, GL49472610, GL49474460, GL49488875, GL49535235, GL49627062, GL49675926, GL49683470, GL49701301, GL49842744, GL49843832, GL49891784, GL50151817, GL50177346, GL50184570, GL50194005, GL50208003, GL50212425, GL50395449, GL50418764, GL50456895, GL50458523, GL50458828, GL50515348, GL50544022, GL50544431, GL50545839, GL50685577, GL50864932, GL50877879, GL50994126, GL51654525, GL51780678, GL35442179, GL35466243, GL35601853, GL35707291, GL35732741, GL35986720, GL36029203, GL36159423, GL36163001, GL37567360, GL37633646, GL37893446, GL37893879, GL37922679, GL37939964, GL37990876, GL38033245, GL38067384, GL38250337, GL38306944, GL38325303, GL38404337, GL38542963, GL38557562, GL38571130, GL38807102, GL38876816, GL38885988, GL38886435, GL38954510, GL39090555, GL39123343, GL39175283, GL39277028, GL39544962, GL39600051, GL39621648, GL39653200, GL39762179, GL39989219, GL40005197, GL40228650, GL40229172, GL40296214, GL40307387, GL40324113, GL40367408, GL40375442, GL40391958, GL40415916, GL40508244, GL40529101, GL40542418, GL40572518, GL40580698, GL40716172, GL40795636, GL40844123, GL40882042, GL40906412, GL40959813, GL40977834, GL41012108, GL41062949, GL41074860, GL41201579, GL41205587, GL41295868, GL41305565, GL41345702, GL41363146, GL41513711, GL41514911, GL41532934, GL41614266, GL41665676, GL41676026, GL41696429, GL41701129, GL41708993, GL41737088, GL41742791, GL41787221, GL41830373, GL41843308, GL41871421, GL41872821, GL41952009, GL41968418, GL41991842, GL42057566, GL42073985, GL42074880, GL42077830, GL42130710, GL42154617, GL42163432, GL42164621, GL42168298, GL42174478, GL42178610, GL42181169, GL42183646, GL42185259, GL42186289, GL42192483, GL42193122, GL42193303, GL42206596, GL42221505, GL42232900, GL42232932, GL42233016, GL42271258, GL42283325, GL42320915, GL42374158, GL42375182, GL42385586, GL42398972, GL42401399, GL42403733, GL42412517, GL42415811, GL42428533, GL42452686, GL42468829, GL42506000, GL42506849, GL42515295, GL42534892, GL42543007, GL42557896, GL42564524, GL42577204, GL42586534, GL42702057, GL42719981, GL42789153, GL42789211, GL42848604, GL42935680, GL42936738, GL42989420, GL43044561, GL43073682, GL43087754, GL43113020, GL43133434, GL43133718, GL43142069, GL43143581, GL43144533, GL43157467, GL43159059, GL43183407, GL43209761, GL43358430, GL43374479, GL43451850, GL43452589, GL43455004, GL43458454, GL43474082, GL43477471, GL43477646, GL43528215, GL43537818, GL43577978, GL43681243, GL43681699, GL43708360, GL43710469, GL43727807, GL43754182, GL43824060, GL43825774, GL43827498, GL43862385, GL43864138, GL43878448, GL43884166, GL43885122, GL43917712, GL43918522, GL43949819, GL43953521, GL43987628, GL44027665, GL44107771, GL44109275, GL44122630, GL44123594, GL44124411, GL44454609, GL44459569, GL44480833, GL44558203, GL44579735, GL44581633, GL44609476, GL44727695, GL44736748, GL44748499, GL44750670, GL44758205, GL44770656, GL44864096, GL44864670, GL44875103, GL44941140, GL44957445, GL44983354, GL44983901, GL45004160, GL45012485, GL45012516, GL45026502, GL45063977, GL45065316, GL45066097, GL45066203, GL45085369, GL45085820, GL45111287, GL45113491, GL45117851, GL45203068, GL45226943, GL45236273, GL45258963, GL45268269, GL45302684, GL45439186, GL45444377, GL45446309, GL45446805, GL45447709, GL45448372, GL45448866, GL45450545, GL45505258, GL45518170, GL45573789, GL45580256, GL45597478, GL45638644, GL45696820, GL45752371, GL45769460, GL45794394, GL45849488, GL45890929, GL45903444, GL45909747, GL45928552, GL45947196, GL45948425, GL45948791, GL45949077, GL45953095, GL45960538, GL46000779, GL46008701, GL46031365, GL46106649, GL46111574, GL46124312, GL46158128, GL46177585, GL46177908, GL46194055, GL46241574, GL46242734, GL46246768, GL46275025, GL46286416, GL46309990, GL46347627, GL46387293, GL46440060, GL46502028, GL46519605, GL46628890, GL46629479, GL46636849, GL46677879, GL46678044, GL46695248, GL46778867, GL46781884, GL46814535, GL46848927, GL46902219, GL46970417, GL46986378, GL46998457, GL47009710, GL47027060, GL47032141, GL47039091, GL47044262, GL47045577, GL47056091, GL47056559, GL47066754, GL47092202, GL47092848, GL47103061, GL47104253, GL47247295, GL47380489, GL47414233, GL47419106, GL47419554, GL47427812, GL47430109, GL47431428, GL47433757, GL47472072, GL47514033, GL47595060, GL47595304, GL47881264, GL47910760, GL47913482, GL47964810, GL47985464, GL47988017, GL48003499, GL48004627, GL48007700, GL48018077, GL48024694, GL48027822, GL48028816, GL48036349, GL48050349, GL48078175, GL48098225, GL48225646, GL48241698, GL48267089, GL48268055, GL48270770, GL48271801, GL48273538, GL48292680, GL48293459, GL48297858, GL48308243, GL48339767, GL48358482, GL48369437, GL48369994, GL48405133, GL48437084, GL48494744, GL48495721, GL48497417, GL48640734, GL48755366, GL48786550, GL48813049, GL48924902, GL48928685, GL48929703, GL48958174, GL48962380, GL48968924, GL48972176, GL48975362, GL48981600, GL49071067, GL49088435, GL49146567, GL49147322, GL49365374, GL49388762, GL49441486, GL50074574, GL50109414, GL50515655, GL50530665, GL50656427, GL50742708, GL50765277, GL51015587, GL51132756, GL51462164, GL51463738, GL51469047, GL51565708, GL51698643, GL51766477, GL51820435, GL35323229, GL35329805, GL35391188, GL35424755, GL35450250, GL35466521, GL35470136, GL35472881, GL35477584, GL35479145, GL35493266, GL35496533, GL35510747, GL35745977, GL35832524, GL35897532, GL35905804, GL35992648, GL36083317, GL36211295, GL37485761, GL37815737, GL37906346, GL37952627, GL37970552, GL38079522, GL38101490, GL38166776, GL38196470, GL38383743, GL38442105, GL38448731, GL38460467, GL38493988, GL38543437, GL38766756, GL38877996, GL39075253, GL39215431, GL39342011, GL39367176, GL39368132, GL39372664, GL39383069, GL39866136, GL39887833, GL39908495, GL39938376, GL39960585, GL40130396, GL40151523, GL40262866, GL40410082, GL40451568, GL40475410, GL40487652, GL40571372, GL40593967, GL40620149, GL40625037, GL40646937, GL40679041, GL40748322, GL40765387, GL40816547, GL40840535, GL40891446, GL40891572, GL40957569, GL40999635, GL41000236, GL41083623, GL41091930, GL41098131, GL41119822, GL41192858, GL41196134, GL41203533, GL41206398, GL41210602, GL41217346, GL41226292, GL41312000, GL41317545, GL41325561, GL41325584, GL41331994, GL41396095, GL41397141, GL41401527, GL41411382, GL41420454, GL41437158, GL41449739, GL41451737, GL41457322, GL41464726, GL41551131, GL41591077, GL41592476, GL41625901, GL41636539, GL41637225, GL41637452, GL41637735, GL41649569, GL41708202, GL41778337, GL41778426, GL41778780, GL41779169, GL41779194, GL41779357, GL41801164, GL41801636, GL41822440, GL41826765, GL41829799, GL41898959, GL41931247, GL41931984, GL41932209, GL41932314, GL41942388, GL41958720, GL41959175, GL41959828, GL41969299, GL42004521, GL42004531, GL42004536, GL42015358, GL42022739, GL42060335, GL42103173, GL42117076, GL42143759, GL42147556, GL42156906, GL42159148, GL42201588, GL42203316, GL42207574, GL42209531, GL42220710, GL42232930, GL42268183, GL42268943, GL42269429, GL42284712, GL42297185, GL42308993, GL42334014, GL42383996, GL42400882, GL42418200, GL42459119, GL42472732, GL42478601, GL42481373, GL42481381, GL42484770, GL42514480, GL42529622, GL42535618, GL42535832, GL42539680, GL42540168, GL42540515, GL42540671, GL42541168, GL42545391, GL42573305, GL42582261, GL42688356, GL42711846, GL42728912, GL42728949, GL42736005, GL42779746, GL42789573, GL42822663, GL42825649, GL42859766, GL42915887, GL42915917, GL42926985, GL42927211, GL42941363, GL42957407, GL42957800, GL42990445, GL43047727, GL43047936, GL43048033, GL43048459, GL43048599, GL43050409, GL43087030, GL43095139, GL43096756, GL43146293, GL43174380, GL43183226, GL43186199, GL43228541, GL43232127, GL43264188, GL43320041, GL43340278, GL43368596, GL43369990, GL43379793, GL43408634, GL43444418, GL43447856, GL43447993, GL43526772, GL43564687, GL43573530, GL43574390, GL43581232, GL43585815, GL43587224, GL43649349, GL43670152, GL43685418, GL43711845, GL43724853, GL43724992, GL43750210, GL43752233, GL43762135, GL43762268, GL43762422, GL43762528, GL43832172, GL43840527, GL43860173, GL43883344, GL43912844, GL43952526, GL44072034, GL44119712, GL44145108, GL44185342, GL44199526, GL44199602, GL44233918, GL44234252, GL44234621, GL44235123, GL44239344, GL44273586, GL44289265, GL44289286, GL44297632, GL44301902, GL44303676, GL44313124, GL44316748, GL44340887, GL44342202, GL44376868, GL44392771, GL44400402, GL44430571, GL44431661, GL44443422, GL44448084, GL44473645, GL44473998, GL44476444, GL44476758, GL44476849, GL44476870, GL44476944, GL44497525, GL44525438, GL44529575, GL44532611, GL44532999, GL44553051, GL44558360, GL44558541, GL44564997, GL44588642, GL44589559, GL44590825, GL44591048, GL44592628, GL44597982, GL44611535, GL44611640, GL44657833, GL44662928, GL44668128, GL44671832, GL44672783, GL44694949, GL44695175, GL44715444, GL44715464, GL44757489, GL44783678, GL44785347, GL44787332, GL44814425, GL44815484, GL44817413, GL44866724, GL44870034, GL44870093, GL44870723, GL44872924, GL44924530, GL44962178, GL44962415, GL44962722, GL44964364, GL44983528, GL44990623, GL44993876, GL45013026, GL45048055, GL45052822, GL45053049, GL45087878, GL45109401, GL45109668, GL45117473, GL45129414, GL45181517, GL45275421, GL45288987, GL45289498, GL45305864, GL45427908, GL45446698, GL45460311, GL45463692, GL45496817, GL45497008, GL45497195, GL45497406, GL45498260, GL45548908, GL45562902, GL45566906, GL45567096, GL45567408, GL45568057, GL45581659, GL45594630, GL45647235, GL45658674, GL45681835, GL45689921, GL45696472, GL45715309, GL45721257, GL45723059, GL45726946, GL45746539, GL45771826, GL45772680, GL45789818, GL45808395, GL45832604, GL45852137, GL45852366, GL45852499, GL45852685, GL45872091, GL45875960, GL45876547, GL45929429, GL45945344, GL45959884, GL45976154, GL46010662, GL46010945, GL46015132, GL46026829, GL46030426, GL46037257, GL46039010, GL46054672, GL46088428, GL46108648, GL46108887, GL46112431, GL46147807, GL46147914, GL46147989, GL46148266, GL46165361, GL46165773, GL46178088, GL46205658, GL46206109, GL46206395, GL46207838, GL46216309, GL46220607, GL46240795, GL46240974, GL46260769, GL46264120, GL46275866, GL46276165, GL46286949, GL46304330, GL46307507, GL46320594, GL46354933, GL46356206, GL46356483, GL46361066, GL46381526, GL46387838, GL46398435, GL46407843, GL46413377, GL46414138, GL46430685, GL46447947, GL46464103, GL46464206, GL46464269, GL46464361, GL46477782, GL46496469, GL46496471, GL46529485, GL46566045, GL46570827, GL46571068, GL46590711, GL46601133, GL46607581, GL46607747, GL46609352, GL46622134, GL46660797, GL46682635, GL46683029, GL46699268, GL46699618, GL46708559, GL46726133, GL46727783, GL46729346, GL46737589, GL46755864, GL46808516, GL46812999, GL46821096, GL46825330, GL46825511, GL46825667, GL46825944, GL46848635, GL46855515, GL46879107, GL46889838, GL46889990, GL46890249, GL46951392, GL46981169, GL47012348, GL47014304, GL47018208, GL47022181, GL47022364, GL47032555, GL47033607, GL47057325, GL47058593, GL47060285, GL47076760, GL47130371, GL47130543, GL47130819, GL47131611, GL47143559, GL47208238, GL47243500, GL47253307, GL47287649, GL47314052, GL47316840, GL47320871, GL47323694, GL47324030, GL47331997, GL47333247, GL47341997, GL47342095, GL47346984, GL47417067, GL47471883, GL47589384, GL47615195, GL47621262, GL47621432, GL47621586, GL47621764, GL47625429, GL47625712, GL47800358, GL47800828, GL47801124, GL47801535, GL47801971, GL47813890, GL47816876, GL47818341, GL47833316, GL47856456, GL47887377, GL47889717, GL47889902, GL47909299, GL47920563, GL47950260, GL47977157, GL47978774, GL47987878, GL48005588, GL48017289, GL48044989, GL48047140, GL48048190, GL48049296, GL48051794, GL48066430, GL48082134, GL48090731, GL48107198, GL48116892, GL48119127, GL48119344, GL48147471, GL48147497, GL48170332, GL48175873, GL48184092, GL48186343, GL48204315, GL48204591, GL48204883, GL48209281, GL48212906, GL48254781, GL48278519, GL48278837, GL48312866, GL48323311, GL48365051, GL48365092, GL48365118, GL48365139, GL48432932, GL48432991, GL48435409, GL48442398, GL48448737, GL48486221, GL48505112, GL48583905, GL48619695, GL48713375, GL48717143, GL48751800, GL48934807, GL48939121, GL48943156, GL48963002, GL48969755, GL48974111, GL48989680, GL48992889, GL48992913, GL48994312, GL48994595, GL49029667, GL49031008, GL49032999, GL49036103, GL49037155, GL49062072, GL49064859, GL49072351, GL49072409, GL49113679, GL49113996, GL49120333, GL49137697, GL49138348, GL49145539, GL49146118, GL49169891, GL49179306, GL49186306, GL49330977, GL49330997, GL49331173, GL49331282, GL49331427, GL49346546, GL49356170, GL49383663, GL49396862, GL49463195, GL49465290, GL49594143, GL49795477, GL50246711, GL50291834, GL50352629, GL50353667, GL50418655, GL50431048, GL50463520, GL50663909, GL50674273, GL50884358, GL50930237, GL51203626, GL51328162, GL35339929, GL35424029, GL35474684, GL35712587, GL35770789, GL35927327, GL38108698, GL38128387, GL38413884, GL38606143, GL39092407, GL39094345, GL39381804, GL39633436, GL40034551, GL40345981, GL40365581, GL40429796, GL40443747, GL40785874, GL40921131, GL40996437, GL41025338, GL41100244, GL41218514, GL41266332, GL41514815, GL41613781, GL41639068, GL41794171, GL41803856, GL41864657, GL41882697, GL41911610, GL42001657, GL42015689, GL42158845, GL42208004, GL42238418, GL42238790, GL42317622, GL42345350, GL42348611, GL42448869, GL42519646, GL42528339, GL42549607, GL42685758, GL42725277, GL42843555, GL42861804, GL43002184, GL43081584, GL43089490, GL43151953, GL43177625, GL43183734, GL43281939, GL43355482, GL43464620, GL43479968, GL43515244, GL43515779, GL43654370, GL43748975, GL43771267, GL43829819, GL43830379, GL43830522, GL43952424, GL44340228, GL44350893, GL44438612, GL44456906, GL44488067, GL44492450, GL44508520, GL44511214, GL44520125, GL44628457, GL44722855, GL44884061, GL44899762, GL44909558, GL44945612, GL44956119, GL44956548, GL44957471, GL44984318, GL44991600, GL45001602, GL45042438, GL45061573, GL45120627, GL45139773, GL45216626, GL45277593, GL45281560, GL45309668, GL45340890, GL45359031, GL45380505, GL45390158, GL45398416, GL45490575, GL45498850, GL45498953, GL45545499, GL45570403, GL45600565, GL45697509, GL45718822, GL45805485, GL45828097, GL45832324, GL45856750, GL45857132, GL45959842, GL45998057, GL46071873, GL46101543, GL46127509, GL46129438, GL46150138, GL46260665, GL46335608, GL46335961, GL46378765, GL46459815, GL46568248, GL46660466, GL46680850, GL46750104, GL46768249, GL46833373, GL46837052, GL46952286, GL46953024, GL47038892, GL47055824, GL47132452, GL47135104, GL47151899, GL47184451, GL47254065, GL47258402, GL47303375, GL47313350, GL47498668, GL47616742, GL47619056, GL47769798, GL47807071, GL47903709, GL47974302, GL48003373, GL48038668, GL48056171, GL48066797, GL48116956, GL48264105, GL48333641, GL48438490, GL48438936, GL48532227, GL48635022, GL48640147, GL48687677, GL49011628, GL49053994, GL49359645, GL49426937, GL50336796, GL50348886, GL50438744, GL50515752, GL50798679, GL50799373, GL51034627, GL51567376, GL51576496, GL51596908, GL35338118, GL35383407, GL35405239, GL35428604, GL35440146, GL35444342, GL35562422, GL35697261, GL35706905, GL35707051, GL35920261, GL37370214, GL37470901, GL37968522, GL38417204, GL38505435, GL38569023, GL39030057, GL39374340, GL39628787, GL39633072, GL39656669, GL39660075, GL39773866, GL39879237, GL40079917, GL40114179, GL40280818, GL40359916, GL40415342, GL40581206, GL40685196, GL40728579, GL40747913, GL40758295, GL40772790, GL40779442, GL40907302, GL40910287, GL40930661, GL40984140, GL41018026, GL41150425, GL41157002, GL41157337, GL41175872, GL41185494, GL41297082, GL41298493, GL41308106, GL41456368, GL41456649, GL41485360, GL41608176, GL41619526, GL41643704, GL41740042, GL41750371, GL41761337, GL41825815, GL41851983, GL41852038, GL41933887, GL41940810, GL41957359, GL41960142, GL41960939, GL41996119, GL42016234, GL42099708, GL42103148, GL42127417, GL42155840, GL42164732, GL42168268, GL42178988, GL42180360, GL42180465, GL42191485, GL42210717, GL42242492, GL42263642, GL42286069, GL42299610, GL42320224, GL42362783, GL42397371, GL42413188, GL42415136, GL42424935, GL42465173, GL42470362, GL42470750, GL42493003, GL42520147, GL42539451, GL42558042, GL42561585, GL42567473, GL42581785, GL42589381, GL42589422, GL42680342, GL42727663, GL42800844, GL42804859, GL42817247, GL42910733, GL42921288, GL42923590, GL42939641, GL42947264, GL43038937, GL43041203, GL43042158, GL43042171, GL43133520, GL43133813, GL43134176, GL43145751, GL43155325, GL43156529, GL43297005, GL43303029, GL43370647, GL43398754, GL43589222, GL43591656, GL43747944, GL43862725, GL43868663, GL43985881, GL43989737, GL44020788, GL44030859, GL44031227, GL44058346, GL44061286, GL44083756, GL44107325, GL44131876, GL44186543, GL44216137, GL44226423, GL44312515, GL44350298, GL44350553, GL44395470, GL44578639, GL44585566, GL44634850, GL44840697, GL44851340, GL44852554, GL44880976, GL44943447, GL44988444, GL45000284, GL45002047, GL45004483, GL45036543, GL45045646, GL45048280, GL45067189, GL45077875, GL45082749, GL45093903, GL45131571, GL45142189, GL45144496, GL45149739, GL45154460, GL45156785, GL45166578, GL45185164, GL45280188, GL45318370, GL45331685, GL45367253, GL45369622, GL45431418, GL45451711, GL45452426, GL45468454, GL45508042, GL45509256, GL45525228, GL45582286, GL45596384, GL45618227, GL45626844, GL45718186, GL45730409, GL45747381, GL45751849, GL45753697, GL45854437, GL45856633, GL45871530, GL45878826, GL45891047, GL45900695, GL45916038, GL45932194, GL45953614, GL46006470, GL46030850, GL46043406, GL46096295, GL46116340, GL46119797, GL46122202, GL46131359, GL46151035, GL46156628, GL46174462, GL46178422, GL46182121, GL46194159, GL46198743, GL46237860, GL46241331, GL46277687, GL46284629, GL46285386, GL46290760, GL46314766, GL46344556, GL46364659, GL46366971, GL46367133, GL46425264, GL46455239, GL46498471, GL46569638, GL46569928, GL46597006, GL46600861, GL46635533, GL46768208, GL46871015, GL46906780, GL46907583, GL46911398, GL46942322, GL46949498, GL46972356, GL46987716, GL47006764, GL47007076, GL47008418, GL47023247, GL47031764, GL47075165, GL47083358, GL47113789, GL47153762, GL47162222, GL47168139, GL47186186, GL47199247, GL47333063, GL47335877, GL47514863, GL47604336, GL47726706, GL47826447, GL47829892, GL47904720, GL47904929, GL47913122, GL47921997, GL47992106, GL48040235, GL48067221, GL48110087, GL48162485, GL48163743, GL48165534, GL48256447, GL48262243, GL48267981, GL48301466, GL48331974, GL48349189, GL48349671, GL48350077, GL48352315, GL48371672, GL48391121, GL48660293, GL48749386, GL48967576, GL48997848, GL49042672, GL49072771, GL49112353, GL49152040, GL49179123, GL49240297, GL49261989, GL49451620, GL49911202, GL50167038, GL50167391, GL50231949, GL50345033, GL50583876, GL50659569, GL50761847, GL50934346, GL50955950, GL50962844, GL51248016, GL51675567, GL35464441, GL35512025, GL35743133, GL35862955, GL35879566, GL35923275, GL36068211, GL36130565, GL36798617, GL37402899, GL38313466, GL38327010, GL38756475, GL38927672, GL38989722, GL39134514, GL39152025, GL39933755, GL40192780, GL40209407, GL40250086, GL40318376, GL40324294, GL40428385, GL40464281, GL40514134, GL40834178, GL40841654, GL41175121, GL41191619, GL41252992, GL41297201, GL41372722, GL41421975, GL41422267, GL41428266, GL41468851, GL41516783, GL41538824, GL41539088, GL41611056, GL41647188, GL41653073, GL41676464, GL41677554, GL41679056, GL41738837, GL41777508, GL41786144, GL41821434, GL41823541, GL41831036, GL41832273, GL41852086, GL41875559, GL41892109, GL41909031, GL41979978, GL42054426, GL42058760, GL42080977, GL42100314, GL42186099, GL42188159, GL42238637, GL42246161, GL42262418, GL42272088, GL42292950, GL42321643, GL42350630, GL42456430, GL42456910, GL42506578, GL42542228, GL42703653, GL42738045, GL42859263, GL42859298, GL42859718, GL43198517, GL43239760, GL43255640, GL43300270, GL43302970, GL43367948, GL43458154, GL43609796, GL43707767, GL43739708, GL43741301, GL43841319, GL43867952, GL43893790, GL43906433, GL43965341, GL43966572, GL43967079, GL43968642, GL44124263, GL44125487, GL44285414, GL44295822, GL44304102, GL44313803, GL44435729, GL44435762, GL44437771, GL44546342, GL44598359, GL44608877, GL44691130, GL44799627, GL44845011, GL44873176, GL44914518, GL44935548, GL44997944, GL45008482, GL45028267, GL45073022, GL45082473, GL45190750, GL45207806, GL45220316, GL45370814, GL45402923, GL45456479, GL45611675, GL45696900, GL45702743, GL45712455, GL45722947, GL45739896, GL45753240, GL45774991, GL45785732, GL45825466, GL45831519, GL45866956, GL45879674, GL45887059, GL45887084, GL45908929, GL45998812, GL45999440, GL46012344, GL46012827, GL46014883, GL46059175, GL46069498, GL46153888, GL46297630, GL46337257, GL46355430, GL46372228, GL46435301, GL46440621, GL46465897, GL46466094, GL46501289, GL46559427, GL46568887, GL46599927, GL46625541, GL46636151, GL46664634, GL46711235, GL46853898, GL46951624, GL46985366, GL47059014, GL47059933, GL47126609, GL47185147, GL47246623, GL47416535, GL47417142, GL47488975, GL47490486, GL47523671, GL47553007, GL47592175, GL47620987, GL47658796, GL47828129, GL47880228, GL47922586, GL47953030, GL47961294, GL48009619, GL48038415, GL48064727, GL48116330, GL48117821, GL48118217, GL48179924, GL48255302, GL48320718, GL48330289, GL48373979, GL48374843, GL48457592, GL48470279, GL48541504, GL48561368, GL48591012, GL48748842, GL48922283, GL48935771, GL49107738, GL49179406, GL49258493, GL49364089, GL49413838, GL49483226, GL49680465, GL49977439, GL50117251, GL50118632, GL50156856, GL50248578, GL50436992, GL50509080, GL50511433, GL50563910, GL50586969, GL51069829, GL51154099, GL51156143, GL51196987, GL51496280.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 13.10.2026
স্থান: হাওড়া

৯ হাজার পদের বিজ্ঞপ্তি

১-র পাতার পর-তিনি যোগ করেন, ''সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে থানা চালানো যুক্তিযুক্ত নয়, সেখানে সঠিক প্রশিক্ষিত কনস্টেবলদের প্রয়োজন। তবে সিভিকদের প্রতি আমাদের কোনও বিদ্বেষ নেই, আমরা তো ইতিমধ্যেই তাঁদের বেতন ২ হাজার টাকা বাড়িয়েছি। তবে আগামী দিনে প্রতিটি নিয়োগ হবে শতভাগ স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত।'' রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ও বেতন কমিশন নিয়েও বড় বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ-

কমিশনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে

১-র পাতার পর-একটি প্রতিনিধিদলকে আদালত চত্বরে ঢোকার অনুমতি দেয়। তাঁরা প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং কথিত ভোট চুরির বিরুদ্ধে পিটিশন জমা দিতে আদালতের আইনি কাউন্টারে পৌঁছন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই প্রতিনিধিদলটিকে হাই-সিকিউরিটি জোনের বাইরে রাখা হয়, যেখানে সাধারণ নাগরিকদের মতোই পাস ছাড়া প্রবেশ করে নথিপত্র জমা দেওয়া যায়। উল্লেখ্য, 'এক্স'-এ ডেমোক্রেসি মার্চ, জাস্টিস মার্চ। চলো দিল্লি ডাক দিয়ে কনট প্লেস থেকে সুপ্রিম কোর্ট অভিমুখে যে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন রাহুল গান্ধি, তা চলাকালীনই আদালত চত্বরে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলার বৈজ্ঞানিক দিশা!

১-র পাতার পরমোকাবিলা করবে, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরি করেছেন এই দুই গবেষক। গবেষকরা বলছেন, দুজন অর্থনীতিবিদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা প্রমাণ করেছে যে, সুনির্দিষ্ট রাজস্ব নীতি এবং কার্যকর সুদের হার ও মুদ্রানীতি গ্রহণের মাধ্যমে যেকোনো বড় আকারের অর্থনৈতিক মন্দা ও মূল্যস্ফীতি সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ১৯৭০-এর দশকে বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছিল চরম তেল সঙ্কট। অশোধিত তেলের আকাশছোঁয়া দাম, দ্রুত বাড়তে থাকা বেকারত্ব এবং লাগামছাড়া আর্থিক মন্দার মুখে পুরনো মডেলগুলি পুরোপুরি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। সেই জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে হল ও উডফোর্ড এক অভিনব বিকল্প পথ আবিষ্কার করেন। তাঁরা কেবল সার্বিক উৎপাদনে সীমাবদ্ধ না থেকে, একটি দেশের সাধারণ পরিবার এবং ছোট-বড় বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি সঙ্কটকালে ঠিক কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়- তা বিশ্লেষণ করা শুরু করেন।

কোনও যোগ্য ভোটার বাদ যাবে না কমিশন

১-র পাতার পর-নথিভুক্ত করা, শুনানি প্রক্রিয়া অথবা ভোটার তালিকায় কোনও সংশোধনের ক্ষেত্রে সাহায্যের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'' তাদের স্পষ্ট বার্তা, ''আমাদের লক্ষ্য, কোনও যোগ্য ভারতীয় নাগরিকের নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে।'' বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রসঙ্গে দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বার্তা, ''দিল্লির ভোটার তালিকায় প্রায় ৩৩ লক্ষ নামের ক্ষেত্রে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' (তথ্যগত অসংগতি) অথবা 'আন-ম্যাপড' (পূর্ববর্তী ভোটার তালিকার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়নি) সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য একটি সক্রিয় প্রচার অভিযান শুরু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩৩ লক্ষের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। কোনও ব্যক্তির কোনও অভিযোগ থাকলে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'' সিকিমের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে বলা হয়েছে, ''ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, সিকিমের ৬ জন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ভোটার তালিকা থেকে যাতে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় প্রচার অভিযান শুরু করেছেন। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের ৬২৩টি বুথে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তির কোনও অভিযোগ থাকলে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানাতে পারেন। ভোটার তালিকা থেকে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যাতে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে আমরা দায়বদ্ধ।'' পুদুচেরি, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, বিহার ও মিজোরামেও এই সংক্রান্ত প্রচার অভিযান চলছে। এই সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস থেকেও এই নিয়ে বার্তা দেওয়া হয়েছে। যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যাতে বাদ না পড়ে, তা সুনিশ্চিত করাই লক্ষ্য।

বাজারে আগুন

১-র পাতার পর-(আরবিআই)। রেপো রেট বাড়লে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ নেওয়ার খরচ বাড়তে পারে, যার প্রভাব পড়ে ঋণের সুদের হারেও। ফলে মধ্যবিত্তের পকেটে ছ্যাঁকা লাগছে শুধু বাজার বা খাবারদাবারের জন্য নয়, রয়েছে আরও অনেক বিষয়ও। খাদ্যপণ্যের মধ্যে সেপ্টেম্বরে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। পেঁয়াজে মুদ্রাস্ফীতির হার আগস্টে ৪৮.৭৮ শতাংশ থেকে বেড়ে সেপ্টেম্বরে হয়েছে ১০৮.০৯ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরের তুলনায় পেঁয়াজের দামে বৃদ্ধির হার ১০০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। রসুনের ক্ষেত্রেও ছবিটা উদ্বেগজনক। আগস্টে রসুনে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৪৩.৬০ শতাংশ।

NAME CHANGE

I, Soumen Shee (Old Name) S/o Satya Shee Residing at Egaragram, Egaragram, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Soumen Shee (Old Name) to Soumendranath Shee (New Name) and henceforth I shall be known as Soumendranath Shee (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 12-10-2026. Soumendranath Shee (New Name) and Soumen Shee (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Enayatullah (Old Name) S/O–Mohammad Akimuddin Biswas residing at Vill-Chandpur , PO-Khamra , PS-Raghunathganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Enayatullah to Md Enayatullah and henceforth I shall be known as Md Enayatullah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/10/2026 . My name Md Enayatullah & Mohammad Enayatullah both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarojdebi Mundra (Old Name) W/O–Nanda Kishore Mundra residing at Jangipur Saheb Bazar , PO-Jangipur , PS-Raghunathganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Sarojdebi Mundra to Saroj Mundra and henceforth I shall be known as Saroj Mundra (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/10/2026 . My name Saroj Mundra & Sarojdebi Mundra both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kabir Hossain (Old Name) S/O–Nowsad Hossain resident of Kamalpur , Kathia , Murarai , Birbhum , West Bengal, Pin-731219 do hereby declared that I have changed my name from Kabir Hossain to Kobir Hossain and henceforth I shall be known as Kobir Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/10/2026 . My name Kobir Hossain & Kabir Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nuralam Dafader (Old Name) S/O–Nurislam Dafader residing at Dakshin Habibpur Musalmanpara , Habibpur , Ranaghat , Nadia , West Bengal 741402 do hereby declared that I have changed my name from Nuralam Dafader to Nur Alam Dafadar and henceforth I shall be known as Nur Alam Dafadar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/10/2026 . My name Nur Alam Dafadar & Nuralam Dafader both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sumitra Devi (Old Name) W/o Govind Tak Residing at 8, Becharam Choudhury Lane, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sumitra Devi (Old Name) to Seema Tak (New Name) and henceforth I shall be known as Seema Tak (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 15 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 12-10-2026. Seema Tak (New Name) and Sumitra Devi (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arif Hussain (Old Name) S/o Ahamed Hossain Residing at 2 R, Radha Gobinda Saha Lane, Circus Avenue District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Arif Hussain (Old Name) to Arif Hossain (New Name) and henceforth I shall be known as Arif Hossain (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 16 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 12-10-2026. Arif Hossain (New Name) and Arif Hussain (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shamsad Arif, Shamsad Arif Alias Shamsad Begum (Old Name) D/o Md. Yusuf W/o Arif Hossain Residing at 2 R, Radha Gobinda Saha Lane, Circus Avenue District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shamsad Arif, Shamsad Arif Alias Shamsad Begum (Old Name) to Shamsad Begum (New Name) and henceforth I shall be known as Shamsad Begum (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 14 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 12-10-2026. Shamsad Begum (New Name) and Shamsad Arif, Shamsad Arif Alias Shamsad Begum (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swapan Kumar Dey, S/O. Badal Chandra Dey, residing at Sahar Coochbehar, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar. Pin code. 736101. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1994 0926039, Wherein my and my father's name has been recorded as Swapan Kr Dey, S/O. B C Dey. That Said Swapan Kumar Dey, S/O. Badal Chandra Dey and Swapan Kr Dey, S/O. BC Dey , is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 42, Date. 12/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Mithun Hossain, S/O. Serajul Haque, residing at Sholadanga Part - 2 , Bhelakopa, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736156. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2018 1010078, Wherein my and my father's name has been recorded as Md Mithun Hosen , S/O. Md Sirajul Miya . That Said Mithun Hossain, S/O. Serajul Haque and Md Mithun Hosen,S/O. Md Sirajul Miya, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 41,Date. 12/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Amrita Kumar Barman, S/O. Shibendranath Barman, residing at Notafela, Salmara, P.S. Dinhata, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736134. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1988 0867832, Wherein my and my father's name has been recorded as Amrita Kr. Barman, S/O. Sibendra Nath Barman. That Said Amrita Kumar Barman, S/O. Shibendranath Barman and Amrita Kr Barman, S/O. Sibendra Nath Barman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 40, Date. 12/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Gautam Deb , S/O. Lt. Pramatha Nath Deb of Sukanta Sarani,99, Ward No. 05, P.S. Kotwali, P.O. & Dist .Coochbehar. That in my previous Voter Card, Wherein my father's name has been recorded as Promath Nath Deb. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2000 0867198, Wherein my father's name has been recorded as Lt. Pramath Deb. That Lt. Pramatha Nath Deb and Promath Nath Deb and Lt. Pramath Deb, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 50, Date. 09/10/26. In Tha Court Of 1st Class Judicial Magistrate, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Kuntal Saha , S/O. Nitai Ch Saha , residing at Bhanukumari, Puran Post Office Para , Vidhyasagar Para , P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736131. That my father's full, good and correct name is Nitai Ch Saha, Which is recorded in my Voter Id Card.That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2003 0860426, Wherein my father's name has been recorded as N C Saha. That Nitai Ch Saha and N C Saha, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 44, Date. 12/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Naresh Chandra Mandal , S/O. Parshwanath Mandal , residing at Charaljani Machhua Para, Shalbari, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736156. That in my Driving Licence Card Vide No.WB73 19930385072, Wherein my and my father's name has been recorded as Naresh Ch Mandal, S/O. P N Mandal. That Said Naresh Chandra Mandal, S/O. Parshwanath Mandal and Naresh Ch Mandal,S/O. P N Mandal, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 38, Date. 12/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Abjal Hossain Miah ,S/O. Hanif Miah , residing at Vill & P.O. Takagachh, P.S. Pundibari,Dist. Coochbehar, Pin Code. 736180. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1994 0859676, Wherein my and my father's name has been recorded as Abzal Hossai Miah , S/O. Hanib Miah. That Said Abjal Hossain Miah, S/O. Hanif Miah and Abzal Hossai Miah, S/O. Hanib Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 12, Date. 07/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Taju Miya ,S/O. Jahar Miya, residing at Ghughumari, Arbind Colony, Tetultala, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code.736170. That my full, good and correct name is Taju Miya, Which is recorded in my Voter Card and my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2013 0915894, Where my name has been recorded as Tachhu Miya. That Taju Miya and Tachhu Miya, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 43 , Date. 12/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, PATAL MONDAL, S/O LATE FAJAR MONDAL R/O VILL + P.O. SALIGRAM, P.S. NAKASHIPARA DIST NADIA, PIN 741154. VOTER I CARD MY NAME HAS BEEN RECORDED AS SEKH PATAL. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 6/10/2026. PATAL MONDAL AND SEKH PATAL IS THE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS PATAL MONDAL.

NAME CHANGE

I, HAJIRA MONDAL, W/O PATAL MONDAL R/O VILL + P.O. SALIGRAM, P.S. NAKASHIPARA, DIST NADIA, PIN 741154 VOTER I CARD MY NAME HAS BEEN RECORDED AS SEKH HAJIRA. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 6/10/26. HAJIRA MONDAL AND SEKH HAJIRA IS THE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS HAJIRA MONDAL.

NAME CHANGE

I , Bhupendra Chatterjee, S/O- Bijali Bikash Chattopadhyay resident of 2/14 Rocky Path, City Centre, P.O.-Durgapur-16, P.S.-Durgapur, Dist-Paschim Bardhaman, West Bengal, Pin-713216, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as BHUPENDRA CHATTOPADHYAY in all purpose vide Affidavit No.-1187 Dated 12/10/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Bhupendra Chatterjee and Bhupendra Chattopadhyay both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I , Mohammed Niymutullah, S/O-Abdur Rahaman Mallick resident of Vill- Bostepota, P.O.-Untia, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, Pin-713426, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MD NIAMOTULLAH MALLICK in all purpose vide Affidavit No.-1186 Dated 12/10/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Mohammed Niymutullah and MD Niamotullah Mallick both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Anekul Sk, S/O Sk Sakimuddin, গ্রামঃ বলাইপাড়া, পোঃ খরটি, থানা নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার মেয়ের সঠিক নাম Anisa Khatun. কিন্তু মেয়ের স্কুল সার্টিফিকেটে আমার নাম Anikul Sk এবং মেয়ের নাম Anisha Khatun করা হয়েছে। ০৯.১০.২০২৬ রামপুরহাট নোটারি পাবলিকের কোর্টের ৪২ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Anekul Sk Anikul Sk and Anisa Khatun Anisha Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Balbanti Devi D/o- Anup Das residing at 160, Aurobinda Sarani, Kolkata-700006 West Bengal, do hereby declare my father's actual name Anup Das instead of Anup Muchi and henceforth He will be known as Anup Das in all purpose vide an affidavit No. 21187 sworn before the Ld. Judicial Magistrate at 1st Class at Sealdah dated 12/10/2026. Anup Das and Anup Muchi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md. Istekharul Haque (old name) S/o- Late Mumtarul Haque residing at 34/4, Satkori Chatterjee Lane, P.O.+P.S. Howrah, Dist.-Howrah, Pin-711101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Md. Istekharul Haque to Istekharul Haque and henceforth I shall be known as Istekharul Haque (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at 1st Class at Howrah dated 29/09/2026. Md. Istekharul Haque and Istekharul Haque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SONI KUMARI (old name) D/o-Bacchan Dev Singh residing at 22, Beckbagan Row, Kolkata-700017 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SONI KUMARI to SONI KHATOON and henceforth I shall be known as SONI KHATOON(new name) in all purpose vide an affidavit No. 21186 sworn before the Ld. Judicial Magistrate at 1st Class at Sealdah dated 12/10/2026. SONI KUMARI and SONI KHATOON both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Rakhida Khatun, W/O Jiyarul Haque, গ্রামঃ তুরুকদিঘী, পোঃ নারায়ণপুর, থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার ছেলে ঙ্জর্ট্রিজ্রত্মড স্কঠ -এর জন্ম শংসাপত্রে আমার এবং স্বামীর নাম Rakhida Bibi and Jiyarul Sk লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৫.১০.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম কোর্টের ৬৪১৮ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Rakhida Khatun Rakhida Bibi and Jiyarul Haque Jiyarul Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি NUR Jahan Begum w/o Md Aminul গ্রামপোঃ সাওতা, থানা-নানুর বীরভূমের বাসিন্দা আমার Madhyamik Examination (Robindra open) সার্টিফিকেটে পিতার নাম Nazrul Islam লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার সমস্ত ডকুমেন্টে - Anisar Hossain আছে ২৪.০৩.২০২৬ তারিখ বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট প্রথম কোর্টের ৩২৯০ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Nazrul Islam and Anisar Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Mainul Hoque, S/O Late Abdul Rouf, গ্রামঃ পাইকপাড়া, পোঃপোপাড়া সাহাপুর, থানাঃ তারাপীঠ, ৭৩১২৩৩ বীরভূমের বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Mainul Hoque. কিন্তু আমার মাধ্যমিক শংসাপত্রে নাম রয়েছে Mainul Hoque, SO Abdur Rouf. ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে Maisul Hoque Abdul, S/O Abdul Abdul. আবার আধার কার্ডে আমার নাম রয়েছে Mainul Haque, SO Abdul Rauf. ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম কোর্টের ৩৯৩৮ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Mainul Hoque Maisul Hoque Abdul Mainul Haque এবং আমার বাবা Abdul Rouf Abdur Rouf Abdul Abdul Abdul Rauf এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি সুচিত্রা নস্কর স্বামী-মৃত নবমী নস্কর গ্রাম - দক্ষিণ বগনড়, পো-আলিদা, থানা-মগরাহাট, জেলা-দঃ ২৪ পরগণা এতদ্বারা ডায়মন্ড হারবার ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ৮.১০.২৬ তারিখের ১৯৬৪৭ নং এফিডেভিড দ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে-কুমার নস্কর ওরফে কুমার চন্দ্র নস্কর আমার স্বামীর ডাক নাম ছিল। মগরাহাট থানার অন্তর্গত ধামুয়া মৌজায় ৫৯৩ নং খতিয়ানে আমার স্বামীর নাম কুমার চন্দ্র নস্কর আছে এবং ৭.১০.১৯৬৭ তারিখের মগরাহাট অফিসের ৮৪৬৬ নং দলীলে তার নাম কুমার নস্কর লেখা আছে। আমার স্বামী মৃত নবমী নস্কর , কুমার নস্কর এবং কুমার চন্দ্র নস্কর একই ব্যক্তি।

I, Purnima Singh, D/o.-Kashi Singh, W/o.- Ashok Kumar, R/o.- 16/H/7 Ultadanga Road, P.O.- Shyambazar, P.S.- Burtolla, Kolkata- 700 004, my actual name has been wrongly recorded in my some documents as Purnima Devi & Pratima Devi in place of Purnima Singh, vide an Affidavit No. 3780, dt. 30.06.2026, before the E.M./J.M. at Kolkata. That, Purnima Singh & Purnima Devi & Pratima Devi all are same & one identical person.

IIFL FINANCE

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604 • টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654
• টোল-ফ্রি: 1860-267-3000 • ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **21.10.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **কলকাতা-জেএম অ্যাভিনিউ জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জে.এম অ্যাভিনিউ, নিচতলা, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআই-এর বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL41994547, GL42007069, GL42028996, GL42030120, GL42031037, GL42078578, GL42091638, GL42109025, GL42115097, GL42183584, GL42187186, GL42188494, GL42189243, GL42206010, GL42207270, GL42207485, GL42208054, GL42208629, GL42211818, GL42212186, GL42212451, GL42212568, GL42212732, GL42214819, GL42237973, GL42238038, GL42253503, GL42260786, GL42263154, GL42287755, GL42292740, GL42297379, GL42307911, GL42308004, GL42311954, GL42314552, GL42322434, GL42328002, GL42344292, GL42349911, GL42376956, GL42380679, GL42380937, GL42399984, GL42408643, GL42416742, GL42441801, GL42451941, GL42452881, GL42453974, GL42476091, GL42492822, GL42497388, GL42500134, GL42510716, GL42512047, GL42519022, GL42524958, GL42527367, GL42529977, GL42536513, GL42538173, GL42538335, GL42573543, GL42573665, GL42582543, GL42588088, GL42589406, GL42589463, GL42590116, GL42682021, GL42698542, GL42698628, GL42709725, GL42722495, GL42784259, GL42798432, GL42831514, GL42832271, GL42832501, GL42833818, GL42851998, GL42926237, GL42989948, GL43024223, GL43112347, GL43112366, GL43119002, GL43137570, GL43140063, GL43178051, GL43179276, GL43182769, GL43214711, GL43219665, GL43221809, GL43236423, GL43358155, GL43367519, GL43371779, GL43373277, GL43374442, GL43406201, GL43447088, GL43447314, GL43464497, GL43479199, GL43480197, GL43480849, GL43499642, GL43532703, GL43532953, GL43533447, GL43533539, GL43534142, GL43534218, GL43537915, GL43539960, GL43551826, GL43551893, GL43552049, GL43582028, GL43582077, GL43629761, GL43657230, GL43665840, GL43669901, GL43683689, GL43705185, GL43725297, GL43742733, GL43866929, GL43884635, GL43884724, GL43888874, GL43906936, GL43981660, GL43981668, GL43981681, GL44185803, GL44201900, GL44202889, GL44203084, GL44203315, GL44203720, GL44203980, GL44210633, GL44260352, GL44281949, GL44308169, GL44364944, GL44399045, GL44444341, GL44492681, GL44503075, GL44524018, GL44542037, GL44542515, GL44555697, GL44556750, GL44576805, GL44599796, GL44637757, GL44638105, GL44650692, GL44675535, GL44714973, GL44719566, GL44751773, GL44755165, GL44777799, GL44778171, GL44778264, GL44778554, GL44778727, GL44779021, GL44779164, GL44779466, GL44835864, GL44843463, GL44884679, GL44892096, GL44902412, GL44912018, GL44914538, GL44924641, GL44955584, GL44965567, GL45050971, GL45050999, GL45051007, GL45063133, GL45065523, GL45071209, GL45099054, GL45102489, GL45202089, GL45234048, GL45237012, GL45238513, GL45289660, GL45295385, GL45300445, GL45300727, GL45389863, GL45407830, GL45441110, GL45450624, GL45451319, GL45452093, GL45465813, GL45479454, GL45543118, GL45553790, GL45614986, GL45623990, GL45657895, GL45657912, GL45658776, GL45688259, GL45688616, GL45702720, GL45710603, GL45732848, GL45785177, GL45807424, GL45816341, GL45816639, GL45817494, GL45817858, GL45818483, GL45818924, GL45819529, GL45838273, GL45910107, GL45931394, GL45932284, GL46018056, GL46033297, GL46033735, GL46040370, GL46069622, GL46089760, GL46089838, GL46098584, GL46098701, GL46098859, GL46112254, GL46125073, GL46125616, GL46132823, GL46163643, GL46164295, GL46172554, GL46263272, GL46302862, GL46325270, GL46336390, GL46396897, GL46405833, GL46429780, GL46443883, GL46503729, GL46504469, GL46519229, GL46525876, GL46605557, GL46611440, GL46674992, GL46691283, GL46692787, GL46718771, GL46724770, GL46758360, GL46788890, GL46806726, GL46812930, GL46812990, GL46824974, GL46868339, GL46878263, GL46899304, GL46951038, GL46977421, GL46993076, GL47010466, GL47010776, GL47011053, GL47011162, GL47011213, GL47011302, GL47011628, GL47014439, GL47024712, GL47025585, GL47025610, GL47030895, GL47038028, GL47087591, GL47088798, GL47090584, GL47103063, GL47119013, GL47119390, GL47119588, GL47176931, GL47247263, GL47315074, GL47317794, GL47335321, GL47365410, GL47366747, GL47370235, GL47373542, GL47570329, GL47607937, GL47608013, GL47637171, GL47668190, GL47902878, GL47923543, GL47932146, GL47932184, GL47946163, GL47966265, GL47990882, GL48009311, GL48009430, GL48019417, GL48019499, GL48021714, GL48022602, GL48023428, GL48024500, GL48024708, GL48027972, GL48029570, GL48046455, GL48054622, GL48074488, GL48082922, GL48107517, GL48107580, GL48107597, GL48113937, GL48114937, GL48122343, GL48176773, GL48262599, GL48262616, GL48262626, GL48333731, GL48366368, GL48366426, GL48366725, GL48366907, GL48367156, GL48390237, GL48443201, GL48449541, GL48478381, GL48526300, GL48530303, GL48581180, GL48658540, GL48659035, GL48666053, GL48681200, GL48694836, GL48714461, GL48721956, GL48751756, GL48916434, GL48916555, GL48916660, GL48935688, GL48935834, GL48940869, GL48941709, GL48943954, GL48944610, GL48954867, GL48980758, GL48983710, GL48998044, GL49033720, GL49089746, GL49116352, GL49117799, GL49117859, GL49120061, GL49170057, GL49201949, GL49356492, GL49412220, GL49433379, GL49433498, GL49458553, GL49458772, GL49958405, GL50110692, GL50153381, GL50341173, GL50354033, GL50395995, GL50404313, GL50411392, GL50436104, GL50508130, GL50566427, GL50591909, GL50592907, GL50593687, GL50597321, GL50603990, GL50623258, GL50661114, GL50685440, GL50866143, GL50903370, GL51222218, GL51365957, GL34383883, GL34385178, GL35262415, GL35277062, GL35444376, GL35467987, GL35515760, GL35516915, GL35559845, GL35566342, GL35630837, GL35631680, GL35701228, GL35701742, GL35727684, GL35765630, GL35768919, GL35812828, GL35837313, GL35889593, GL35899805, GL35900218, GL35913135, GL35970290, GL35972871, GL35974205, GL36899158, GL37063537, GL37395847, GL37429368, GL37585086, GL37666503, GL37698814, GL37808476, GL37822231, GL37841150, GL37921699, GL37937411, GL37937757, GL37965471, GL37965611, GL37987658, GL38023097, GL38067267, GL38067650, GL38088019, GL38373161, GL38420352, GL38589944, GL38589988, GL38752899, GL38773532, GL38797712, GL38804767, GL38880242, GL38891591, GL38897890, GL38987502, GL38987646, GL39165094, GL39165304, GL39190816, GL39290569, GL39365801, GL39407294, GL39443637, GL39623109, GL39687943, GL39688160, GL39798411, GL39900111, GL39925113, GL40044858, GL40048936, GL40225765, GL40229542, GL40230977, GL40357770, GL40397560, GL40401245, GL40420768, GL40457872, GL40530421, GL40535871, GL40560388, GL40578140, GL40579840, GL40616730, GL40790636, GL40856850, GL40990446, GL41074979, GL41118841, GL41121633, GL41161580, GL41206237, GL41243281, GL41280114, GL41280979, GL41292339, GL41300912, GL41343797, GL41345936, GL41364492, GL41370047, GL41371789, GL41444361, GL41446161, GL41453441, GL41462174, GL41501002, GL41547809, GL41557387, GL41566252, GL41590319, GL41637727, GL41666614, GL41681050, GL41769942, GL41791155, GL41793522, GL41803315, GL41821312, GL41845924, GL41868360, GL41869356, GL41870692, GL41873840, GL41879702, GL41880239, GL41892919, GL41898633, GL41901676, GL41939606, GL41952044, GL41960550, GL41968721, GL41979760, GL41983213, GL42003961, GL42026677, GL42028870, GL42030955, GL42040112, GL42058905, GL42062562, GL42063590, GL42063850, GL42064642, GL42068718, GL42096306, GL42107053, GL42111327, GL42116500, GL42122781, GL42136734, GL42137186, GL42137387, GL42175108, GL42182274, GL42213725, GL42236746, GL42245952, GL42253464, GL42268976, GL42271342, GL42300307, GL42315574, GL42361167, GL42382240, GL42389045, GL42392651, GL42430354, GL42461639, GL42487526, GL42487898, GL42489249, GL42500716, GL42542327, GL42566423, GL42577712, GL42581704, GL42584718, GL42593134, GL42641594, GL42680726, GL42695579, GL42695803, GL42695985, GL42696452, GL42696630, GL42724174, GL42789990, GL42790912, GL42852803, GL42913931, GL42935936, GL42936621, GL43025790, GL43027015, GL43027269, GL43056239, GL43096875, GL43109964, GL43116320, GL43128709, GL43138093, GL43138300, GL43138855, GL43143145, GL43152204, GL43156343, GL43156574, GL43162123, GL43162665, GL43188362, GL43195750, GL43205969, GL43207099, GL43207607, GL43208016, GL43227104, GL43227122, GL43299744, GL43316581, GL43357866, GL43358603, GL43361919, GL43364227, GL43366628, GL43390590, GL43446697, GL43453449, GL43454806, GL43473474, GL43479442, GL43490105, GL43492543, GL43492840, GL43492916, GL43534971, GL43549803, GL43550028, GL43581512, GL43587269, GL43599074, GL43599165, GL43599262, GL43599311, GL43611292, GL43647791, GL43650571, GL43650839, GL43704075, GL43724570, GL43729166, GL43817002, GL43828328, GL43828603, GL43863279, GL43878555, GL44045047, GL44045429, GL44061849, GL44062116, GL44113392, GL44113411, GL44124137, GL44128378, GL44193533, GL44208091, GL44208270, GL44208440, GL44220926, GL44244616, GL44245282, GL44255807, GL44256530, GL44266765, GL44318680, GL44397191, GL44476403, GL44488808, GL44535283, GL44544087, GL44585723, GL44629943, GL44630344, GL44631092, GL44640479, GL44651503, GL44653822, GL44662949, GL44717517, GL44720813, GL44720965, GL44721182, GL44721353, GL44744953, GL44745660, GL44753837, GL44754111, GL44758382, GL44781662, GL44782619, GL44813679, GL44814113, GL44829680, GL44830761, GL44874164, GL44884770, GL44887457, GL44901797, GL44944313, GL44967312, GL45025797, GL45025882, GL45031172, GL45031859, GL45032056, GL45033619, GL45060239, GL45071232, GL45077785, GL45083256, GL45085546, GL45093940, GL45093950, GL45105154, GL45137622, GL45148208, GL45167853, GL45240569, GL45260292, GL45292808, GL45309809, GL45349217, GL45358633, GL45416727, GL45425609, GL45442143, GL45446905, GL45448008, GL45449157, GL45466235, GL45518319, GL45531352, GL45536749, GL45538892, GL45540582, GL45557037, GL45608947, GL45675903, GL45687978, GL45739895, GL45750451, GL45785214, GL45785400, GL45794506, GL45801340, GL45810066, GL45810601, GL45811077, GL45821285, GL45829523, GL45838229, GL45838487, GL45914687, GL45975816, GL46011807, GL46123576, GL46164047, GL46165440, GL46178528, GL46180632, GL46181184, GL46228018, GL46229112, GL46272808, GL46287084, GL46323383, GL46364483, GL46436501, GL46436658, GL46436938, GL46438245, GL46464827, GL46484245, GL46490088, GL46492096, GL46519386, GL46519448, GL46521670, GL46580967, GL46583550, GL46626305, GL46641187, GL46642684, GL46642760, GL46642828, GL46642928, GL46652056, GL46668678, GL46746761, GL46747814, GL46749117, GL46776459, GL46776536, GL46790139, GL46831103, GL46834801, GL46835340, GL46842416, GL46843124, GL46849400, GL46931490, GL46932263, GL46940505, GL47006900, GL47009906, GL47015553, GL47015742, GL47016957, GL47017438, GL47018393, GL47107343, GL47158156, GL47200149, GL47237205, GL47237422, GL47248346, GL47251620, GL47286493, GL47290862, GL47294187, GL47294415, GL47304840, GL47343003, GL47360927, GL47372506, GL47404100, GL47404422, GL47404749, GL47404896, GL47405054, GL47410440, GL47423996, GL47433747, GL47436482, GL47468308, GL47480932, GL47524383, GL47535565, GL47536458, GL47571621, GL47594675, GL47594897, GL47595118, GL47674406, GL47674803, GL47843499, GL47844532, GL47847305, GL47856095, GL47911874, GL47913035, GL47992279, GL47993201, GL48006371, GL48017457, GL48052779, GL48105271, GL48113835, GL48116232, GL48117414, GL48134634, GL48134938, GL48174110, GL48174784, GL48183136, GL48232197, GL48245189, GL48245805, GL48264720, GL48282431, GL48283357, GL48284748, GL48285132, GL48399546, GL48419939, GL48509778, GL48689398, GL48746919, GL48915445, GL48974823, GL48976620, GL48985310, GL48985991, GL48986454, GL48988740, GL49001393, GL49014855, GL49032393, GL49065914, GL49119475, GL49120198, GL49173133, GL49186156, GL49212505, GL49223818, GL49230673, GL49231005, GL49235463, GL49260693, GL49291095, GL49291381, GL49403517, GL49985342, GL50186540, GL50251166, GL50310685, GL50388562, GL50450069, GL50459509, GL50531108, GL50537143, GL50538910, GL50569266, GL50750312, GL50972483, GL51178705, GL51499698, GL35495686, GL35819806, GL36055093, GL38079896, GL38116482, GL38156752, GL38788964, GL38790833, GL38824983, GL38855402, GL38884828, GL38885364, GL38921376, GL39055142, GL39199795, GL39319001, GL39701088, GL39903195, GL40949360, GL40976604, GL41006983, GL41067590, GL41083479, GL41146262, GL41147280, GL41214121, GL41343020, GL41531527, GL41702661, GL41724752, GL41749302, GL41807862, GL41935244, GL41950155, GL42003950, GL42040029, GL42053910, GL42067109, GL42085488, GL42096241, GL42100301, GL42121172, GL42121759, GL42150527, GL42159108, GL42164466, GL42187258, GL42203142, GL42215543, GL42218695, GL42219085, GL42221115, GL42231067, GL42261306, GL42264950, GL42275213, GL42318958, GL42325128, GL42325353, GL42330989, GL42355527, GL42365664, GL42376001, GL42400829, GL42409556, GL42473859, GL42481184, GL42482772, GL42545080, GL42572868, GL42594318, GL42615709, GL42639512, GL42642614, GL42720087, GL42829836, GL42831851, GL42835505, GL42835835, GL42842285, GL42842563, GL42907427, GL42930524, GL42932779, GL42972242, GL43029602, GL43043898, GL43088536, GL43113007, GL43134147, GL43142424, GL43149113, GL43150136, GL43156861, GL43166167, GL43188636, GL43196653, GL43200227, GL43210516, GL43211668, GL43212365, GL43262165, GL43293916, GL43313628, GL43320238, GL43469526, GL43515918, GL43552390, GL43574741, GL43574800, GL43579957, GL43628439, GL43662940, GL43671534, GL43683150, GL43684554, GL43691504, GL43714243, GL43714685, GL43751822, GL43758634, GL43992069, GL43996276, GL43996874, GL43997271, GL44241199, GL44245328, GL44298885, GL44361478, GL44373324, GL44386387, GL44443511, GL44489864, GL44497659, GL44505194, GL44507547, GL44507996, GL44513686, GL44525385, GL44527167, GL44541065, GL44548011, GL44555400, GL44597525, GL44624695, GL44639761, GL44649900, GL44650494, GL44702304, GL44769748, GL44770005, GL44833102, GL44906139, GL45055010, GL45062119, GL45080689, GL45081220, GL45106518, GL45110489, GL45243459, GL45244398, GL45244685, GL45353633, GL45439223, GL45439236, GL45445534, GL45514978, GL45539312, GL45566213, GL45577042, GL45599129, GL45602276, GL45659229, GL45659904, GL45661193, GL45669567, GL45669837, GL45794356, GL45818214, GL45841365, GL45905468, GL45950974, GL45956327, GL45956346, GL45992935, GL46000481, GL46036239, GL46062874, GL46069575, GL46083537, GL46084543, GL46105406, GL46168730, GL46198802, GL46198805, GL46200626, GL46234045, GL46236670, GL46244888, GL46245230, GL46245674, GL46267027, GL46292595, GL46314658, GL46351232, GL46351814, GL46392191, GL46420533, GL46490375, GL46505664, GL46560293, GL46567990, GL46568986, GL46698350, GL46699881, GL46704814, GL46729717, GL46730017, GL46771262, GL46830984, GL46854844, GL46856843, GL46862574, GL46890953, GL46892109, GL46940469, GL47005337, GL47005497, GL47016468, GL47025558, GL47034160, GL47053227, GL47075730, GL47175216, GL47175468, GL47176593, GL47230089, GL47230680, GL47233067, GL47295724, GL47296580, GL47297195, GL47303325, GL47306150, GL47319492, GL47326876, GL47346957, GL47374516, GL47427150, GL47575551, GL47575906, GL47649429, GL47654249, GL47853844, GL47869461, GL47879043, GL47923898, GL47931509, GL47974131, GL48061689, GL48061775, GL48070547, GL48107613, GL48107773, GL48112114, GL48115280, GL48125005, GL48136561, GL48156887, GL48158536, GL48166267, GL48214585, GL48266967, GL48340424, GL48352301, GL48353805, GL48361336, GL48412142, GL48439703, GL48440404, GL48731221, GL48935769, GL48942165, GL48945041, GL48946495, GL48975703, GL48998015, GL49004563, GL49014555, GL49023468, GL49100325, GL49110276, GL49155162, GL49362403, GL49384638, GL49413005, GL49447485, GL50383367, GL50453518, GL50498491, GL50782874, GL50884168, GL50971562, GL35354015, GL35370818, GL35423038, GL35465808, GL35543461, GL35603137, GL35668625, GL35668715, GL35668835, GL35701661, GL35724947, GL35758925, GL35849447, GL35995527, GL36172192, GL37000021, GL37300081, GL37537700, GL37660026, GL37660124, GL37660274, GL37660538, GL37692789, GL37692935, GL37963364, GL37983170, GL38003846, GL38056620, GL38078078, GL38290546, GL38330998, GL38331528, GL38443317, GL38486896, GL38486986, GL38640588, GL38748503, GL38754587, GL38909661, GL39040187, GL39099191, GL39324935, GL39326205, GL39380873, GL39421890, GL39422007, GL39422138, GL39422393, GL39727204, GL40030019, GL40111076, GL40209803, GL40319421, GL40573242, GL40575361, GL40575621, GL40761286, GL40762509, GL40777048, GL41050854, GL41090921, GL41132987, GL41133055, GL41154988, GL41155029, GL41172322, GL41173037, GL41173811, GL41174801, GL41174837, GL41209552, GL41210943, GL41246862, GL41248423, GL41299646, GL41377686, GL41475463, GL41476820, GL41481835, GL41490003, GL41490815, GL41530302, GL41530552, GL41533790, GL41535600, GL41553851, GL41591374, GL41591489, GL41591568, GL41594285, GL41655793, GL41656665, GL41656811, GL41662008, GL41674077, GL41700921, GL41705372, GL41707948, GL41708586, GL41709887, GL41710387, GL41726615, GL41731709, GL41732276, GL41732608, GL41733840, GL41734256, GL41734951, GL41743421, GL41751547, GL41754677, GL41755088, GL41758735, GL41777099, GL41778302, GL41778572, GL41826213, GL41828682, GL41828871, GL41837171, GL41837491, GL41837881, GL41852550, GL41860122, GL41862016, GL41863706, GL41876035, GL41877688, GL41895117, GL41910771, GL41910881, GL41911135, GL41923919, GL41935297, GL41945358, GL41995201, GL41995282, GL41998786, GL42006116, GL42025358, GL42029894, GL42031101, GL42032239, GL42033593, GL42040305, GL42063306, GL42095111, GL42103962, GL42148709, GL42169621, GL42198953, GL42225151, GL42225297, GL42225331, GL42245217, GL42256297, GL42258575, GL42258580, GL42259025, GL42259306, GL42259385, GL42259512, GL42259650, GL42262179, GL42262332, GL42262521, GL42262633, GL42266829, GL42284977, GL42312202, GL42314027, GL42317422, GL42348401, GL42374964, GL42376246, GL42390138, GL42404376, GL42415103, GL42419185, GL42420301, GL42452662, GL42468625, GL42470642, GL42470782, GL42485289, GL42494065, GL42497060, GL42506667, GL42506804, GL42507004, GL42519950, GL42542109, GL42546794, GL42547361, GL42555236, GL42680413, GL42681111, GL42682424, GL42682721, GL42707989, GL42795971, GL42857005, GL42876793, GL42894828, GL42895054, GL42943212, GL42944051, GL42949083, GL42954019, GL42976328, GL43030262, GL43030561, GL43030747, GL43039025, GL43054628, GL43080291, GL43081588, GL43082567, GL43089599, GL43090145, GL43090753, GL43110133, GL43166578, GL43166838, GL43228210, GL43228220, GL43248961, GL43272007, GL43272117, GL43287164, GL43289479, GL43318545, GL43319010, GL43319373, GL43358804, GL43365588, GL43370084, GL43372715, GL43374450, GL43383403, GL43387291, GL43410381, GL43410855, GL43425195, GL43425920, GL43456630, GL43456691, GL43520186, GL43530592, GL43534358, GL43534881, GL43535429, GL43535740, GL43535884, GL43545335, GL43545452, GL43546142, GL43549814, GL43550032, GL43588627, GL43594288, GL43606838, GL43640592, GL43645358, GL43663214, GL43664480, GL43706673, GL43730308, GL43749894, GL43750402, GL43752666, GL43758794, GL43798529, GL43798659, GL43798706, GL43817723, GL43838178, GL43838327, GL43838736, GL43871604, GL43872266, GL43872455, GL43872685, GL43994676, GL43995085, GL44059943, GL44060401, GL44097643, GL44136182, GL44142082, GL44249597, GL44251270, GL44252121, GL44255419, GL44280598, GL44287529, GL44326735, GL44330992, GL44331099, GL44354417, GL44361710, GL44368500, GL44375790, GL44392494, GL44393582, GL44393645, GL44433491, GL44443274, GL44444373, GL44444814, GL44450672, GL44451376, GL44452888, GL44490612, GL44531022, GL44587430, GL44596214, GL44637206, GL44661245, GL44661584, GL44663118, GL44685809, GL44717028, GL44733011, GL44809589, GL44829176, GL44856904, GL44878323, GL44886704, GL44898494, GL44914663, GL44928750, GL44929446, GL44940095, GL44940594, GL44940696, GL44947880, GL44979157, GL44987839, GL44988476, GL44989358, GL44989908, GL44990145, GL44990310, GL44990399, GL44990545, GL44990755, GL44990852, GL44996699, GL45131708, GL45166524, GL45166672, GL45184181, GL45212606, GL45216224, GL45216388, GL45238264, GL45314618, GL45358682, GL45413746, GL45417049, GL45479185, GL45490719, GL45517485, GL45530553, GL45531316, GL45537785, GL45545399, GL45546306, GL45558602, GL45559341, GL45580778, GL45620638, GL45621064, GL45632476, GL45632614, GL45633017, GL45660987, GL45687257, GL45687412, GL45687872, GL45732494, GL45780290, GL45780356, GL45780460, GL45787344, GL45796435, GL45800643, GL45815351, GL45816120, GL45816535, GL45823640, GL45840551, GL45840828, GL45841056, GL45841408, GL45851019, GL45854030, GL45858833, GL45864891, GL45867550, GL45884975, GL45885183, GL45885858, GL45959776, GL45969755, GL45986768, GL45987299, GL46019761, GL46020038, GL46035746, GL46035977, GL46036178, GL46043548, GL46098171, GL46100309, GL46100724, GL46102138, GL46104776, GL46106035, GL46108477, GL46109887, GL46111966, GL46116735, GL46160260, GL46161389, GL46161499, GL46167491, GL46168218, GL46176072, GL46221928, GL46223933, GL46226087, GL46341919, GL46342190, GL46343408, GL46355320, GL46355754, GL46356856, GL46358022, GL46368233, GL46421303, GL46422575, GL46448429, GL46488135, GL46509654, GL46518614, GL46543346, GL46581353, GL46612855, GL46640193, GL46650916, GL46666278, GL46671605, GL46680492, GL46680831, GL46685171, GL46686300, GL46691109, GL46691148, GL46728108, GL46799383, GL46800049, GL46836986, GL46837994, GL46862721, GL46863247, GL46863747, GL46874572, GL46906795, GL46908970, GL46999347, GL47003427, GL47012398, GL47012834, GL47025804, GL47055309, GL47076416, GL47076677, GL47077532, GL47103103, GL47103366, GL47103446, GL47105623, GL47121912, GL47132211, GL47145557, GL47163846, GL47164729, GL47167498, GL47167836, GL47168132, GL47174247, GL47189522, GL47192027, GL47250136, GL47348858, GL47350729, GL47356711, GL47378166, GL47385801, GL47395106, GL47395585, GL47396726, GL47397558, GL47398276, GL47400675, GL47402879, GL47405403, GL47405986, GL47406383, GL47422813, GL47423127, GL47425207, GL47426408, GL47427395, GL47427827, GL47428053, GL47428463, GL47428675, GL47428835, GL47429091, GL47429408, GL47518285, GL47543183, GL47630257, GL47718425, GL47805443, GL47811589, GL47865836, GL47876115, GL47907548, GL47908303, GL47909731, GL47912416, GL47913188, GL47915911, GL47916831, GL47918347, GL47928993, GL47967696, GL47974977, GL47975594, GL47977396, GL48013392, GL48013717, GL48016051, GL48016869, GL48160680, GL48179411, GL48191181, GL48217057, GL48217731, GL48221538, GL48260740, GL48297669, GL48297715, GL48298451, GL48307895, GL48308295, GL48326366, GL48375280, GL48376293, GL48415427, GL48415796, GL48438145, GL48438503, GL48438818, GL48500661, GL48522115, GL48721016, GL48722143, GL48723049, GL48731850, GL48777180, GL48929790, GL48942022, GL48955450, GL48958252, GL48965999, GL48993486, GL49029536, GL49035032, GL49062098, GL49063843, GL49065077, GL49065809, GL49119369, GL49119863, GL49119995, GL49120869, GL49150487, GL49193541, GL49273652, GL49317857, GL49332935, GL49333009, GL49343495, GL49346732, GL49356023, GL49368199, GL49394655, GL49394858, GL49409464, GL49409523, GL49436438, GL50129230, GL50140096, GL50145286, GL50145790, GL50155956, GL50228460, GL50244173, GL50244292, GL50389735, GL50394721, GL50465561, GL50474998, GL50477044, GL50540002, GL50560865, GL50575032, GL50967601, GL50974617, GL51634425, GL51657394, GL51930360, GL34350595, GL35387303, GL35459225, GL35485183, GL35560643, GL35581157, GL35609822, GL35623006, GL35644919, GL35699829, GL35769369, GL35783700, GL35901420, GL35992934, GL36059127, GL36176408, GL37562765, GL38055216, GL38146369, GL38186290, GL38415891, GL38537017, GL38734326, GL38768396, GL38981979, GL39084067, GL39093868, GL39117613, GL39161241, GL39472160, GL39643547, GL39728943, GL39870297, GL39893649, GL40083589, GL40284212, GL40318546, GL40398870, GL40437713, GL40663311, GL40705700, GL40728401, GL40747351, GL40765791, GL40853460, GL40911211, GL40914595, GL41028176, GL41036037, GL41151715, GL41250031, GL41255529, GL41257608, GL41352983, GL41375024, GL41412243, GL41502678, GL41512310, GL41537833, GL41560499, GL41690774, GL41691906, GL41734488, GL41736357, GL41747816, GL41750296, GL41767298, GL41849251, GL41931817, GL41962730, GL42022521, GL42052247, GL42052726, GL42053726, GL42055867, GL42062273, GL42076877, GL42085615, GL42153802, GL42170174, GL42189610, GL42250330, GL42288917, GL42310337, GL42317730, GL42377686, GL42397085, GL42406973, GL42417227, GL42472304, GL42478091, GL42493589, GL42495389, GL42561702, GL42566137, GL42567005, GL42589441, GL42589483, GL42589826, GL42638204, GL42686946, GL42726789, GL42759095, GL42769105, GL42775717, GL42789439, GL42851244, GL42913127, GL42949496, GL42957354, GL42968720, GL43081144, GL43082462, GL43101278, GL43122942, GL43142943, GL43223192, GL43228266, GL43288830, GL43292613, GL43323340, GL43335710, GL43351545, GL43402012, GL43531155, GL43555374, GL43574916, GL43582590, GL43607693, GL43638825, GL43669007, GL43695949, GL43725154, GL43774177, GL43789935, GL43951966, GL43958104, GL43989342, GL43990965, GL44018956, GL44146816, GL44191165, GL44196498, GL44202600, GL44203320, GL44336140, GL44347290, GL44368753, GL44377554, GL44475206, GL44571247, GL44628023, GL44720283, GL44746031, GL44785098, GL44802275, GL44830289, GL44830728, GL44843488, GL44845049, GL44916724, GL44946767, GL44959636, GL44988345, GL45005121, GL45068777, GL45073921, GL45082503, GL45111385, GL45147818, GL45186883, GL45228530, GL45308732, GL45314714, GL45331936, GL45337026, GL45367706, GL45370936, GL45379024, GL45379495, GL45383159, GL45428293, GL45428698, GL45456486, GL45466041, GL45472379, GL45473768, GL45505568, GL45511776, GL45575155, GL45575745, GL45602143, GL45642151, GL45646512, GL45688761.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 13.10.2026
স্থান: কলকাতা

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604 • টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654
• টোল-ফ্রি: 1860-267-3000 • ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **21.10.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **কলকাতা-জেএম অ্যাভিনিউ জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জে.এম অ্যাভিনিউ, নিচতলা, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআই-এর বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL45698599, GL45715835, GL45760774, GL45762039, GL45763048, GL45774641, GL45778808, GL45784726, GL45793289, GL45802123, GL45815080, GL45892991, GL45899655, GL45922458, GL45926892, GL45953369, GL45983994, GL46025367, GL46071941, GL46097035, GL46109094, GL46136743, GL46138187, GL46160253, GL46178393, GL46194519, GL46238077, GL46253051, GL46283856, GL46296247, GL46361654, GL46403472, GL46414468, GL46427301, GL46432706, GL46439119, GL46548391, GL46558766, GL46584637, GL46641029, GL46641999, GL46694162, GL46704367, GL46736988, GL46751476, GL46813094, GL46818310, GL46847856, GL46863603, GL46939531, GL46946342, GL46955205, GL46959834, GL46973318, GL47018582, GL47022643, GL47025294, GL47028253, GL47031130, GL47037384, GL47056973, GL47062009, GL47062240, GL47087850, GL47179145, GL47181942, GL47206126, GL47212155, GL47240853, GL47241229, GL47304667, GL47342719, GL47485282, GL47506767, GL47534815, GL47632974, GL47651206, GL47712823, GL47806887, GL47913548, GL47934245, GL47939942, GL47944644, GL47974489, GL48017758, GL48040742, GL48192100, GL48196851, GL48239078, GL48253254, GL48274941, GL48562508, GL48620956, GL48724546, GL48896110, GL49071229, GL49145385, GL49154026, GL49224670, GL49277852, GL50119019, GL50176490, GL50233349, GL50353870, GL50361600, GL50388991, GL50459417, GL50472323, GL50472980, GL50484990, GL50519755, GL50535883, GL50631945, GL50744783, GL50885682, GL51311775, GL51535607, GL35348882, GL35868711, GL36226174, GL37097711, GL37274506, GL37643886, GL38095896, GL38158609, GL38567492, GL38713575, GL38844709, GL39193265, GL39292665, GL39730379, GL39761556, GL39770981, GL39774013, GL39862383, GL39868714, GL39893564, GL39893824, GL39906347, GL40100022, GL40201514, GL40203114, GL40266340, GL40275236, GL40280324, GL40334112, GL40409080, GL40572597, GL40602658, GL40685975, GL40820006, GL40833404, GL40872136, GL40964229, GL40965535, GL41114854, GL41219692, GL41268188, GL41272744, GL41322300, GL41350324, GL41362780, GL41365441, GL41438277, GL41447559, GL41592211, GL41683187, GL41808131, GL41827099, GL41836364, GL41844575, GL41844629, GL41864757, GL41884087, GL41885727, GL41893260, GL41922821, GL41924138, GL41944451, GL41947526, GL41978562, GL42067196, GL42071267, GL42078864, GL42079015, GL42080950, GL42081290, GL42082451, GL42159946, GL42166312, GL42191682, GL42213691, GL42252415, GL42270526, GL42271963, GL42276419, GL42398055, GL42412050, GL42413785, GL42413917, GL42419286, GL42428628, GL42428673, GL42513147, GL42518730, GL42536473, GL42560472, GL42570519, GL42644037, GL42682386, GL42687773, GL42728716, GL42801920, GL42821237, GL42821494, GL42821698, GL42821812, GL42826274, GL42838894, GL42839389, GL42839983, GL42850883, GL42853487, GL42918242, GL42968975, GL42971707, GL42971722, GL42971784, GL42982372, GL42986096, GL42996605, GL43028167, GL43042855, GL43042871, GL43043615, GL43050173, GL43050811, GL43051213, GL43051545, GL43112127, GL43112506, GL43131056, GL43139218, GL43167643, GL43197588, GL43270531, GL43278102, GL43278190, GL43278273, GL43460579, GL43461705, GL43479155, GL43486152, GL43498322, GL43537057, GL43562787, GL43564848, GL43574690, GL43641845, GL43653520, GL43684851, GL43689271, GL43727678, GL43749608, GL43756112, GL43784832, GL43785454, GL43842643, GL43950462, GL44033797, GL44138889, GL44192276, GL44260437, GL44284094, GL44297620, GL44332201, GL44338238, GL44339266, GL44362759, GL44363727, GL44364793, GL44365285, GL44496914, GL44540746, GL44558201, GL44566707, GL44662430, GL44690543, GL44717139, GL44726285, GL44761172, GL44789167, GL44795455, GL44851341, GL44874517, GL44935844, GL44947151, GL44987989, GL45006111, GL45148293, GL45197637, GL45203050, GL45278720, GL45290952, GL45297885, GL45302993, GL45315163, GL45360049, GL45439659, GL45484646, GL45556943, GL45557731, GL45575693, GL45575726, GL45628448, GL45639441, GL45659802, GL45678137, GL45689914, GL45732949, GL45733177, GL45733669, GL45735309, GL45739983, GL45746551, GL45747432, GL45750665, GL45812392, GL45823673, GL45841505, GL45866725, GL45897310, GL45904444, GL45959558, GL45968321, GL45970133, GL45979998, GL45996541, GL45996754, GL46002601, GL46010461, GL46039442, GL46042798, GL46058399, GL46069844, GL46077844, GL46092573, GL46116089, GL46117073, GL46178228, GL46179336, GL46179537, GL46183072, GL46229643, GL46306224, GL46329041, GL46333591, GL46346223, GL46347300, GL46354594, GL46376050, GL46407074, GL46408713, GL46440629, GL46450085, GL46475262, GL46496702, GL46507291, GL46522864, GL46588033, GL46592393, GL46592564, GL46593452, GL46602896, GL46669377, GL46691266, GL46710028, GL46725669, GL46750662, GL46752309, GL46755806, GL46815654, GL46856407, GL46930329, GL46940678, GL46949529, GL47020223, GL47036773, GL47066888, GL47068148, GL47072387, GL47095754, GL47097998, GL47100092, GL47100547, GL47125960, GL47141219, GL47203621, GL47246775, GL47254654, GL47290164, GL47294337, GL47301697, GL47302287, GL47308123, GL47354055, GL47372297, GL47380955, GL47397916, GL47405030, GL47491038, GL47517750, GL47604562, GL47642242, GL47651560, GL47821136, GL47850698, GL47913472, GL47925629, GL47932434, GL47935575, GL47940099, GL47949936, GL47951513, GL48109966, GL48113172, GL48151062, GL48250988, GL48355702, GL48392438, GL48449904, GL48450725, GL48512597, GL48585729, GL48720299, GL48906758, GL48929778, GL48963422, GL48965993, GL48966706, GL49026829, GL49082801, GL49179726, GL49534342, GL49534978, GL49684407, GL49835480, GL50140890, GL50179965, GL50340011, GL51311796, GL51565042, GL35343348, GL35365337, GL35373067, GL35387366, GL35479151, GL35495314, GL35576119, GL35582423, GL35717225, GL35758245, GL35758360, GL35825480, GL35835826, GL35850361, GL35921454, GL35922572, GL35929103, GL35999164, GL36066272, GL36075666, GL37452156, GL37514818, GL37699649, GL37936299, GL37937859, GL38205606, GL38261265, GL38261321, GL38309214, GL38389389, GL38389624, GL38432358, GL38443440, GL38522802, GL38526182, GL38715728, GL38786053, GL38917746, GL39019832, GL39099056, GL39186691, GL39675720, GL39773742, GL39923821, GL39924378, GL40043204, GL40045914, GL40328629, GL40328643, GL40593187, GL40593664, GL40616855, GL40644633, GL40649401, GL40671310, GL40705924, GL40759282, GL40810648, GL40912145, GL40957117, GL41063051, GL41116353, GL41127625, GL41174074, GL41181936, GL41182802, GL41193104, GL41258812, GL41260411, GL41315537, GL41387658, GL41396325, GL41428958, GL41444295, GL41462847, GL41588325, GL41654206, GL41674101, GL41676495, GL41734199, GL41749435, GL41751188, GL41763888, GL41821333, GL41824108, GL41853614, GL41870334, GL41915586, GL41934062, GL41935796, GL41945514, GL41979686, GL41984962, GL42036203, GL42064489, GL42070852, GL42073128, GL42081697, GL42109012, GL42140787, GL42142935, GL42145691, GL42182661, GL42194180, GL42214920, GL42219817, GL42262694, GL42392832, GL42407078, GL42432418, GL42436860, GL42451257, GL42463034, GL42467792, GL42488950, GL42492055, GL42551385, GL42570988, GL42571424, GL42599959, GL42647812, GL42700813, GL42760581, GL42762233, GL42787333, GL42830501, GL42831646, GL42834514, GL42880608, GL42931552, GL42932216, GL42973540, GL43043902, GL43046580, GL43087573, GL43116703, GL43136805, GL43179051, GL43202181, GL43225398, GL43430893, GL43450552, GL43480540, GL43492293, GL43521457, GL43527491, GL43528300, GL43528967, GL43541383, GL43620222, GL43654452, GL43693829, GL43705231, GL43746627, GL43782449, GL43787180, GL43787714, GL43788132, GL43864147, GL43865492, GL43886133, GL44077226, GL44252299, GL44255771, GL44268748, GL44281357, GL44282177, GL44282597, GL44301009, GL44352175, GL44365743, GL44385037, GL44385671, GL44435504, GL44493793, GL44505201, GL44517453, GL44559570, GL44717339, GL44801747, GL44833404, GL44837190, GL44847221, GL44848194, GL44867046, GL44944800, GL44967840, GL44968123, GL44998355, GL45006268, GL45030678, GL45044008, GL45055904, GL45071691, GL45080795, GL45171937, GL45453796, GL45456854, GL45461187, GL45462506, GL45469327, GL45496100, GL45496537, GL45533690, GL45535446, GL45602702, GL45616839, GL45618799, GL45654011, GL45722128, GL45735684, GL45737336, GL45757649, GL45802993, GL45817554, GL45892703, GL45903743, GL45995956, GL46002579, GL46018860, GL46044856, GL46045987, GL46058920, GL46059757, GL46074328, GL46088309, GL46088340, GL46088553, GL46148000, GL46148322, GL46198369, GL46199395, GL46209513, GL46291175, GL46317626, GL46355895, GL46424059, GL46449900, GL46450792, GL46464117, GL46512624, GL46610383, GL46610846, GL46646828, GL46694292, GL46726762, GL46739875, GL46763648, GL46764557, GL46776855, GL46777709, GL46783085, GL46786071, GL46786167, GL46812348, GL46869008, GL46871915, GL46935597, GL46995485, GL46998709, GL47028358, GL47047474, GL47056861, GL47057444, GL47071497, GL47086698, GL47112683, GL47114057, GL47126666, GL47156799, GL47302377, GL47309944, GL47350765, GL47368730, GL47423730, GL47430047, GL47431976, GL47434234, GL47639252, GL47652597, GL47697207, GL47833142, GL47847244, GL47853541, GL47934176, GL47944941, GL47984458, GL47984888, GL48008054, GL48128859, GL48159779, GL48160841, GL48176624, GL48248452, GL48359111, GL48446699, GL48466142, GL48534406, GL48534877, GL48588373, GL48742792, GL48787802, GL48939689, GL48981106, GL49006623, GL49037669, GL49048366, GL49048877, GL49119296, GL49133829, GL49134531, GL49164595, GL49285909, GL49367306, GL49376289, GL49377196, GL49386540, GL49459339, GL49459839, GL49470974, GL49471454, GL49509005, GL50249851, GL50439541, GL50498602, GL50757279, GL50768271, GL51255177, GL33035846, GL33899544, GL35113259, GL35261348, GL35274038, GL35274063, GL35325659, GL35383055, GL35484149, GL35579883, GL35580180, GL35645539, GL35650934, GL35652389, GL35688295, GL35701860, GL35789744, GL35912888, GL35929506, GL35973941, GL36001021, GL36110316, GL37082279, GL37105967, GL37363606, GL37437635, GL37489643, GL37519236, GL37525309, GL37525957, GL37637025, GL37643065, GL37680115, GL37847924, GL37908324, GL37929237, GL37937604, GL37937913, GL38073091, GL38155185, GL38209925, GL38210905, GL38216163, GL38279615, GL38351505, GL38513491, GL38584004, GL38600579, GL38646104, GL38725165, GL38748602, GL38786211, GL38797156, GL38880711, GL38887824, GL38958897, GL38960678, GL38965371, GL39023604, GL39094739, GL39125851, GL39365063, GL39370232, GL39370723, GL39398628, GL39682608, GL39685044, GL39777595, GL39867355, GL39868753, GL39912911, GL39935126, GL39968727, GL39999053, GL40009674, GL40052081, GL40058235, GL40059100, GL40144097, GL40144176, GL40145156, GL40148043, GL40164822, GL40226588, GL40236650, GL40293282, GL40293328, GL40311217, GL40346249, GL40365868, GL40445191, GL40459807, GL40469290, GL40522448, GL40589891, GL40617498, GL40617661, GL40643427, GL40695424, GL40712553, GL40747456, GL40750135, GL40849868, GL40888363, GL40891403, GL40915348, GL40991019, GL41003059, GL41037362, GL41097640, GL41172090, GL41186255, GL41205729, GL41206460, GL41210483, GL41248870, GL41252239, GL41254532, GL41254712, GL41254767, GL41271231, GL41272222, GL41293873, GL41318029, GL41332707, GL41340552, GL41344273, GL41348812, GL41353024, GL41372478, GL41374007, GL41378739, GL41400184, GL41400233, GL41505614, GL41505653, GL41535335, GL41541804, GL41561306, GL41601761, GL41608784, GL41646698, GL41667647, GL41669413, GL41696681, GL41733169, GL41747915, GL41755873, GL41761204, GL41761392, GL41764316, GL41768614, GL41768994, GL41769408, GL41769615, GL41774079, GL41774088, GL41776133, GL41780163, GL41794311, GL41803542, GL41822787, GL41826147, GL41827590, GL41843708, GL41851717, GL41854307, GL41879368, GL41902304, GL41914401, GL41918097, GL41919258, GL41919293, GL41919338, GL41919965, GL41941911, GL41947110, GL41949474, GL41953606, GL41957289, GL41960427, GL41979637, GL41984969, GL42027873, GL42036051, GL42037156, GL42037575, GL42037968, GL42038309, GL42040813, GL42040890, GL42056751, GL42061462, GL42069151, GL42109744, GL42109980, GL42119254, GL42129428, GL42129577, GL42144924, GL42180857, GL42181900, GL42184028, GL42184548, GL42186667, GL42187392, GL42195839, GL42198554, GL42201934, GL42202039, GL42211762, GL42215346, GL42224436, GL42225147, GL42225259, GL42225324, GL42225386, GL42229767, GL42244734, GL42254082, GL42261355, GL42261476, GL42261587, GL42261659, GL42263372, GL42265366, GL42295388, GL42308678, GL42310255, GL42311353, GL42357633, GL42401949, GL42403450, GL42413493, GL42421290, GL42437469, GL42440806, GL42447756, GL42463977, GL42489199, GL42492394, GL42498977, GL42513854, GL42524453, GL42539705, GL42539845, GL42558378, GL42561861, GL42566972, GL42586188, GL42586525, GL42586992, GL42669786, GL42686302, GL42688082, GL42711537, GL42727232, GL42727933, GL42728492, GL42773709, GL42802714, GL42804058, GL42804531, GL42804979, GL42809354, GL42817337, GL42839254, GL42850170, GL42859480, GL42928095, GL42964796, GL42967772, GL42968740, GL43001300, GL43028931, GL43028977, GL43040211, GL43120370, GL43120842, GL43142397, GL43146119, GL43149491, GL43153917, GL43166865, GL43181193, GL43191786, GL43194074, GL43194243, GL43217104, GL43220513, GL43221969, GL43242042, GL43255028, GL43276436, GL43289203, GL43291435, GL43295720, GL43295979, GL43301192, GL43301410, GL43301544, GL43301738, GL43305021, GL43314115, GL43315486, GL43316789, GL43317925, GL43328512, GL43354444, GL43376959, GL43390584, GL43390841, GL43398965, GL43438620, GL43439697, GL43495277, GL43557792, GL43570804, GL43611105, GL43697155, GL43706313, GL43712773, GL43739880, GL43739950, GL43840976, GL43841254, GL43858669, GL43859090, GL43859119, GL43859133, GL43893643, GL43894942, GL43924635, GL43925133, GL43946436, GL43946550, GL43946610, GL43946692, GL43948266, GL43968744, GL43992874, GL43994988, GL44000677, GL44005724, GL44022094, GL44022378, GL44100209, GL44128418, GL44136906, GL44137926, GL44205062, GL44205191, GL44205284, GL44206691, GL44208946, GL44209736, GL44220025, GL44246792, GL44247834, GL44249411, GL44253158, GL44256515, GL44257341, GL44258515, GL44258889, GL44259033, GL44259130, GL44294415, GL44327990, GL44351099, GL44375413, GL44394246, GL44394957, GL44395691, GL44404033, GL44474025, GL44476321, GL44478747, GL44486455, GL44506378, GL44527388, GL44527541, GL44538662, GL44541518, GL44552400, GL44553070, GL44575612, GL44596958, GL44624756, GL44662080, GL44681194, GL44688377, GL44699299, GL44731876, GL44735748, GL44751700, GL44752316, GL44765221, GL44788414, GL44788831, GL44792892, GL44809563, GL44834544, GL44835191, GL44835610, GL44836766, GL44837158, GL44837167, GL44860383, GL44864630, GL44872725, GL44888869, GL44919341, GL44919586, GL44919748, GL44946280, GL44949319, GL44949976, GL44953650, GL44958578, GL44959826, GL44994702, GL45028406, GL45028930, GL45035533, GL45036646, GL45036829, GL45037352, GL45037732, GL45070752, GL45085007, GL45114671, GL45136280, GL45175865, GL45192952, GL45193259, GL45196393, GL45212156, GL45233689, GL45233756, GL45251522, GL45383709, GL45433974, GL45450774, GL45479743, GL45501056, GL45501656, GL45516401, GL45541621, GL45552236, GL45553423, GL45553916, GL45554404, GL45560364, GL45611765, GL45612341, GL45612795, GL45625277, GL45626209, GL45626350, GL45649871, GL45651384, GL45656005, GL45671797, GL45679628, GL45681847, GL45683349, GL45684054, GL45701112, GL45703052, GL45703761, GL45704015, GL45704301, GL45716579, GL45725311, GL45747237, GL45748630, GL45749010, GL45765312, GL45767489, GL45771204, GL45771877, GL45772229, GL45794463, GL45848274, GL45849610, GL45861050, GL45878085, GL45883239, GL45897316, GL45899603, GL45926716, GL45927046, GL45927370, GL45928382, GL45930608, GL45931725, GL45932554, GL45934663, GL45937888, GL45940013, GL45940508, GL45951096, GL45951125, GL45951154, GL45973721, GL45983837, GL45992049, GL45993859, GL46020841, GL46043818, GL46076600, GL46084525, GL46098386, GL46099794, GL46100922, GL46102898, GL46103887, GL46160590, GL46162652, GL46167117, GL46178552, GL46184650, GL46193038, GL46194560, GL46223609, GL46233820, GL46236256, GL46259285, GL46265222, GL46268088, GL46268162, GL46270007, GL46270991, GL46273587, GL46274444, GL46332972, GL46335164, GL46335738, GL46335883, GL46336375, GL46337246, GL46342899, GL46344920, GL46353911, GL46355273, GL46355350, GL46355367, GL46361793, GL46362524, GL46363476, GL46387902, GL46423758, GL46427162, GL46441995, GL46442656, GL46443415, GL46444142, GL46444751, GL46444868, GL46464071, GL46484447, GL46484740, GL46485178, GL46514040, GL46552386, GL46570133, GL46613997, GL46625353, GL46626519, GL46629172, GL46641303, GL46645479, GL46651702, GL46670485, GL46696219, GL46706743, GL46720662, GL46721524, GL46722196, GL46726991, GL46747883, GL46749692, GL46754448, GL46772800, GL46773715, GL46789357, GL46818796, GL46818990, GL46825129, GL46826846, GL46828032, GL46829200, GL46829710, GL46830261, GL46834270, GL46861018, GL46861124, GL46868560, GL46873051, GL46877674, GL46937426, GL46949106, GL46954649, GL46965372, GL47007399, GL47007909, GL47008214, GL47008302, GL47008422, GL47014847, GL47033057, GL47041929, GL47123391, GL47131773, GL47133150, GL47133844, GL47134694, GL47136106, GL47140889, GL47141177, GL47148095, GL47152692, GL47159558, GL47159646, GL47168463, GL47169225, GL47204228, GL47206811, GL47214074, GL47214928, GL47226937, GL47257722, GL47325329, GL47327951, GL47329521, GL47330153, GL47330300, GL47349433, GL47353036, GL47371519, GL47373370, GL47374816, GL47378525, GL47381740, GL47390698, GL47391666, GL47392416, GL47395088, GL47395779, GL47398991, GL47425952, GL47469923, GL47538814, GL47538956, GL47555247, GL47556099, GL47557940, GL47568513, GL47587861, GL47624327, GL47628377, GL47654944, GL47677772, GL47677947, GL47780729, GL47800502, GL47822322, GL47823638, GL47854245, GL47868798, GL47876873, GL47883477, GL47883796, GL47884481, GL47884629, GL47888818, GL47900460, GL47936209, GL47953357, GL47963543, GL47964359, GL48010294, GL48017876, GL48019355, GL48022815, GL48023687, GL48026415, GL48027021, GL48031886, GL48033726, GL48049556, GL48050971, GL48065527, GL48074574, GL48097060, GL48097129, GL48097508, GL48143183, GL48161210, GL48163369, GL48172168, GL48175705, GL48203034, GL48242350, GL48268769, GL48269223, GL48270027, GL48270360, GL48271974, GL48272900, GL48304921, GL48320705, GL48321816, GL48329682, GL48399347, GL48406083, GL48412359, GL48413518, GL48414165, GL48415842, GL48416567, GL48424435, GL48430304, GL48431748, GL48527704, GL48563811, GL48563929, GL48590715, GL48625389, GL48668714, GL48955411, GL48968480, GL48968930, GL48979374, GL48981275, GL48983663, GL48999485, GL49039607, GL49060693, GL49060839, GL49082067, GL49084980, GL49139666, GL49196790, GL49257675, GL49334674, GL49344591, GL49349879, GL49375646, GL49393114, GL49397276, GL49426429, GL49454436, GL49525080, GL49596479, GL50115850, GL50186418, GL50186625, GL50428351, GL50515988, GL50734182, GL35264051, GL35295180, GL35339416, GL35350880, GL35417760, GL35589420, GL35604629, GL35714365, GL35795279, GL35828229, GL35927315, GL35996850, GL36011038, GL36029961, GL36152411, GL36178882, GL36181233, GL36972390, GL37005979, GL37186410, GL37243720, GL37369217, GL37372839, GL37822790, GL37923237, GL37967703, GL38127568, GL38147200, GL38168992, GL38573616, GL38596669, GL38696646, GL38722951, GL38768522, GL38996390, GL39033794, GL39064816, GL39079893, GL39336979, GL39667045, GL39845093, GL40083551, GL40084790, GL40186656, GL40342680, GL40437160, GL40464480, GL40570313, GL40572357, GL40622696, GL40982798, GL41002916, GL41175087, GL41294093, GL41341565, GL41361827, GL41401083, GL41443445, GL41445583, GL41449549, GL41653896, GL41670908, GL41703274, GL41709281, GL41861096, GL41871342, GL41944030, GL41944565, GL41946507, GL41955110, GL42030031, GL42067010, GL42110529, GL42114933, GL42147101, GL42223618, GL42256037, GL42290203, GL42357668, GL42360189, GL42364539, GL42391171, GL42405992, GL42406721, GL42416372, GL42416584, GL42424339, GL42441181, GL42450048, GL42458034, GL42458668, GL42489601, GL42494275, GL42520330, GL42523411, GL42524518, GL42548755, GL42570296, GL42687122, GL42734364, GL42764496, GL42788445, GL42790975, GL42855556, GL42913185, GL42961119, GL42971552, GL42989317, GL43017953, GL43029905, GL43042048, GL43083402, GL43117890, GL43164868, GL43205027, GL43389974, GL43411562, GL43434115, GL43450623, GL43464826, GL43528053, GL43534458, GL43557785, GL43561809, GL43577262, GL43585847, GL43599901, GL43612720, GL43641079, GL43658686, GL43697201, GL43732890, GL43741895, GL43756074, GL43757034, GL43813078, GL43819620, GL43841201, GL43894282, GL43973416, GL44026585, GL44056234, GL44195985, GL44196683, GL44208083, GL44215065, GL44245983, GL44269606, GL44287708, GL44290888, GL44300415, GL44460653, GL44478895, GL44534611, GL44559465, GL44623949, GL44637299, GL44666610, GL44746275, GL44759670, GL44773857, GL44796639, GL44858820, GL44861121, GL44927670, GL44942892, GL45018092, GL45059995, GL45125569, GL45245933, GL45262993, GL45264464, GL45266216, GL45317655, GL45464987, GL45471773, GL45478964, GL45487512, GL45488860, GL45509805, GL45551254, GL45560323, GL45562368, GL45593130, GL45659457, GL45677547, GL45715235, GL45715815, GL45783146, GL45786936, GL45817404, GL45853664, GL45870870, GL45892211, GL45904180, GL45975890, GL45980481, GL45992148, GL45993366, GL46039278, GL46054620, GL46108266, GL46120901, GL46123824, GL46153564, GL46159083, GL46173401, GL46174035, GL46174496, GL46179870, GL46184430, GL46250411, GL46289440, GL46329997, GL46334369, GL46339396, GL46357869, GL46386270, GL46387429, GL46452389, GL46497472, GL46567519, GL46599662, GL46612209, GL46638603, GL46639680, GL46661285, GL46694106, GL46698591, GL46761982, GL46786268, GL46803177, GL46869858, GL46925273, GL46997591, GL46999631, GL47004847, GL47027574, GL47081129, GL47124803, GL47169483, GL47187980, GL47188015, GL47259142, GL47331817, GL47344725, GL47371818, GL47375219, GL47376951, GL47389992, GL47391903, GL47392212, GL47400923, GL47415017, GL47416122, GL47503938, GL47537942, GL47591861, GL47637285, GL47704744, GL47829015, GL47857408, GL47868832, GL47882578, GL47884576, GL47905724, GL47935486, GL47941929, GL48010307, GL48017698, GL48174627, GL48230199, GL48250829, GL48266452, GL48303962, GL48304693, GL48308373, GL48309725, GL48310289, GL48313145, GL48315358, GL48320294, GL48321385, GL48351147, GL48476859, GL48507867, GL48636422, GL48705240, GL48738100, GL48738588, GL48762547, GL49011159, GL49015102, GL49029149, GL49030441, GL49033470, GL49050828, GL49059929, GL49061198, GL49133415, GL49136091, GL49153086, GL49156061, GL49287472, GL49361272, GL49387240, GL50153415, GL50181920, GL50196925, GL50198020, GL50236482, GL50329509, GL50564113, GL50639403, GL50799578, GL51151817, GL51509190, GL51665656, GL21857621, GL35445396, GL35579597, GL35984122, GL35984369, GL36025554, GL37542419, GL37728193, GL37728224, GL38292578, GL38555002, GL38825255, GL38826598, GL38894870, GL39779278, GL39809429, GL40342071, GL40350523, GL40373826, GL40537608, GL40669029, GL40673248, GL40674086, GL40757730, GL40776354, GL41114671, GL41178242, GL41213643, GL41226185, GL41227859, GL41260424, GL41264482, GL41280381, GL41284926, GL41391966, GL41444903, GL41499803, GL41521324, GL41522565, GL41534750, GL41583679, GL41606038, GL41615131, GL41620914, GL41630852, GL41658121, GL41701963, GL41703738, GL41712004, GL41714433, GL41732942, GL41734669, GL41752968, GL41861634, GL41865229, GL41908614, GL41927444, GL41950746, GL42019330, GL42024656, GL42035940, GL42036651, GL42066677, GL42092009, GL42138741, GL42152502, GL42183613, GL42196665, GL42204773, GL42219322, GL42254856, GL42265062, GL42265901, GL42278597, GL42340192, GL42349622, GL42374999, GL42395323, GL42407604, GL42409930, GL42414905, GL42434936, GL42439586, GL42446668, GL42464328, GL42474914, GL42481057, GL42483591, GL42503837, GL42521208, GL42525207, GL42527780, GL42540039, GL42540271, GL42558814, GL42559191, GL42588379, GL42589147, GL42721757, GL42849120, GL42914256, GL42940666, GL43067867, GL43110151, GL43110237, GL43115217, GL43123696, GL43270694, GL43281459, GL43287523, GL43306587, GL43315779, GL43338537, GL43361594, GL43391736, GL43483301, GL43521620, GL43592984, GL43611902, GL43649307, GL43649358, GL43734414, GL43741174, GL43841139, GL43862341, GL43903722, GL44047653, GL44098969, GL44100048, GL44132800, GL44199261, GL44217126, GL44223403, GL44229799, GL44309027, GL44334363, GL44353322, GL44361591, GL44456362, GL44483313, GL44484322, GL44569755, GL44599311, GL44610193, GL44612731, GL44615706, GL44634909, GL44663443, GL44668967, GL44671889, GL44675119, GL44724268, GL44744405, GL44785748, GL44792970, GL44851160, GL44852791, GL44861817, GL44888936, GL44899696, GL44914732, GL44987103, GL45030378, GL45035906, GL45037700, GL45060914, GL45113009, GL45151034, GL45260744, GL45300355, GL45448115, GL45495945, GL45538101, GL45540973, GL45551092, GL45565016, GL45641027, GL45686905, GL45697485, GL45705151, GL45769873, GL45770014, GL45770820, GL45819885, GL45839490, GL45871169, GL45902103, GL45911238, GL45960349, GL46017602, GL46033429, GL46036598, GL46049727, GL46092742, GL46093331, GL46175075, GL46195580, GL46232591, GL46243282, GL46258967, GL46274975, GL46289929, GL46494840, GL46497482, GL46528424.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 13.10.2026
স্থান: কলকাতা

পণ্য পরিবহনে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১২ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ ভালো আনলোডিং পারফরম্যান্সের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের মজবুত গতি বজায় রেখেছে। এই মাসে সমগ্র জোনে মোট ১,০৯৪টি মালবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে, যা পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও আশাব্যঞ্জক কাম-কাজের প্রতিফলন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ অত্যাবশ্যকীয় ও উদ্যোগিক পণ্যসামগ্রীর ধারাবাহিক পরিবহন নিশ্চিত করা অব্যাহত রাখে। এই জোনের বিভিন্ন গুডস শেডে খাদ্যশস্য, খাদ্য- উপযোগী পণ্য, সার, চিনি, কয়লা, লবণ ও ট্যাঙ্ক ওয়াগনসহ বিভিন্ন পণ্য দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা করা হয়, যার ফলে সময়মতো পণ্য বিতরণ সম্ভব হয়েছে এবং পণ্য পরিবহন পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। পণ্য পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির চাহিদা পূরণ করা কাজে ব্যবহৃত হয়। অসমে সর্বাধিক ৫৮৫টি রেক আনলোডিং করা হয়, যেখানে অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, উদ্যোগিক কার্যকলাপ এবং দৈনন্দিন উপভোক্তাদের চাহিদাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই তুলে ধরে। একই সময়ে ত্রিপুরায় ১০২টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৫টি, মণিপুরে ২৮টি, অরুণাচল প্রদেশে ৬টি এবং মিজোরামে ৫টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গে ২০৮ টি এবং বিহারে ১৪৫টি মালবাহী ট্রেনের পণ্য আনলোডিং-এর রেকর্ড করেছে, যার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য উভয় ধরনের পণ্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এর ফলে সমগ্র অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক সংযোগ এবং অর্থনৈতিক কাম-কাজ আরও শক্তিশালী হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্যের ধারাবাহিক পরিবহন জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাম-কাজকে সহায়তা ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্তরে কার্যকর তদারকির ফলে টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম কম করা এবং সামগ্রিক আনলোডিং-দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আরও সহায়তা করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : এসডিএসটিই-সিসিটিভি-এইচএজেডএটি-আরপিএইচ-পিকেআর, তারিখ ০৯.১০.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৪র্থ তলা, রেল মিউজিয়াম এর কাছে, হাওড়া-৭১১১০১নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডাররা কেবল বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে সক্ষম হবেন। এই টেন্ডারের জন্যে কোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমতি নেই এবং প্রাপ্ত এরকম যেকোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব উপেক্ষা করা হবে। **কাজের নাম:** এসসিএইচ-এ- হাওড়া ডিভিশনের আরপিএফ পোস্ট হাজত সিসিটিভির স্টোরেজ ক্ষমতা আপগ্রেড করার প্রস্তাব, এসসিএইচ-বি১-বি৪- হাওড়া- হাওড়া স্টেশনে অতিরিক্ত সিসিটিভি ইনস্টল করার প্রস্তাব। এসসিএইচ-সি১-সি২- পাকুড় ফ্রেইট ইয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা সহ রোলিং-ইন/আউট সুবিধার ব্যবস্থা এসসিএইচ-ডি১-ডি২- হাওড়া ডিভিশনের আরপিএইচ ইয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন। **বিডিং সিস্টেম:** সিঙ্গেল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹৪৪৭৩৭৩২৬.৭৫। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি:** ₹ ৮৯৪৮০০.০০। **টেন্ডার নথি মূল্য:** ₹ ০.০০। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** ৯ মাস। প্রস্তাবের বৈধতা: ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময়:** ০৯.১০.২০২৬ তারিখে ১৭.৫৭ টায়। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৯.১০.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১৫.০০ টায়। বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে। **HWH-391/2026-27**

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: 𝕏 @EasternRailway
f @easternrailwayheadquarter

সত্যমেব জয়তে

এয়ারপোর্টস ইকোনমিক রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এইআরএ)

ভারত সরকার
৪র্থ তল, উড়ান ভবন, সফদরজং বিমানবন্দর,
নয়াদিল্লি - ১১০০০৩, ফোনঃ ০১১-২৪৬৯৫০৪৪

গণবিজ্ঞপ্তি

ম্যাঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ম্যাঙ্গালুরু (আইএক্সই)-এর জন্য দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ সময়কালে (০১.০৪.২০২৬-৩১.০৩.২০৩১) অ্যারোনটিক্যাল পরিষেবার ট্যারিফ (শুল্ক) নির্ধারণ বিষয়ক অংশীজনদের (স্টেকহোল্ডার) সাথে পরামর্শ সভা

এয়ারপোর্টস ইকোনমিক রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এইআরএ) ম্যাঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ম্যাঙ্গালুরু (আইএক্সই)-এর অ্যারোনটিক্যাল পরিষেবার জন্য দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ সময়কালে (০১.০৪.২০২৬-৩১.০৩.২০৩১) ট্যারিফ নির্ধারণের বিষয়ে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে পরামর্শপত্র নং ০৫/২০২৬-২৭ প্রকাশ করেছে যা এইআরএ-র ওয়েবসাইট **www.aera.gov.in**-এ উপলব্ধ।

এইআরএ আইন, ২০০৮-এর ধারা ১৩(৪)-এর বিধান অনুসারে, পরামর্শপত্রে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ট্যারিফ প্রস্তাবনা অংশীজনদের পরামর্শের জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে একটি হাইব্রিড মোড (সশরীরে/অনলাইন) পরামর্শ সভা **১৫ই অক্টোবর, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) বিকেল** ৩:৩০ মিনিটে নিম্নলিখিত স্থানে অনুষ্ঠিত হবেঃ

স্টেকহোল্ডার রুম, ৩য় তলা, উড়ান ভবন,
সফদরজং বিমানবন্দর, নয়াদিল্লি - ১১০০০৩

যাত্রী/যাত্রী সংগঠন, সাধারণ জনগণ, বিমানবন্দর পরিচালনাকারী সংস্থা, বিমান সংস্থা, শিল্প সংগঠনসংস্থা এবং কার্গো, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং, ফুয়েল ফার্ম ইত্যাদির স্বাধীন পরিষেবা প্রদানকারীসহ সকল অংশীজনকে উক্ত সভায় যোগ দেওয়ার এবং ম্যাঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ম্যাঙ্গালুরু (আইএক্সই)-এর শুল্ক প্রস্তাবনা বিষয়ক পরামর্শপত্রের ওপর তাদের মূল্যবান মতামত/পরামর্শ/মন্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যারা সশরীরে সভায় যোগ দেবেন, তারা সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের আগেই নাম, ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং গাড়ির নম্বর উল্লেখ করে ইমেলের মাধ্যমে (**director-ps@aera.gov.in** এবং **rajan.guptal@aera.gov.in** ঠিকানায়) এইআরএ-কে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সভার জন্য প্রয়োজনীয় অনলাইন লিঙ্কটি এইআরএ-র ওয়েবসাইট **(https://aera.gov.in)**-এর 'News and Announcements' ট্যাবের অধীনে প্রকাশ করা হবে।

স্বা/-
সেক্রেটারি, এইআরএ

cbc 03112/11/0015/2627

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-IV/Br-X, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works :

1. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/192/26-27
Name of work : **Repairing works of street lighting arrangement at Sree Guru Ashram to Fire Brigade on NSC Bose Road areas under Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,97,732.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **15 Days**.

2. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/207/26-27
Name of work : **Temporary ghat lighting arrangement for the ensuing Chhat Puja at different Ghats under Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,99,300.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **02 Days**.

3. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/184/26-27
Name of work : **Installation works of street lighting arrangement at Oikatan Math and surrounding areas in Ward No.-98, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,96,736.10.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **15 Days**.

4. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/179/26-27
Name of work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-98 under Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 2,48,589.99.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **181 Days**.

5. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/178/26-27
Name of work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system at NSC Bose Road under Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 2,48,589.00.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **181 Days**.

6. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/180/26-27
Name of work : **Improvement works of street lighting arrangement at 1 No. Sanghati Colony Sishu Uddyan Park and other adjacent areas in Ward No.-98, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,97,799.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **15 Days**.

7. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/181/26-27
Name of work : **Installation works of street lighting arrangement at Nabaran Math, Bijoy Sangha Math areas in Ward No.-98, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,97,550.16.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **15 Days**.

8. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/182/26-27
Name of work : **Painting and numbering of KMC street light poles at Netaji Nagar 1, 2, 3, 4 and 5 No. areas in Ward No.-98, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,96,923.74.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **20 Days**.

9. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/183/26-27
Name of work : **Installation works of high mast lighting arrangement at different areas in Ward No.-98, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,221.99.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **10 Days**.

10. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/203/26-27
Name of work : **Development of lighting arrangement at Swiss Park, Rusa Road 2nd Lane and adjacent areas in Ward No.-89, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,789.25.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **10 Days**.

11. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/199/26-27
Name of work : **Supply of services for operation and routine up keeping of street lighting system in Ward No.-89 under Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 2,48,433.00.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **181 Days**. Last date and time of completion of bid : **04.11.2026** up to **12 noon** (Sl. No. 1 to 11). The bid forms and other details are available on and from : **13.10.2026** from **5 p.m.** (Sl. No. 1 to 11). The website **https://wbtender.wb.nic.in** (Sl. No. 1 to 11).

615/26-27

UNITY Small Finance Bank

'ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড'

৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস, সিউডস-দারভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বাই - ৪০০ ৭০৬

ঋণগ্রহীতার প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৯(১) বিধি অনুযায়ী]

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে কলাম (এ)-তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, কলাম (সি)-তে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক / চার্জ করা হয়েছিল। 'ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড'-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা কলাম (ডি)-তে বর্ণিত পদ্ধতিতে এই সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন এবং এখন তা ''যেমন আছে, যেখানে আছে', 'যেমন আছে' এবং 'যা আছে তাই' ভিত্তিতে বিক্রি করবেন। কলাম (এ)-তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা বা তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারী, আইনি প্রতিনিধি (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), অছি, প্রশাসক, উত্তরসূরি এবং স্বত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যেমন-মৃত ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতার ক্ষেত্রে) এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে [সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৯(১) বিধি অনুযায়ী]। বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে 'ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড'-এর ওয়েবসাইট দেখুন অথবা ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুনঃ authroisedofficer@unitybank.co.in, মুকেশ চৌধুরী (mukesh.choudhary@unitybank.co.in, ৯৩৪৩৯৭৬৬১৮), প্রণব (pranav@unitybank.co.in, ৮৩৯৪৯২৬৪২০) বা বিনিত কুমার সিনহা (Binitkumar.Sinha@unitybank.co.in, ৯৯২৭০৫৬৯২৭)।

	(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ এবং চ)
ক্রম নং	ঋণ হিসাব নং / ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম / বন্ধকদাতা(গণ)-এর / নাম জামিনদার(গণ)-এর নাম	বকেয়া পাওনা আদায় করতে হবে (সুরক্ষিত ঋণ)	স্থাবর সম্পত্তি / জামানতকৃত সম্পদের বিবরণ	মালিকানার ধরন	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) বিক্রয়ের তারিখ
১।	ঋণ হিসাব নংঃ USFB511GCTL000002084 **১. মেসার্স এস ডি এন্টারপ্রাইজেস (এর স্বত্বাধিকারী / স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে), ২. সুপার রিট্রেডস (এর স্বত্বাধিকারী/ স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে), ৩. সুপ্রিম টায়ার্স (এর স্বত্বাধিকারী/ স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে), ৪. জয়দীপ দাস ৫. মহুয়া দাস ৬. সৌমেন দত্ত ৭. দীপালি দত্ত ৮. সুদর্শন দাস ৯. শর্মিলা দাস** ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ পি সি চন্দ্র জুয়েলারি অ্যাপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর অধীনে, লক্ষ্মী নারায়ণ এভিনিউ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩। ক্রমিক নং **১, ৪, ৫, ৮ ও ৯**-এর ঠিকানাঃ ১৭০ আপকার গার্ডেন, জি.টি. রোড, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল ৪, বারাবানি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪। **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানা**- ফ্ল্যাট নং Ud060 501, ৫ম তলা, 'ষষ্ঠী', উদয়ন দ্য কন্ডোভিল, অজয় নগরের কাছে, ইএম বাইপাস, প্রাঙ্গণ ১০৫০ /১, মৌজা - রাজাপুর, নং- ২৩, আরএস প্লট নং- ১০২৮, পোস্ট অফিস- সন্তোষপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর (সার্ভে পার্ক), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৫। **ক্রমিক নং ২-এর ঠিকানাঃ** জি.টি. রোড, ইস্টুশগ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩। **ক্রমিক নং ৩-এর ঠিকানাঃ** গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেনর্যালি রোড, ৬১৩, বিবেকানন্দ সরণি, পশ্চিম বর্ধমান, কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেটের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৫। **ক্রমিক নং ৬ ও ৭-এর ঠিকানাঃ** গ্রাম-বাবুরাম টৌলি, রাঁচি, বুন্ডু, ঝাড়খণ্ড ৮৩৫২০৪।	বকেয়া পাওনা আদায় করতে হবে (সুরক্ষিত ঋণ) ০৫.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৪,৬০,২০,৫০৩.১০/- টাকা (মাত্র চার কোটি ষাট লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশ তিন টাকা ও দশ পয়সা)	আসানসোল পৌরসভা এলাকার অন্তর্গত মৌজা আসানসোল (জে.এল. নং ২০, থানাঃ আসানসোল - দক্ষিণ চৌকি ও এ.ডি.এস.আর. আসানসোল, জেলাঃ পশ্চিম বর্ধমান)-এর সি.এস. খতিয়ান নং ৪৪৮০-এর সি.এস. দাগ নং ৩৩ (যা আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৯৯২-এর আর.এস. দাগ নং ৬৪২-এর অনুরূপ)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তার অংশবিশেষ হিসেবে অবস্থিত সেই নির্দিষ্ট জমি ও তার ওপর নির্মিত কাঠামো যার মধ্যে রয়েছে ২০২৭ বর্গফুট আয়তনের একটি কাঠামো এবং ৩৮০৫ বর্গফুট আয়তনের সংলগ্ন জমি-অর্থা সর্বমোট ৫৮৩৪ বর্গফুট জমি (যা ৮ কাঠা ১ ছটাক ২৭ বর্গফুটের সমতুল্য)। এর অন্তর্ভুক্ত হলো জি.টি. রোড-মুখী উক্ত 'ক' (এ) তফসিলভুক্ত তিন-তলা ভবনের পশ্চিমাংশ ও তার অংশবিশেষ, যার কাঠামোগত বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ নিচতলায় একটি 'হাফ ঘর' (অর্ধেক অংশ) ও একটি আচ্ছাদিত বারান্দা (মোট আচ্ছাদিত আয়তন ১৩৯১ বর্গফুট) জি.টি. রোডের দিকে মুখ করা ২২৮ বর্গফুটের একটি খোলা জায়গা এবং দেওয়ালবিহীন একটি উন্মুক্ত কাঠামো যা কেবল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে (আচ্ছাদিত আয়তন ৪০৮ বর্গফুট)-যার নিচে একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক-পিট রয়েছে। প্রথম তলাঃ মূল কাঠামো-অর্থাৎ দুটি শোবার ঘর, একটি খাবার ঘর, একটি বসার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি পূজা ঘর ও দুটি শৌচাগার (আচ্ছাদিত আয়তন ১৩৯১ বর্গফুট) একটি খোলা বারান্দা (আয়তন ২২৮ বর্গফুট) এবং একটি অসম্পূর্ণ কাঠামো-যার কোনো দেয়াল নেই এবং যা কেবল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে (আচ্ছাদিত আয়তন ৪০৮ বর্গফুট)। দ্বিতীয় তলাঃ মূল কাঠামো-অর্থাৎ দুটি শোবার ঘর, একটি খাবার ঘর, একটি বসার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি পূজা ঘর, দুটি শৌচাগার ও একটি ছোট ঘর (আচ্ছাদিত আয়তন ১৪৬৩ বর্গফুট) একটি আচ্ছাদিত বারান্দা (আয়তন ১৫৬ বর্গফুট) এবং ভবনের প্রথম তলার সেই অসম্পূর্ণ কাঠামোর ওপর ও দ্বিতীয় তলার ছাদের ওপর নির্মিত খোলা ছাদ বা টেরেস (অর্থাৎ তৃতীয় তলার খোলা ছাদ)। উক্ত সম্পত্তিটি এএমসি -এর ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত 'অ্যাপকার গার্ডেন' -এর ১৭০ নম্বর হোল্ডিংয়ের অংশবিশেষ। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ-পূর্ব দিকেঃ টি. দাসের বাড়ি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পশ্চিম দিকেঃ এএমসি সিসি রোড উত্তর দিকেঃ জয়দীপ দাসের বাড়ি দক্ষিণ দিকেঃ জি. টি. রোড। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ সম্পত্তিটির জমির আয়তন ৩,৮০৫ বর্গফুট এবং এর ওপর জি+২ (নিচতলাসহ তিন তলা) ও ছাদসহ কাঠামোটি নির্মিত রয়েছে। সম্পত্তিটি ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে ''যেমন আছে, যেখানে আছে'' ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।	বাস্তব দখল	৩,৭৫,০০,০০০/- টাকা (মাত্র তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা) ২৯.১০.২০২৬ তারিখে বা তারপরে টোকেন মানি / ইএমডি - ৯৩,৭৫,০০০ /- টাকা (শুধুমাত্র বিরানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা)

*ঋণ চুক্তি অনুযায়ী প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং অর্থ পরিশোধ ও / অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও মাশুল ইত্যাদি।

স্বা /-
অথোরাইজড অফিসার
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

তারিখঃ ১৩।১০।২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

জল্পনার মাঝে মুখ খুললেন বিসিসিআই সচিব

দিল্লি থেকে আমেদাবাদে সরছে না ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১২ অক্টোবরঃ ডিসেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলতে আসবে শ্রীলঙ্কা। এই সিরিজে দিল্লিতে হতে চলা ম্যাচ আমেদাবাদে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে খবর ছড়িয়েছিল। তবে সেই খবর সম্পূর্ণ ভুল বলে জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, ম্যাচের স্থান পরিবর্তন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সূচি অনুযায়ী, ১৩ ডিসেম্বর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামেই হওয়ার কথা ম্যাচটি। ভারত-শ্রীলঙ্কা একদিনের ম্যাচ আমেদাবাদে সরিয়ে দেওয়ার খবর উড়িয়ে দিয়েছেন বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। তিনি জানিয়েছেন, এই খবরের কোনও ভিত্তি নেই। ম্যাচের সূচি নিয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে সংবাদমাধ্যমকে বোর্ডের সরকারি বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করার অনুরোধও জানিয়েছেন তিনি। সাইকিয়ার দাবি, ''দিল্লিতে ভারত-শ্রীলঙ্কা একদিনের ম্যাচ আমেদাবাদে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সঠিক নয়। বোর্ড এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। সূচি সংক্রান্ত খবরের জন্য সংবাদমাধ্যমকে বোর্ডের সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করার অনুরোধ করছি। দ্বিপাক্ষিক সিরিজের ম্যাচগুলি নির্দিষ্ট নীতি মেনেই বিভিন্ন শহরকে দেওয়া হয়।'' দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সংস্কারের পরিকল্পনা করছে দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা। সেই সংস্কারের আওতায় স্টেডিয়ামের পিচ ও মাঠের বাইরের অংশ নতুন করে সাজানোর কথা রয়েছে। পাশাপাশি, আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থাও তৈরি করা হতে পারে। এই কাজের জন্য স্টেডিয়ামে নির্ধারিত ম্যাচ অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচ সরানোর কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এক দিনের সিরিজের পর ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলা হবে। সূচি অনুযায়ী, এক দিনের সিরিজ শুরু ১৩ ডিসেম্বর। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২২ ডিসেম্বর।

।। এক দিনের সিরিজ ।।

১৩ ডিসেম্বর। প্রথম এক দিনের ম্যাচ - দিল্লি
১৬ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচ - চেন্নাই
১৯ ডিসেম্বর। তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ - আমেদাবাদ

।। টি-টোয়েন্টি সিরিজ ।।

২২ ডিসেম্বর। প্রথম টি-টোয়েন্টি - রাজকোট
২৫ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি- কটক
২৭ ডিসেম্বর। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি- পুনে

বিনু মাঁকড় ট্রফিতে বিধ্বংসী অবতারে অন্বয় দ্রাবিড়

সংবাদ সংস্থা, বিশাখাপত্তনম, ১২ অক্টোবরঃ বাবার নাম রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় ক্রিকেটের অটুট প্রাচীর... 'দ্য ওয়াল'। যাঁর ট্রেডমার্ক স্টাইল ছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে পড়ে থেকে বোলারদের ঘাম ছোটানো। কিন্তু ছেলে হাঁটছেন ঠিক উল্টো পথে। ধীরস্থির নয়, একেবারে টি-টোয়েন্টি মেজাজ। তিনি অন্বয়... অন্বয় দ্রাবিড়। বয়স মাত্র ১৭। কিন্তু এই বয়সেই বিনু মাঁক। ট্রফিতে বোলারদের রাতের ঘুম কাড়ছেন। সোমবার দিল্লির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে মাত্র ৪১ বলে ৮৫ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন কর্ণাটকের তরুণ অধিনায়ক। সোমবার বিশাখাপত্তনমে বিনু মাঁকড় ট্রফির ম্যাচ। মুখোমুখি কর্ণাটক ও দিল্লি অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমেই রানের পাহাড়। ৪৯ ওভারে ৪ উইকেটে ৪১৮ তোলে কর্ণাটক। আর এই বিশাল স্কোরের নেপথ্যে অন্বয়ের ব্যাটিং-তাণ্ডব। ৪১ বলের ইনিংসে ৫টি ছক্কা ও ৭টি বাউন্ডারি। স্ট্রাইক রেট ২০৭.৩২। নিখুঁত পাওয়ার-হিটিং। এর আগে ধ্রুব কৃষ্ণান মাত্র ৫১ বলে ১০৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। আর শেষবেলায় ক্রিজে এসে সেই মঞ্চকেই রীতিমতো কসাইখানায় পরিণত করলেন জুনিয়র দ্রাবিড়। এই ফর্ম মোটেও একদিনের চমক নয়। গত শনিবারই চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ৬২ বলে ১০৪ রানের এক অনবদ্য সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন অন্বয়। কর্ণাটক জিতেছিল ১০০ রানে। দলের অধিনায়ক তিনি, আবার উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বও তাঁরই কাঁধে। জোড়া চাপ। তবু ব্যাটিংয়ের সময় আগ্রাসী মেজাজে একটুও রাশ টানেননি। বরং, উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের দুর্বলতা মেপে নিয়ে, ব্যাট হাতে তারই মোক্ষম জবাব দিচ্ছেন রাহুল-তনয়। বাবার মতো নিরেট রক্ষণ নয়, ঝুঁকি নিতে পিছপা হচ্ছেন না। উলটে ঝুঁকি নিয়েই সফল। ঘরোয়া ক্রিকেটে এই সাফল্যের বীজ পোঁতা হয়েছিল জাতীয় দলের জার্সিতে। গত জুলাইয়ে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিলেন অন্বয়। হাম্বানটোটায় দ্বিতীয় যুব ওয়ানডে ম্যাচে ৬৭ বলে ৮৭ রানের একটি লড়াকু ইনিংস খেলেন। ৯টি চার ও ১টি ছক্কায় সাজানো সেই ইনিংসে নজর কাড়ে। দল হারলেও অন্বয় বুঝিয়েছিলেন, বড় মঞ্চের জন্য তিনি একেবারে প্রস্তুত। এরপর সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যুব ওয়ানডে সিরিজেও ব্যাটে এল রান। রাজকোটে বৃষ্টির কারণে ২০ ওভারের ম্যাচে নেমে মাত্র ১৮ বলে ৩৮ রান করেন। তিনটি ছক্কা ও দুটি চার। ভারত জেতে ৭ রানে। এবারের বিনু মাঁক। ট্রফি অন্বয়ের কাছে নিজেকে আরও ধারালো করার বড় সুযোগ। শুধু উইকেট বাঁচিয়ে রাখা নয়, দলের রান তোলার গতিও যে তিনি একার কাঁধে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সেটাই বারবার প্রমাণ করছেন। কর্ণাটক শিবিরের কাছে এখন বড় ভরসা। 'ফিনিশার' হিসেবে অন্বয়ের এই ফর্ম যদি বজায় থাকে, তবে আগামী দিনে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের গণ্ডি পেরিয়ে আরও বড় মঞ্চে দেখা যেতে পারে তাঁকে। কে বলতে পারে, বাপের মতো শান্তশিষ্ট 'ওয়াল' না হয়ে, ছেলেই হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটের আগামী দিনের 'ডিনামাইট'!

'আমিই ইতিহাসের সেরা, কোনও তর্ক হবে না'

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১২ অক্টোবরঃ জাতীয় দল থেকে সাময়িক নির্বাসিত। কোচের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘাত। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বিদ্ধ। তবু মেজাজ সেই আগের মতোই। সিএনএন পর্তুগালকে দেওয়া এক বিস্ফোরক সাক্ষাকারে নিজেকে ফুটবল ইতিহাসের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে দাবি করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকার সাফ কথা, তাঁর গোলসংখ্যা এবং বর্তমান ফর্ম প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছে না। পর্তুগালের নতুন কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধের জেরে জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সিআরসেভেন। নরওয়ের বিরুদ্ধে পর্তুগালের ২-১ গোলে জয়ের ম্যাচে তাঁকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি কড়া পদক্ষেপ করে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন। রোনাল্ডোকে সাময়িকভাবে নির্বাসিত করা হয়। চলে শৃঙ্খলারক্ষার তদন্ত। আর এই ডামাডোলের মধ্যেই এবার বোমা ফাটালেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সিএনএন পর্তুগালের প্রকাশ করা ওই সাক্ষাৎকারের টিজারে রোনাল্ডোর গলায় স্পষ্ট হতাশা এবং দম্ভ। তিনি বলেন, ''মানুষ আমার খেলা বা আমার গোলগুলোকে সেভাবে কদর করছে না। হাজার গোলের মাইলফলক থেকে আমি আর ৮৫ গোল দূরে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। জিনিসগুলো স্বাভাবিক ছন্দে হওয়া উচিত। গোলসংখ্যা ৯২০, ৯২৫ নাকি ৯৩০, সেটা বড় কথা নয়। আমিই ইতিহাসের সেরা। ফুল স্টপ। ইতিহাসের সেরা কে, তা নিয়ে আর কোনও তর্ক হতে পারে না। শুধু গোল করে যেতে হবে। সংখ্যাই সব কথা বলে দেয়।'' ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষ ভাবতে নারাজ। নিজের সন্তানদের দিব্যি কেটে রোনাল্ডোর সংযোজন, ''আমি বর্তমানে বাঁচি। কাল কী হবে জানি না। হয়তো সকালে উঠে দেখলাম আর মোটিভেশন নেই, আর খেলতে চাই না। আমি সত্যিই জানি না।'' রোনাল্ডোর মন্তব্যে ফের উসকে উঠেছে সর্বকালের সেরা বা 'গোট' বিতর্ক। যেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি। সদ্যই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন আর্জেন্তিনীয় মহাতারকা। বিদায়বেলায় পেয়েছেন আবেগঘন সংবর্ধনা। আর ঠিক উল্টোদিকে রোনাল্ডোর কেরিয়ারের সায়াহ্ন ঢাকা বিতর্কের কালিমায়। গোলসংখ্যায় রোনাল্ডোর দাবি জোরালো। কেরিয়ার গোল (রোনাল্ডো ৯৮০, মেসি ৯৩৪), আন্তর্জাতিক গোল (রোনাল্ডো ১৪৬, মেসি ১২৫) এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গোলের (রোনাল্ডো ১৪০, মেসি ১২৯) নিরিখে মেসির চেয়ে এগিয়ে পর্তুগিজ স্ট্রাইকার। কিন্তু ব্যালন ডি'অর (মেসি ৮, রোনাল্ডো ৫), বিশ্বকাপ জয়, কেরিয়ার অ্যাসিস্ট (মেসি ৪২৬, রোনাল্ডো ২৬১) এবং বিশ্বকাপের নক-আউট গোলের (মেসি ৭, রোনাল্ডো ১) পরিসংখ্যানে তাঁকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছেন মেসি। মিডিয়ার সামনে ক্ষোভ উগরে দেওয়া রোনাল্ডোর কাছে নতুন কিছু নয়। ২০১২ সালেও সিএনএন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজেকে সেরা বলে দাবি করেছিলেন।

এশিয়ান গেমসে ব্যর্থ ৯ ফেডারেশনকে তলব কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবরঃ এশিয়ান গেমসে বিরাট দল। অথচ পদক শূন্য। ব্যাডমিন্টনের মতো হাই-প্রোফাইল টিম ফাইভ-স্টার হোটেলে এলাহি আয়োজনে। প্রাপ্তি? মোটে একটি ব্রোঞ্জ। ফলস্বরূপ, এবার অন্তত ৯টি জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাকে কড়া প্রশ্নের মুখে ফেলতে চলেছে ক্রীড়ামন্ত্রক। আগামী ১৫ অক্টোবর বাছা বাছা ফেডারেশনগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছে মন্ত্রক। ঘটনাচক্রে ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে অ্যাথলিটদের মুখোমুখি সাক্ষাতের কথা। কিন্তু তার আগে এই ৯টি ফেডারেশনের অন্দরে রীতিমতো কাঁপুনি ধরেছে। জাপানের আইচি-নাগোয়ায় আয়োজিত গেমসে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলকে রাখা হয়েছিল পাঁচতারা নাগোয়া তোকিউ হোটেলে। বিলাসবহুল আয়োজন। এক রাতের ভাড়া প্রায় ১৩,৭২৯ টাকা। উলটো দিকে ভারত্তোলক মীরাবাঈ চানু এবং তাঁর কোচ ছিলেন সাধারণ গেমস ভিলেজ বা কোস্টা সেরেনা ক্রুজ জাহাজে। শুধু চানু নন, পদক জিতে ফেরা আরও অনেকেরই জুটেছিল সাধারণ অনাড়ম্বর বন্দোবস্তে।

২২ বছর পর ভাঙল সানিয়া মির্জার রেকর্ড! বিশ্বটেনিসে শোরগোল ফেললেন রেবতী

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১২ অক্টোবরঃ ভারতীয় টেনিসে ফের নতুন তারকার উদয়। দীর্ঘ বাইশ বছর পর সানিয়া মির্জার রেকর্ড ভেঙে চুরমার। রবিবার পর্তুগালে আয়োজিত ডব্লিউ৩৫ লাগোস টুর্নামেন্ট জিতে ইতিহাস গড়লেন মাত্র ১৭ বছর বয়সি মায়া রাজেশ্বরন রেবতী। স্পেনের সেলিয়া সারভিনো রুইজকে ৬-৪, ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে কেরিয়ারের প্রথম পেশাদার সিঙ্গলস খেতাব ঘরে তুলেছেন তিনি। সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় মহিলা হিসেবে ডব্লিউ৩৫-স্তরের টুর্নামেন্ট জেতার বিরল নজির গড়লেন মায়া। এই সাফল্যের সুবাদে স্বাভাবিকভাবে মায়ার সঙ্গে সানিয়ার তুল্যমূল্য আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, ২০০৪ সালে সানিয়া যখন কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ব্রেক-থ্রু পেয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়সও ছিল ১৭ বছর। কাকতালীয়ভাবে সেই টুর্নামেন্টটির নামও 'লাগোস' (নাইজেরিয়া)। ২০০৪ সালের ১০ অক্টোবর সেই খেতাব জেতেন হায়দরাবাদি তারকা। ঠিক ২২ বছর পর, ২০২৬ সালের ১১ অক্টোবর পর্তুগালের লাগোসে চ্যাম্পিয়ন আরেক ভারতীয়। খেতাব জেতার সময় সানিয়ার বয়স ছিল ১৭ বছর ১০ মাস। অন্যদিকে, মায়ার বর্তমান বয়স ১৭ বছর ৩ মাস। যিনি বয়সের নিরিখে টেনিস আইডলকে বেশ কিছুটা পিছনেই ফেলে দিয়েছেন! পর্তুগালের এই টুর্নামেন্টে মায়ার যাত্রা একেবারে সহজ ছিল না। তাঁকে মূল পর্বে জায়গা করে নিতে হয় যোগ্যতা অর্জন পর্ব বা কোয়ালিফাইং রাউন্ড টপকে। তবে আসল চমকটা আসে প্রথম রাউন্ডে। বিশ্বের ২৪৬ নম্বর খেলোয়াড় তথা টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই জাস্টিনা মিকুলস্কাইটের বিরুদ্ধে প্রথম সেটে একটা সময় ০-৫ গেমে পিছিয়ে ছিলেন ভারতীয় সেনসেশন। সেখান থেকে খাদের কিনারা দিয়ে হেঁটে অসামান্য কামব্যাক করেন মায়া। টাই-ব্রেকে প্রথম সেট জেতার পর দ্বিতীয় সেটেও বিপক্ষকে দাঁড়াতে দেননি। লড়াই জেতেন ৭-৬(১), ৬-১ ব্যবধানে। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দ্বিতীয় রাউন্ডে আর্জেন্টিনার বার্টা বোনার্দিকে ৬-২, ৬-০ ব্যবধানে একপেশেভাবে হারিয়ে দেন। কোয়ার্টার ফাইনালেও মায়ার দাপট অব্যাহত। অষ্টম বাছাই তিয়ান জিয়ালিনকে ৬-২, ৬-১ গেমে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা পাকা করেন। সেমিফাইনালে তাঁকে কোর্টে নামতে হয়নি। ব্রিটেনের ব্রিট ডু প্রির বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেয়ে সোজা ফাইনালে ওঠেন ১৭ বছরের তরুণী। রবিবার ফাইনালে স্প্যানিশ প্রতিপক্ষ সেলিয়া সারভিনো রুইজের বিরুদ্ধে নিজের স্নায়ুর চাপ দুরন্তভাবে ধরে রেখেছিলেন মায়া। স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতে সিঙ্গলস খেতাব নিশ্চিত। এখানেই থেমে থাকেননি ভারতের এই নয়া প্রতিভা। ইউক্রেনের ইয়েলিজাভেতা কোটলিয়ারের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডবলস শিরোপা নিজের নামে করেছেন। আর সেখানেও লুকিয়ে আরেক রোমাঞ্চকর প্রত্যাবর্তনের গল্প। ডবলসের ফাইনালে মিন লিউ এবং কার্লোটা মোচিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সেটে ০-৬ ব্যবধানে পরাজিত হয় ইন্দো-ইউক্রেনীয় জুটি। কিন্তু পরের সেটে কামব্যাক। দ্বিতীয় সেট ৬-২ গেমে জেতার পর ডিসাইডিং সুপার টাই-ব্রেকে ১০-৭ ব্যবধানে বাজিমাত করেন মায়া ও কোটলিয়ার। একই সপ্তাহে সিঙ্গলস এবং ডাবলসের জোড়া মুকুট জিতে বিশ্বটেনিসে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্পষ্ট বার্তা দিয়ে রাখলেন ভারতের এই অনামা কিশোরী।

রঞ্জিতে স্বপ্নের কামব্যাক অভিষেক পোড়েলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবরঃ জীবনের কঠিন সময় কাটিয়ে সদ্য ২২ গজে ফিরেছেন। এ বার শুধু ফেরা নয়, নিজেকে প্রমাণ করলেন বাংলার নির্ভরযোগ্য উইকেটকিপার ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। সোমবার কল্যাণীতে দিল্লির বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে ঝকঝকে সেঞ্চুরি করে শুধু কামব্যাকই করলেন না, নিন্দুকদের জবাবও দিলেন তিনি। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাঁর রান ১৬১ বলে ১১৪। দ্বিতীয় দিনে ১৩৭ বলে সেঞ্চুরি করেন অভিষেক, ১১টা চার ও একটা ছক্কার উপর ভর করে এই রানটা করেন তিনি। দ্বিতীয় দিনের শেষে তিনি ১৩টা চার ও একটা ছক্কা মেরেছেন। অন্যদিকে তাঁর সঙ্গে অপরাজিত আছেন সুদীপ কুমার ঘরামি, যার রান ১২২, নটআউট। সুদীপ ও অভিষেকের জুটি করেছে ১৩৫ রানের।

অ্যানফিল্ডে ১০ জনের লিভারপুলকে উড়িয়ে দিল ম্যানচেস্টার সিটি

ম্যাচের আগে পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। প্রিমিয়ার লিগের আইন ভাঙার দায়ে দোষী প্রমাণিত হওয়া ম্যানচেস্টার সিটির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিলেন লিভারপুলের ভক্তরা। এমন আবহে টলে যায়নি এঃটসো মারেস্কার দল। দ্বিতীয়ার্ধের উজ্জীবিত ফুটবলে আয়োজকদের উড়িয়ে লিগে শতভাগ জয়ের ধারা ধরে রাখে তারা।

সংবদ সংস্থা, লিভারপুল, ১২ অক্টোবরঃ লিভারপুলের মাঠে রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে সিটি। তাদের জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে রায়ান খাফেনবেখের লাল কার্ড। ১৪ মিনিটের ব্যবধানে ডাচ মিডফিল্ডার দুটি হলুদ কার্ড দেখার পর পাল্টে যায় খেলার চিত্র। ৬২তম মিনিটে লিভারপুল ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর একে একে জালের দেখা পান আর্লিং হলান্ড, জেরেমি ডোকু ও রায়ান শের্কি। অ্যানফিল্ডে শুরুটা ভালো করে লিভারপুল। আগের পাঁচ ম্যাচে অপরাজিত থাকা দলটি আক্রমণাত্মক ফুটবলে চেপে ধরে সিটিকে। রক্ষণ জমাট রেখে দ্রুতই নিজেদের গুছিয়ে নেয় সফরকারীরা। কোনো দলই পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। রক্ষণ ভাঙতে না পেরে ৩৫তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে চেষ্টা করেন এন্সো ফার্নান্দেজ। শট দূরের পোস্টে ঝাঁপিয়ে ঠেকান লিভারপুল গোলরক্ষক আলিসন। লক্ষ্যে এটাই ছিল সিটির প্রথম শট। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এগিয়ে যেতে পারত লিভারপুল। কিন্তু দারুণ ডাবল সেভে তাদের হতাশ করেন সিটি গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা। ৪৯তম মিনিটে লুইস কুমাসের শট ঠেকান দোন্নারুম্মা। ফিরতি বলে রায়ান খাফেনবেখের শটও ব্যর্থ করে দেন তিনি। আলগা বলে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আলেক্সিস মাক আলিস্তের। ৬০তম মিনিটে দারুণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি হলান্ড। ছুটে গিয়ে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে প্রথম স্পর্শে আড়াআড়ি শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকার। দুই মিনিট পর দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন খাফেনবেখ। ৬৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় সিটি। ডোকুর শট এক জনের গায়ে লাগলে পেয়ে যান অরক্ষিত হলান্ড। গতিময় শটে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন তারকা স্ট্রাইকার। ৬৮তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডোকু। এলিয়ট অ্যান্ডারসনের কাছ থেকে বল পেয়ে ডি বক্সে ঢুকে যান তিনি। এবার ক্রস না করে একটু সময় নিয়ে বাঁকানো শটে জাল খুঁজে নেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। ঝাঁপ দিলেও বলের নাগাল পাননি আলিনসন। ৭৮তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান শের্কি। ইয়োশকো ভার্দিওলের ব্যাকহিলে বল পেয়ে শট নেওয়ার ভান করেন ফরাসি মিডফিল্ডার। এতে বিভ্রান্ত হয়ে তাড়াহুড়ো করে স্লাইড করেন লিভারপুল ডিফেন্ডার, সেই সুযোগে ঠাণ্ডা মাথায় জাল খুঁজে নেন শের্কি। ম্যাচ থেকে পুরোপুরি ছিটকে যায় লিভারপুল। বাকি সময়ে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করলেও তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আয়োজকরা। ৬ ম্যাচে ৬ জয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সিটি। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আর্সেনাল। ৯ পয়েন্ট নিয়ে নয় নম্বরে আছে লিভারপুল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com